উপহার।

এই "ভালবাসা" নামক গ্রন্থখানি প্রচারিত করিয়া যে আমি সাহিত্য সমাজে যশঃ লাভ করিব সে আশা করিনা। সে আশায় এই পুস্তক রচিত হয় নাই। হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাই লিপি-বদ্ধ করিয়াছি, ভাষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেই নাই। পুস্তক খানি এক প্রকার পাগলের প্রলাপ-পূর্ণ বলিলেও হয়। মনুষ্য আপন আপন দুঃখভার বহনেই অক্ষম; যদি আমার হৃদয়ের গভীর যাতনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ থাকেন, যদি আমার ন্যায় কোন উদাসীন এই বঙ্গে অবস্থিতি করেন, তাঁহারই হস্তে ইহা সাদরে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮	শেষ পঙ্‌ক্তি	প্রাণাধিক	জীবন-সর্ব্বস্ব
৬০	৫	প্রাণাধিক !	জীবন-সর্ব্বস্ব !
৮৬	৬, ৭	প্রাণাধিকের	জীবন-সর্ব্বস্বের

ভালবাসা।

প্রথম খণ্ড।

আমি ভালবাসি।

আমি আমার মনের কথা কা'র কাছে বলিব? কে শুনিবে? জগতে কি এমন কেহ আছে যে আমার মনের কথা বুঝিবে? আমার মত কি আর একজন অভাগা আছে, যে, আমার কান্না শুনিয়া তাহার হৃদয় বাজিবে?

আমার মনের মত মানুষ নাই। এ জগতে কাহারই মনের মত মানুষ মিলেনা; তাই বলি, কা'র কাছে মনের কথা বলিব? কে শুনিবে? কি শুনিবে?—ভালবাসা?

ভালবাসা কি? ভালবাসার এত অত্যাচার কেন? আপনাকে আপনি ভুলিতে পারি, কিন্তু কই এক মুহূর্ত্তের তরেও ত তাহাকে ভুলিতে পারি না?

————ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার সেই মূর্ত্তি, সেই নয়ন, সেই কথা, সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, আর তার কত

কি মনে আসিতেছে ; ও কে যেন তাহা চিত্রফলকে চিত্র করিতেছে,—আর কে চিত্র করিবে? মনই তাহা আঁকিয়া দেখাইতেছে,—নয়নের কাছে আঁকিয়া দেখাইতেছে, প্রাণের কাছে আঁকিয়া দেখাইতেছে, জীবনের কাছে আঁকিয়া দেখাইতেছে ; এ বিপুল বিশ্বসংসারে মনই চিত্রকর। জগতে আর কে চিত্র করিতে পারে?

যাহাকে ভালবাসি তাহার হৃদয়ে, তাহার মনে, তাহার কথায়, তাহার ভঙ্গিতে কোন দোষই দেখিতে পাইনা। পাইনা কেন? তাহার কারণ পর্য্যালোচনা করিতে হৃদয় বিলোড়িত হইয়া যায়, অনন্ত যুগ ভাবিলেও তাহা স্থির হইবার নহে।

মনুষ্য জাতির যত প্রকার দুঃখ হইতে পারে, তাহার ভিত্তিমূলই ভালবাসা। "ভালবাসো জ্বলিতে হইবে, ভালবাসিও না, ততোধিক জ্বলিতে হইবে *" নিস্তার নাই ; এ সৃষ্টিতে স্রষ্টা পলাইবার পথ রাখেন নাই ; এদিকে যাও, ওদিকে যাও, যেদিকে যাও জ্বলিতেই হইবে।

জগতে দুই জনকে সমান ভালবাসা যায় না, অবশ্য একজন আছে যাহাকে আমি সকলের অধিক ভালবাসি।

জগতে ভাল না বাসিয়া কেহ থাকিতে পারেনা, একজন না একজনকে ভালবাসিতেই হইবে,—আজি হউক, কালি হউক ভালবাসিতেই হইবে। নিস্তার নাই।

ভালবাসা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু

---

* "Loving is a painful thrill;
And not to love more painful still."—Moore.

পারি নাই; তাই বলি, স্রষ্টা পলাইবার পথ রাখেন নাই। ভালবাসা এ জগতের প্রাণ, ভালবাসা জগৎসৃষ্টির কেন্দ্র।

সর্ব্ব চিত্রকর; মন চিত্রযন্ত্র—একটি ফটোগ্রাফের যন্ত্র বিশেষ। সকলেরই মুখ ইহাতে অঙ্কিত হয়, কিন্তু প্রায়ই, দিনে কি মাসে, মাসে কি বৎসরে, বৎসরে কি যুগে, যুগে কি যুগান্তরে তাহা মুছিয়া যায়——আর তাহার চিহ্নও থাকে না, খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না; কিন্তু একটি মুখ চিরযুগ পর্য্যন্ত, চিরকাল পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে,—তাহা বিলীন হইবার নহে। সে মূর্ত্তি কখনও যায় না; সে মূর্ত্তি তাহার——যা'কে হৃদয় ভরিয়া, যা'কে নয়ন ভরিয়া বার বার দেখি, যা'কে আমার মন চেনে, আমার প্রাণ চেনে, আমার জীবন চেনে; যে আমার হৃদয়ের হৃদয়, নয়নের নয়ন, জীবনের জীবন। সে মূর্ত্তি সুন্দর, নয়ন-রঞ্জন, হৃদয়-গ্রাহী, নিমেষ-মধ্যে মনে প্রাণে অঙ্কিত হইয়াছে। অহো! সেই মূর্ত্তি বিলীন হইবার নহে।

যখন সন্ধ্যা হইলে চন্দ্র গগনে আসিয়া উদিত হন, তখন সেই সন্ধ্যানিল সঙ্গে সেই মূর্ত্তিটি দ্বিগুণ জ্যোতিতে সাজিয়া হৃদয়ে উদিত হয়; যখন কার্য্য হইতে অবসৃত হই, যখন জগৎসংসারের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য আমার সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মূর্ত্তিটি আমার হৃদয়কে জ্বালাইতে আইসে। কতবার মনে করিয়াছি আর ভাবিবনা, কিন্তু কার সাধ্য সে মূর্ত্তিটিকে একবার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত হৃদয় হইতে দূরীভূত করে?

সে যে প্রাণে প্রাণে গাঁথা। রোমীয় কবিগণ বলিয়াছেন,—আত্মা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে স্বর্গে একটী উদ্যানে ভ্রমণ করে। স্রষ্টা বোধ হয় তখন এই মূর্ত্তিটি আমার আত্মায় গাঁথিয়া দিয়াছেন। *

সাগরে তেমন মাণিক নাই, জগতে তেমন রত্ন নাই, দৃষ্টিতে তেমন সৌন্দর্য্য নাই, যে তাহাই পাইয়া আমার সেই মূর্ত্তিটি ভুলিয়া যাই। আমার সেই মূর্ত্তিটি—, তাহাকে আমি ছাড়িব না!

আমি সেই মূর্ত্তিটি হৃদয়ে রাখিয়াছি; হৃদয়ের যে স্থানে ধর্ম্ম, ঈশ্বর, দয়া, স্নেহ প্রভৃতির সমবায়, তাহার মধ্যে পবিত্র আসনে সেই মূর্ত্তিটি রাখিয়াছি। সেই মূর্ত্তিটিকে ভালবাসিয়াছি; ভালবাসা অচল——অটল ——চিরস্থায়ী——বজ্রলিপি——'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।'

আমি প্রতিদান পাইবার জন্য ভালবাসি নাই, যে প্রতিদান পাইবার জন্য ভালবাসে সে ভালবাসিতে জানে না। জানিতাম ভালবাসা বড় সহজ, শুনিতাম এ ওকে ভালবাসে, সে তা'কে ভালবাসে, তখন মনে করিতাম ভালবাসা বড় সহজ, এখন জানিলাম ভালবাসা বড় কঠিন; যে একজনকে ভালবাসিতে পারে সে সমস্ত সংসারকে

---

* "The Roman bard has sung of fields Elysian
Where the soul sojourns ere she visits earth;
Sure it was there my spirit knew thee.——"
——Little White Lady.

ভালবাসিতে পারে, কিন্তু যথার্থ ভালবাসা কজনে জানে? না বুঝে লোকেরা বলে 'আমি ভালবাসি।'

যাহাকে ভালবাসি তাহাকে না দেখিলে হৃদয়ে যে পরিমাণে কষ্ট ও যন্ত্রণা হয়, তাহাকে দেখিলে, তাহার সহবাসে হৃদয়ে সেই পরিমাণে সুখ হয় না কেন? কিছু-মাত্র যে সুখ হয় না তাহা বলিতেছি না; সেই পরিমাণে সুখ পাই না কেন? জগদীশ্বর কি তবে মনুষ্যহৃদয় সুখের জন্য সৃষ্টি করেন নাই? যন্ত্রণা দিতে পারেন, কিন্তু সুখ দিতে পারেন না কেন? যদি জানিতাম যে ভালবাসিয়া যে পরিমাণে সুখ পাওয়া যায়, তাহার দ্বিগুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তা'হলে এ জগতের সম্মুখে আজি কাঁদিয়া বলিতাম না যে 'আমি ভালবাসি'।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভালবাসিলাম কেন ?

ভালবাসিলাম কেন ? হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ভালবাসিলাম কেন ? চন্দ্রকে, সূর্য্যকে, বিপুলব্রহ্মাণ্ডকে, স্রষ্টার সৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভালবাসিলাম কেন ? কেহই উত্তর করিতে পারিল না। সকলেই নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, নিরুত্তর। তাহাকে ভালবাসিলাম কেন ? সে মূর্ত্তিটি মনে আঁকিলাম কেন ?——কেজানে ভালবাসিলাম কেন, কে জানে আঁকিলাম কেন,—কেবল এই মাত্র জানি যে ভালবাসিয়াছি, আঁকিয়াছি ; ইহার অতিরিক্ত জানিবার জন্য স্রষ্টা আমার বুদ্ধিতে ক্ষমতা দেন নাই।

মনের গতিতেই শরীরের গতি,—মনে তুমুল ঝটিকা বহিলে শরীর জীর্ণ হয়। কতবার চেষ্টা করিয়াছি মনের দুঃখ লুকাইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইব, কিন্তু তাহা পারিলাম না,—মনের দুঃখে অধর ভস্মবর্ণ, চক্ষু রক্তজবা, গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণ, শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। ইহা জগতে কতশত দেখা যায়, কে গণনা করে ?——অসংখ্য, অসংখ্য ! হায় ! কেহই গণনা করিতে আসে না, কেহই দেখে না !! মনের দুঃখে কত জীবন-দীপ নির্ব্বাণ প্রায় হইয়াছে,

কত জীবন অনন্ত-নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছে ; কত-জন ?——অসংখ্য, অসংখ্য !!!

কৈ, সে নিদ্রা কোথায় ? অনন্তদেবের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইতে বড় সাধ—বড় সাধ হইতেছে। সে নিদ্রায় স্বপ্ন নাই, তাহা শান্ত। তোমরা সকলেই বলিবে 'সে নাই',—কেহ বলিবে 'সে স্বর্গে গিয়াছে', কেহ বলিবে 'সে নরকে গিয়াছে,' কেহ বলিবে 'সে মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে,' অনেকেই বলিবে 'কোথায় গিয়াছে জানিনা,' কেবল এই মাত্র জানি 'সে নাই'।

সে নাই, শুনিয়া কখন কাঁদি কখন হাসি। যখন শুনিলাম বীরাঙ্গণা, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী ইহারা পিতৃ-হীনা হইয়াছে, তখন কাঁদিলাম ; যখন শুনিলাম লীলা-বতী পিতৃহীনা হইয়াছে, তখন কাঁদিলাম,—যখন শুনিলাম 'মধুকর মধু', সে নাই, তখন কাঁদিলাম ; যখন শুনিলাম 'রস উপহার দিতে' দীনবন্ধু, সে নাই, তখন কাঁদিলাম। আবার যখন শুনিলাম সেই হতভাগ্যটি, সে নাই, তখন হাসিলাম ; যখন শুনিলাম যে হতভাগ্য রাত্রিদিন অশ্রু-বর্ষণ করিত, সে নাই, যখন শুনিলাম যে হতভাগ্য প্রাণের জ্বালায়, সংসারজ্বালায় পাগল হইয়াছিল, সে নাই, তখন হাসিলাম। যখন তোমরা সকলে আমার কথা শুনিবে—সে নাই তখন তোমরা হাসিবে।

কিজন্য নিদ্রিত হইলাম, ভাই জানিবেনা, ভগিনী জানিবেনা, জগৎ জানিবেনা, অসংখ্যের মধ্যে আমিও একজন রহিব। কালে নক্ষত্র বর্ণহীণ হইবে, কালে সূর্য্য

জ্যোতিঃহীন হইবে, কালে জগৎ পৃথিবী শূন্যে শূন্যময় হইবে, কিন্তু কালেও কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না, কিজন্য আমি নীরবে মরিয়াছি। ভারতের ইতিহাসে ইহা বর্ণিত হইবেনা, জগতের ইতিহাসে ইহা বর্ণিত হইবে না, সময়ের ইতিহাসে ইহা বর্ণিত হইবে না। কিন্তু এক হৃদয়ে তাহার আমূল বৃত্তান্ত আজীবন বর্ণিত রহিবে। —আজীবন, পরলোকেও (যদি পরলোক থাকে) তাহার লয় হইবেনা। সে হৃদয় কা'র? জ্বলন্ত অক্ষর কা'র হৃদয়ে? সে জ্বলন্ত অক্ষর যে দিনে দিনে পলে পলে তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিবে!! সে আমাকে ভালবাসুক আর না বাসুক, আমি মরিলে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইবে। না, তবে মরিবনা; মরিয়া তা'র হৃদয়কে জ্বালাইয়া কি হইবে? যা'কে ভালবাসি তা'র হৃদয়কে জ্বালাইব? সে কি কথা? না! তা' পারিবনা, পরকালে পাতকী হইব! তা' না হ'লে মরিতাম, এ জ্বালার শেষ করিতাম, নরকের প্রাণীর সংখ্যা একটি প্রাণ দিয়া বাড়াইতাম, জগতের একটি কণ্টক তুলিতাম। বোম্ ভোলানাথ! এত সাধের জীবন, এত সাধের প্রাণ ত্যজিতাম? কার জন্য?

হৃদয় কবাট খুলিয়া ঐ শোন কে যেন বলিল 'আর কা'র জন্য!'

ভালবাসাকে রুদ্ধ করিওনা। যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভালবাসিতে দাও, তোমরা আমাদিগের নামে কলঙ্ক উঠাইওনা। কলঙ্ক!!! ভালবাসাতে কলঙ্ক!!! কা'র সাধ্য কলঙ্ক দেয়? যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহা-

কেহ ভালবাসুক; তোমাদের হাত কি? আমি দেখিয়াছি, একজনকে ভালবাসি বলিয়া আমার ভালবাসার পথে পিতা দাঁড়াইলেন, মাতা দাঁড়াইলেন, সংসারের সমস্ত-লোক আমাকে সেই পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিল। কেন এ রকম ভালবাসার পথে দাঁড়ায় তাহা আজিও বুঝিতে পারি নাই। ভালবাসার পথে দাঁড়ান কি সহজ কথা? ভালবাসাকে রোধ করা কি সহজ কথা? ইহা সেই হিমাদ্রি-জঙ্ঘা-নিঃসৃত বেগবতী গঙ্গার ন্যায় পর্ব্বত, পাহাড়, বৃক্ষ, সমস্ত উৎপাটন করিয়া চলিয়া যায়, বিঘ্ন বাধা কিছুই মানেনা। তাই বলি, ভাল-বাসাকে রুদ্ধ করিওনা, রুদ্ধ করিতে চেষ্টাও করিও না; দেখ, যিনি স্রষ্টা তিনিও ভালবাসেন। ঐ দেখ, আকা-শের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহাপুরুষ কি বলিতেছেন, ঐ শোন,——

'ভালবাস, আমি সুখী হইব, আমি জগতে তোমাদের জন্যই ভালবাসা পাঠাইয়াছি, এই স্বর্গেও ভালবাসা আছে, জগতের কেহই তোমাদের পথে দাঁড়াইতে পারি-বেনা; আমি মহাপুরুষ, আমি স্রষ্টা, আমি বলিতেছি ভালবাস; আমিওত ভালবাসার হাত এড়াই নাই। আমিও যে ভালবাসি।'

শুনলে, মহাপুরুষ কি বলিয়া গেলেন? জগতের সারই ভালবাসা; জগৎসৃষ্টির কেন্দ্রই ভালবাসা, ভাল-বাসা দণ্ড, জগৎসংসার তাহার উপর অবিরত ঘুরিতেছে, অদৃষ্টের চক্রনেমি তাহার উপর অবিরত ভ্রমিতেছে।

এই দেখ ভালবাসি বলিয়া হৃদয় হইতে উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহ ছুটিতেছে; মনে ভালবাসি, হৃদয়ে ভালবাসি, প্রাণে ভালবাসি, জীবনে জীবনে, নয়নে নয়নে—তোমায় ভালবাসি।

কেমনে বলিব আমি কি রকম ভালবাসি! সে রকম চন্দ্রকে ভালবাসিনা, জগৎকে ভালবাসিনা, জগতে তাহার উপমা নাই, সৃষ্টিতে তাহার তুলনা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে তাহার দ্বিতীয় নাই, জীবনে তাহার ছায়া নাই। কেমনে বলিব আমি কি রকম ভালবাসি? এইমাত্র জানি আমি ভালবাসি।

মনে করিয়াছিলাম, মনের যন্ত্রণা লুকাইয়া রাখিব, মনের কথা মনে রাখিব, হৃদয়ের কলঙ্ক হৃদয়ে রাখিব, প্রাণের ভালবাসা প্রাণেই রাখিব; কিন্তু তাহা পারিলামনা, এই দু'টি নয়ন তাহা লুকাইতে দিলনা, কেবল অশ্রুজল বর্ষণ করিবে, কেবল কাঁদিবে। এ পোড়া চো'খই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিল।

"আসোয়ান জল সিঁচি সিঁচি,
প্রেম বেল বোয়ি।
আব্‌তো জানতো সব কোয়ি,
ফয়েল গ্যারা সোয়ি॥"

অদৃষ্ট-চক্রের কেন্দ্র এই সংসার, তাহার নিরক্ষরেখা যন্ত্রণা, অক্ষদণ্ড সন্দেহ; গগনোপরি গিয়া দূরবীক্ষণ দিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে এ পাপ-সংসারের ধ্রুবরেখাই যন্ত্রণা। ভালবাসা লইয়াই এ সমস্ত সংসার,

ভালবাসা লইয়াই সমস্ত যন্ত্রণা, ভালবাসা লইয়াই সমস্ত সন্দেহ; যদি কখনও এই পাপ-ভালবাসা তোমার হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে পার, তখন, যন্ত্রণা, সন্দেহ, সমস্তই তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্মূলিত হইবে; যতদিন তাহা পারিবেনা, ততদিন তুমি যন্ত্রণার ক্রীড়নক, সন্দেহের ক্রীড়নক, ততদিন তুমি এ সৃষ্টিতে সুখ পাইবার আশা করিওনা। যতক্ষণ হৃদয় হইতে ভালবাসা উৎপাটিত করিতে পারিবেনা, ততক্ষণ তোমার হৃদয় নরকানলে, অনলাবৃত আশীবিষের ন্যায়, একবার বিকুঞ্চিত একবার প্রসারিত হইবে; ততক্ষণ কেবল সেই বিষধরের ন্যায় এ সংসার-সমাজে অবিরল গরল বমন করিতে থাকিবে, আর পাগল হইয়া তোমার হৃদয়কে পুনঃ পুনঃ কেবল জিজ্ঞাসা করিবে 'ভালবাসিলাম কেন?'

তৃতীয় খণ্ড।

আমি পাগল।

আমি পাগল, নহিলে জগৎব্রহ্মাণ্ডকে আমার কালামুখ আঁকিয়া দেখাইলাম কেন? আমি পাগল, নহিলে এ মহৎব্যাপারে হাত দিলাম কেন? ভালবাসায় মজিলাম কেন? তাই বলি আমি পাগল।

হো! হো! হো! আমি পাগল।

পাগল নহিলে এ নীরব নিশীথে কাঁদিতাম না, পাগল নহিলে দিনমণির প্রভাতমূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিতাম না। দিনমণির প্রভাতমূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদি কেন? মনে হয়,—এই আবার আর একদিন আসিল, এই আবার আর একদিন কাঁদিতে বসিলাম। রে বিধাত! আমারে কাঁদালি কেন? আমার হৃদয়ে এ যন্ত্রণা দিলি কেন? ভালবাসা দে, কিন্তু তার সঙ্গে এ যন্ত্রণা দিলি কেন? জানি, ভালবাসা জীবনের অবলম্বন, যে ভালবাসেনা তাহার জীবনের অবলম্বন নাই; যা'র কাঁদিবার লোক নাই সে হতভাগ্য, সে সৃষ্টিকে জ্বালাইতে আইসে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত সৃষ্টিতে এমন লোক আইসে নাই, যা'র হৃদয়ে ভাল-

শাসা নাই। জগতে এমন লোক নাই যা'র জন্য কেহ কাঁদেনা। কিন্তু আমি———

'জনম গোঁয়ায়নু রোয়ত রোয়ত,
হম তর কোইত্ত কাঁদল না!!!'

পোড়া ভালবাসায় অনেকবার জ্বলিয়াছি; ভালবাসিলেই পুড়িতে হইবে। ভাল হোক্, মন্দ হোক্, যদি পার ভালবাসিওনা; ভালবাসিলে চন্দনে বিষ জন্মিবে, কুসুমে কীট পশিবে, হৃদয়ে আঘাত পাইবে। দেখ, শকুন্তলা তাহার সাক্ষী, তপোবন-বিহারিণী তাপসকন্যা শকুন্তলাও বলিয়াছেন 'হলাচিন্তেমিঅহং। অবহীরণভীরুকং পুণো বেবইমে হিয়য়ং।'

পাগলের আবার ভালবাসা!! হা! হা! হা! এ জগতে সকলেই পাগল; পাগল কে না?

এই ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে অসীম চিন্তা; চিন্তার সীমা নাই; চিন্তায় চিন্তায় অবসর নাই, চিন্তা হৃদয়কে বিষাদিত করিয়া তুলে; সে বিষাদময় চিন্তালহরীর প্রত্যেক পরমাণুতে আবার অমৃত-কণিকা। তাহা যে পাইয়াছে সে-ই বুঝিয়াছে; যখন ভালবাসায় মজিয়া একবার চিন্তা করিতে থাকি, তখন——আ! সে অমৃত; চন্দ্রে সে অমৃত নাই, কল্পনায় সে অমৃত নাই। আহা! সে পীযূষ!!

সেকি আমায় ভালবাসে? হৃদয় যা'র জন্য পাগল, সেকি আমায় একবার মনে করে? সে আমায় বুঝি—রে কপাল! যে আমাকে ভালবাসেনা তা'কেই ভালবাসি-

লাম! যে আমার দুঃখে দুঃখী নয়, যে আমার কান্নায় কাঁদে না, এ পাগল মন তা'কেই সঁপিলাম!

ধিক্ জীবনে, ধিক্ প্রাণে,—কেন ভালবাসিলাম? আমিত ভালবাসিয়াছি, আমিত মজিয়াছি, আমিত আমার জন্য নরকে স্থান করিয়াছি, কিন্তু——

'পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারু ভালবাসেনা।'

আমি পাগল, নহিলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অন্তরে এই বিষম ব্যাধির সৃষ্টি করিব কেন? শরীরের অভ্যন্তরে, হৃদয়ের দক্ষিণপার্শ্বে বোধ হয় কি যেন নাই, স্রষ্টা সেখানে যেন কি দিয়াছিলেন তাঁহা এখন নাই। দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়, দীর্ঘনিশ্বাসের শেষ নিশ্বাস বিষম যক্ষ্মাতেই পরিণত হয়, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইবার পূর্ব্বে, জীবন-রবির দু'প্রহর বেলার পূর্ব্বে এই বিষম ব্যাধি শরীর অধিকার করে। * যে একবার এই নির্দ্দয় ব্যাধির দৃষ্টিতে পড়িয়াছে তাহার আর আশা নাই, সে পলে পলে পরলোকের প্রতীক্ষা করে, তাহার আর নিস্তার নাই; হায়রে! যে আমাকে ভালবাসেনা তারই জন্য আমি অন্তরে এই বিষম——

সে যে আমায় ভালবাসেনা তাহা কোন্ প্রাণে মনে

---

* "But coughs will come when sighs depart——and now
And then before sighs cease, for oft the one
Will bring the other, ere the lake-like brow
Is ruffled by a wrinkle, or the sun
Of life reached ten O'clock ——"

——Don Juan X, viii

করিব? করিলে হৃদয় যে বিদীর্ণ হইবে, অচির-জাত-নব-মুকুলিত-আশা-লতা যে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবে, প্রাণের ঘাত প্রতিঘাত যে শেষ হইবে, স্রষ্টা রচিত এই জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক যে সমাপ্ত হইবে, জীবনের যবনিকা যে পতিত হইবে, পরলোকে-বিশ্বাস যে চলিয়া যাইবে, ঈশ্বরে-বিশ্বাস যে চলিয়া যাইবে, তাহা কোন্ প্রাণে মনে করিব? মনে করিতে পারিব না, এ জীবন থাকিতে না, এ প্রাণ থাকিতে না; যাহা মনে করিতে পারি না তাহাই আবার মনে করি, তাই বলি আমি পাগল।

কেবল আমি পাগল নই; যে ভালবাসে সে-ই পাগল, যে প্রেমে বিহ্বল সে-ই পাগল; জগতে দুই শ্রেণীর পাগল আছে, প্রেমের দুই প্রকার ভাব,—(একজনের প্রেম অনন্ত গগন সদৃশ, যেদিকে চাও সেই দিকেই দেখিতে পাইবে, তাহার সীমা নাই; আর একজনের প্রেম গভীর অতল-স্পর্শ সমুদ্র, পরিমাণ করিতে গিয়া দেখ পরিমাণ করিতে পারিবে না, তাহার তল নাই); একটি বিকশিত কুসুম —নবমালিকা—পাপ্‌ড়ি গুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছে; আর একটি কুসুম-কোরক—লজ্জাবতী লতা—স্পর্শেই আকুঞ্চিতা হয়, হৃদয়-দল লজ্জায় আকুঞ্চিত, এ পাপ সংসারের কাহাকেও দেখাইতে চায় না, আপনার মনে আপনিই থাকে, নিবিড় নির্জ্জনে অরণ্যে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে, গভীর গিরি-গহ্বরে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে; 'একজন

প্রগল্‌ভ, একজন মুগ্ধ; একজন সাহসী, একজন ভয়-বিহ্বল; একজন বাক্‌পটু, একজন বাগ্‌বিধুর; একজন লৌকিকজ্ঞ, একজন সংসারানভিজ্ঞ।' কিন্তু দু'জনেই পাগল; তুমি পাগল, সে পাগল, আমি পাগল। তাই বলেছি পাগল কে না? পাগল নহিলে হৃদয়ের পণ্যবীথিকায় কি দিয়া কি কিনিলাম!!! সুখ দিয়া দুঃখ কিনিয়াছি; নিশ্চয়তা দিয়া 'যদি' কিনিয়াছি, (সন্দেহ কিনিয়াছি); ভালবাসা দিয়া ঘৃণা কিনিয়াছি; আর এ প্রাণ দিয়া——!!! উঃ! মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়, ঈশ্বরে বিশ্বাস চলিয়া যায়, অন্তরাত্মার তার ছিঁড়িয়া যায়; প্রাণের সঙ্গে এই ইহলোকের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়;—তাই বলি আমি পাগল।

চতুর্থ খণ্ড।

অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম।

"O dark, dark, dark,——————
Irrecoverably dark, total eclipse."

——Milton.

অমানিশার অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম, অমাবশ্যার রজনী অন্ধকারেই আরম্ভ হয়, আবার অন্ধকারেই বিলীন হইয়া যায়। মনুষ্য-জীবনও ঘোর অন্ধকারে আরম্ভ হয়, আবার জীবনের শেষ অঙ্ক, জীবনের শেষ অধ্যায় ঘোর অন্ধকারেই শেষ হইয়া যায়; মাতৃগর্ভে যখন চক্ষু খুলি তখন সমস্তই অন্ধকার, আবার মৃত্যু-সময়ে—মৃত্যু-শয্যায়—মৃত্যু-যন্ত্রণায় যখন চক্ষু বুঁজি তখন আবার সেই মহান্ অন্ধকারই দেখিতে পাই, (লোকে চক্ষু খুলিলেই কেবল দেখে না, চক্ষু বুঁজিলেও দেখে, চক্ষু বুঁজিলে লোকেরা অন্ধকার দেখে)। যখন শূন্য হৃদয়ে অন্ধকার ছিল তখন ভাল বাসিয়াছি, আর ভালবাসিয়াই মহান্ অন্ধকারে পড়িয়াছি। তাই বলি অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম—যাতনার যাতনাই পরিণাম।

যাহার মনে অন্ধকার, বাহ্যজগতে ও তাহার নয়নের কোণে, নয়নের চারিদিকে অন্ধকার অবিরত ঘুরিতেছে, নাচিতেছে, কাঁপিতেছে! সেই অতল অনন্ত দিগ্-দিগন্ত-ব্যাপী গভীর অন্ধকার। ভালবাসায় জ্বলিতেছি

বলিয়াই অন্ধকার; ভালবাসা অনলের জ্যোতি নাই, দীপ্তি নাই, শিখা নাই, তাহা নিবাত-নিষ্কম্প, অন্ধকারেই জ্বলিতেছে, অন্ধকারেই নিবিতেছে। নিবিবার সময় জীবন লইয়া নিবিয়া যায়, জীবন লইয়া জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়। নশ্বর দেহ তাহার সাক্ষী হইয়া পড়িয়া থাকে। শরীর জীবনের সাক্ষী।

ভালবাসা, তুমি কি?—মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া যখন তাঁহার ভালবাসার বাজিরাও কে দেখিতে না পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তখন সেই সময়ে, সেই দণ্ডে, সেই মুহূর্ত্তে, সেই পলে তিনি জানিয়াছিলেন, ভালবাসা কি! মধুরাও. তোমার মৃত্যু-বৃত্তান্ত সেই অনন্তদেব, অনন্ত অক্ষরে, অনন্ত পত্রে, ভালবাসার পরিচ্ছেদে লিখিতেছেন! অনন্ত যুগ লিখিলেও তোমার মনের কথা, মনের যন্ত্রণা বর্ণিত হইবার নহে। সে জীবন্ত পুরুষ অক্ষয়, সে জীবন্ত অক্ষর অক্ষয়, সে জীবন্ত পত্র অক্ষয়। মধুরাও, তুমিই বুঝিয়াছিলে,—এ সংসারের যন্ত্রণার যন্ত্রণাই পরিণাম, অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম।

ভালবাসিব বলিয়া যে ভালবাসিয়াছি তাহা প্রকৃত ভালবাসা নহে; ভালবাসি বলিয়া যে ভালবাসিয়াছি তাহাই প্রকৃত ভালবাসা; তাহা অচল, তাহা চিরস্থায়ী। হিমাদ্রি শিখরের ন্যায় অচল, অনন্ত গগনের ন্যায় চিরস্থায়ী; স্রষ্টার নিয়মের ন্যায় অচল, স্রষ্টার অস্তিত্বের ন্যায় চিরস্থায়ী। ভালবাসি বলিয়া যে ভালবাসিয়াছি সেই ভালবাসাতেই যন্ত্রণা, সেই ভালবাসার যন্ত্রণার

যন্ত্রণাই পরিণাম, সেই ভালবাসার অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম।

যখন শাক্যসিংহ পৃথিবীর সমস্ত স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া, সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করেন, যখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'এ পৃথিবীর সমস্তই অনিত্য, সমস্তই অনিশ্চিত, কিছুই চির-কালের নহে, সমস্তই মায়ামরীচি সদৃশ, বিদ্যুৎফেনোপমং-শ্চপল,' * তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম, যাতনার যাতনাই পরিণাম। যখন রোমীও বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন তাঁহার প্রণয়িনী —সে নাই, তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম; যখন বাইরণ্ সংসারের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বলিয়াছিলেন 'আমি এই পৃথিবীর জন্য নহি, এ পৃথিবীও আমার জন্য নহে' তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যাতনার যাতনাই পরিণাম, অন্ধকারের অন্ধকারই পরি-ণাম।

হায়! হায়! ভালবাসিয়া কি এই হ'লো!! যখন ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম তখন ভুলিতে শিখি নাই কেন? যখন সকলেই গড়িতে পারে ভাঙ্গিতেও পারে, তখন আমি ভালবাসাকে ভুলিতে পারি না কেন? ছি! ছি! জীবনের অপবাদ! পোড়া বিধির সৃষ্টির অপবাদ!

---

* "সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা, নচ
শাশ্বতাপি, ন কল্পা, মায়ামরীচি সদৃশা,
বিদ্যুৎ ফেনোপমাশ্চপলা।"—বুদ্ধদেব।

জগতের অপবাদ! জগন্নিয়ন্তার অপবাদ! ভালবাসিয়া কি এই ফল ফলিল?—মন ভাঙ্গিলাম, জীবন ভাঙ্গিলাম, প্রাণের এক মাত্র অবলম্বন, জীবনের এক মাত্র বৃন্ত তাহাও ভাঙ্গিলাম! ছি! ছি! বিধাতার কি এই কায! তাঁহার সৃষ্টির কৌশলে ধিক্, তাঁহার মহৎযশে ধিক্; কে বলে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্? সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে ভালবাসায় ভুলিবার শক্তি দিতেন, জীবনকে শান্ত করিবার ক্ষমতা দিতেন। তা' দিতে পারেন নাই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ন'ন্। যা'ক্, যা'ক্, জগতে যে যা'কে ভালবাসে তা'কে লইয়াই সে থাকুক্। আমি জগন্নিয়ন্তার সৃষ্টির কৌশল দেখি, সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া দেখি, পারি কি না,—তাহাকে ভুলিতে পারি কিনা। রে পোড়া বিধি! যেখানে ভালবাসা সেই খানেই যন্ত্রণা!!!

——আর আমি ভালবাসিব না। যেখানে সৃষ্টি সেখানেই লয়, যেখানে একবার গড়া সেখানেই একবার ভাঙ্গা, তা আমার মন ভাঙ্গিবে বিচিত্র কি?

সংসারে বিচিত্র কি? কিছুই বিচিত্র নহে; যখন বহু-আয়াস-প্রধান, মহা-মূল্যবান্ এ মানবজীবনই কালে লীন হইতেছে, তখন আর বিচিত্র কি? যখন বীরাভিমানে অভিমানী নেপোলিয়ান্ মাটিতে মিশিয়া গিয়াছেন, যখন মহাবীর আলেক্‌জান্দার মাটিতে মিশিয়া গিয়াছেন, যখন মীল্, কোমৎ, মিল্‌টন্, যখন ব্যাস, বশিষ্ঠ, কালিদাস মাটিতে মিশিয়া গিয়াছেন, যখন হোমার, দান্তি মাটিতে মিশিয়া গিয়াছেন তখন আর বিচিত্র কি? যে বুদ্ধি

একবার বলিয়াছিল ‘পৃথিবী স্থির নহে’ সে-ই যখন মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে তখন আর বিচিত্র কি? যে রূপ-ডোর পৃথিবীর সম্রাটকে বদ্ধ করিয়াছিল সেই রূপ-ডোরই যখন ছিঁড়িয়া গিয়াছে তখন আর বিচিত্র কি? যে মহাজ্ঞান বলিয়াছিল যে ‘এসংসারে কেবল এই মাত্র জানি যে, কিছুই জানিতে পারি না’ সে-ই যখন মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে তখন আর বিচিত্র কি? সক্রেতিস্ যখন মাটিতে মিশিয়া গিয়াছেন তখন আর বিচিত্র কি? তবে মন যে ভাঙ্গিবে তা’ বিচিত্র কি? সমুদায় দ্রব্য জগতে হয় জগতেই যায়, জগতে রাত্রি জগতেই দিন, জগতে মিলন জগতেই বিচ্ছেদ, যে জগতে অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম সেখানে আর বিচিত্র কি? জগৎস্রষ্টার সৃষ্টির কৌশলে বিচিত্র কি? তবে কি কিছুই বিচিত্র নহে? হাঁ, বিচিত্র আছে,—মনের গতি বিচিত্র, বুদ্ধির ক্ষমতা বিচিত্র, ভালবাসার ভাব বিচিত্র, গড়িতে-জানি-ভাঙ্গিতে-জানি-না বিচিত্র, জীবনের-অধিক-যে-জীবন আছে তাহাই বিচিত্র, নয়নের-যে-নয়ন আছে তাহাই বিচিত্র, প্রাণীর প্রাণীর ভালবাসা বিচিত্র, ভালবাসার সুখ বিচিত্র, ভালবাসার যন্ত্রণা বিচিত্র, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচিত্র, স্রষ্টার সৃষ্টিই বিচিত্র। আর বিচিত্র,—অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম, যাতনার যাতনাই পরিণাম। যে দিন দেখিলাম, এ জগতে ধন আছে, মান আছে, কীর্ত্তি আছে, যশ আছে, কেবল-মাত্র সুখ নাই। মনে সুখ নাই, * চিত্তে সুখ নাই,

* অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত,—মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার।

বুদ্ধিতে সুখ নাই, অহঙ্কারে সুখ নাই, এ বিশ্বমণ্ডলে, স্রষ্টার সৃষ্টিতে কেবল মাত্র সুখ নাই। সেইদিনই বুঝিলাম, এ সৃষ্টিতে অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম।

যেদিন দেখিলাম,

'সকল তয়াগনু যো ধন আশে,
সো ভি তয়াগল মোয়
অপন ছোড়ি সব, অপন করনু যোয়
সো ভি হমারি পর হোয়।'

সেই দিনই বুঝিলাম এ সৃষ্টিতে যাতনার যাতনাই পরিণাম, অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম। যেদিন দেখিলাম, যেমন উত্তরদিক্ দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য, তেমনি দুঃখ মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই দিনই বুঝিলাম এ সৃষ্টিতে যাতনার যাতনাই পরিণাম, অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম। যেদিন সেকস্‌পীয়ার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ডাক্তার! তুমি মনের ব্যথা ভাল করিতে কি পার না? পাপ-স্মৃতি হইতে যন্ত্রণার মূলোৎপাটন করিতে কি পারনা? হৃদয়ের বোঝা নামাইতে কি পার না?'* সেই দিনই তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ সৃষ্টিতে যাতনার যাতনাই পরিণাম, অন্ধকারের অন্ধকারই পরিণাম।

* "Canst thou not minister to a mind diseased,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart ?"

—Macbeth, V., Sc iii.

পঞ্চম খণ্ড।

ভালবাসা—গভীর অতলস্পর্শ।

ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ—ইহাতে যে নামিয়াছে সে মজিয়াছে, যে মজিয়াছে সে ডুবিয়াছে—ইহা অতল সমুদ্র। ইহার তল নাই, পার নাই; অতল-অনন্ত-গগন-সদৃশ। যখন ভালবাসিয়াছিলাম তখনত জানি নাই যে ভালবাসার সমুদ্র অতল, ইহাতে নামিলেই মজিব, মজিলেই ডুবিব; এখন জানিলাম, এখন বুঝিলাম, হায়! কি করিলাম!! কি করিলাম!!!

যাহাকে ভালবাসি তাহাকে হৃদয়ের গভীরতা জানাইব না, জানাইলে ভালবাসার গভীরত্ব রহিবে না; প্রকাশ পাইলে জগতের সমস্ত বস্তু লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়। আমার অনিমেষ স্থির লোচন, নীরবে, নিস্তব্ধে, অলক্ষ্যেতে গভীরতার পরিচয় দিতেছে। সেই জগন্নিয়ন্তাই কেবল বুঝিতেছেন। ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ ইহা কেমন করিয়াই বা জানাইব? ইহার পরিমাণ কেমন করিয়াই বা করিব?

ভালবাসা ভুলিবার নয়; এ পোড়া প্রাণ থাকিতে নয়, যখন ইহলোক-হইতে লোকান্তরে যাইব তখন কি

ভুলিতে পারিব?—জানিনা। তোমাকে ভুলিব? হৃদয়ের হৃদয় তুমি, তোমাকে———

ভালবাসা কেমন? ভালবাসা! তুমি শীতল নও শীতল হইলে তোমার এ জ্বলন্তী দাহিকা শক্তি কেন? শীতল হইলে তোমাতে আমি জ্বলিব কেন? তোমার দাহিকা শক্তিতে যে আমার হৃদয়কে ভস্ম করিয়া তুলিয়াছে। তুমি জ্বলন্ত অঙ্গারও নও, জ্বলন্ত অঙ্গার হইলে তোমাতে অমৃত বহিবে কেন? তোমার প্রত্যেক পরমাণুতে অমৃত কণিকা কেন? তুমি সুন্দর নও, সুন্দর হইলে তোমাকে ছাড়িতে চাহিব কেন? সুন্দর হইলে ভুলিবার এত সাধ কেন? তুমি কুৎসিত নও, কুৎসিত হইলে তোমায় ভুলিতাম (ভুলিবার শক্তি থাকিলে ত), তোমায় ত্যজিতাম, তোমায় বিতৃষ্ণা জন্মিত। তবে তুমি কেমন? তা মন জানেনা, জীবন জানেনা, জগত জানেনা। কেবল এই মাত্র জানি, তুমি গভীর অতলস্পর্শ।

তোমাকে সুন্দর দেখিয়া ভালবাসি নাই; ভালবাসিয়া সুন্দর দেখিতেছি। তুমি সুন্দর। আমার হৃদয়ে প্রথমে ভালবাসা পরে সৌন্দর্য্য, যাহার হৃদয়ে প্রথমে সৌন্দর্য্য পরে ভালবাসা, যে সুন্দর দেখিয়া ভালবাসে, তাহার হৃদয়ের ভালবাসা চঞ্চল; স্রোতস্বিনীর জলের ন্যায় চঞ্চল, বারনারীর ভালবাসার ন্যায় চঞ্চল; তাহা যথার্থ ভালবাসা নহে। ভালবাসিলেই সুন্দর দেখিবে; জগতের স্বতঃসিদ্ধ প্রথা, ইহার প্রমাণ নাই। তুমি যাহাকে ভালবাসো সে তোমার চক্ষে সুন্দর, আমি

যাহাকে ভালবাসি সে আমার চক্ষে সুন্দর। জগতে তাহা অপেক্ষা কেহ সুন্দর নাই। আমি শরৎপূর্ণিমা দেখিয়াছি, আমি শারদীয় চন্দ্র দেখিয়াছি, আমি নীরব নিশীথে কল্লোলিনী দেখিয়াছি, কিছুই সেরকম সুন্দর দেখিলাম না।

'তোমারি উপমা দিতে তুমিরে সংসারে।'

তুমি সুন্দর। 'মানিলাম হও তুমি পরমসুন্দর' কিন্তু সুন্দর যে সে কি জ্বালায়? আমি ডুবিয়াছি বলিয়াই জ্বালাও, না ডুবিলে জ্বালাইতে পারিতেনা; তাই বলি, ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ, ইহাতে যে নামিয়াছে, সে মজিয়াছে, সে ডুবিয়াছে। আর, যে ডুবিয়াছে তাহাকে সকলেই জ্বালায়।

'তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ।' যে য়া'র প্রিয়জন নাজানি সে তা'র কি-ই জিনিষ, কি অনির্ব্বচনীয়, কি অপূর্ব্ব জিনিষ। আমি জগতের চিত্র চিত্রিত করিব, কি নিজের কালা মুখ ও পোড়া হৃদয় আঁকিয়া জগৎকে দেখাইব? না, আমার হৃদয়ই চিত্রিত করিব, আমার হৃদয় চিত্রিত হইলেই জগতের হৃদয় চিত্রিত হইবে, আমার মুখ চিত্রিত হইলেই জগতের মুখ চিত্রিত হইবে। আমিই জগত, জগৎই আমি; আমাতেই জগৎ, জগতেই আমি।

সে চন্দ্র নয়, সে সূর্য্য নয়, সে নক্ষত্র নয়, সে গগন নয়, সে পৃথিবী নয়; সে আমার নয়নের চন্দ্র, হৃদয়াকাশের সূর্য্য, সে আমার জীবন-নক্ষত্র, আমার হৃদয়-গগন, সে আমার জগৎ—পৃথিবী। যাহা বলিতেছি, যে ভালবাসি-

য়াছে সে-ই বুঝিতেছে, অন্য কেহই বুঝিতে পারিবেনা; যে জানে, ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ, সে-ই বুঝিয়াছে, অন্য কেহই বুঝিবে না।

জ্যোৎস্না-রাত্রে চন্দ্র দেখিয়া মনে হইয়াছে, তা'তে আমাতে কবে একত্র হইয়া সুধাংশুর সুধামাখা হাসি দেখিব? কল্লোলিনীর কল কল ধ্বনি শুনিয়া মনে হইয়াছে, তা'তে আমাতে কবে একত্র হইয়া এই তটিনী-তীরে বসিয়া গাঙ্গিনীর অস্ফুট কল নিনাদ শুনিব? কুসুমোদ্যানে গিয়া স্রষ্টার সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা গোলাপ, মল্লিকা, মালতী কুসুম নিচয় দেখিয়া মনে হইয়াছে, তা'তে আমাতে কবে একত্র হইয়া এই পুষ্প-দলের শোভা সন্দর্শন করিব? কবে একত্র হইয়া!!—দেব! সে দিন কি আসিবে? সে দিন কি তুমি সৃজিয়াছ? সে দিন কি অনন্তকাল-ক্রোড়ে আমার অদৃশ্য রহিয়াছে?

আমার কালা মুখ আঁকিতেছি কেন? জগৎকে দেখাইব বলিয়া, এ জগতে আমার মত অনেক অভাগা আছে, তাহাদের হৃদয় আমার মনের কথা শুনিয়া বাজিয়া উঠিবে, তাহাদের হৃদয়-শিথিল-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে। আমার মত অভাগা! না, তা' এ জগতে নাই; তা' যেন আর দ্বিতীয় সৃষ্ট না হয়! দেব! আমার মত অভাগা সৃজিয়া আর তাহাকে জ্বালাইওনা; তাহার হৃদয়ে ব্যথা দিওনা। আর যেন কেহ না বুঝিতে পারে, ভালবাসা গভীর অতলস্পর্শ, আর যেন কেহ না বলে, হায়! কি করিলাম!! কি করিলাম!!!

যখন এ হৃদয়ে অন্ধকার ছিল তখন ভালবাসিয়াছি, তখন মনে করিয়াছিলাম, ভালবাসিয়া বুঝি সুখ পাইব; কিন্তু হায়! ভালবাসিয়া কি অগাধ জলেই পড়িয়াছি!

'নিচলে ছাড়িয়া, উচলে উঠিনু,
পড়িনু অগাধ জলে।'

ডুবিলাম! ডুবিলাম!!

ষষ্ঠ খণ্ড।

হৃদয়ে নরক।

'————Nor venture to unmask
Man's heart and view the Hell that's there.'
——Byron.

বা! একটি কেমন জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র গগন-তলে ফুটিয়া রহিয়াছে; কেমন মধুর, কেমন শীতল, কেমন নয়ন-প্রীতিকর! ইচ্ছা হয় যে উ'রি কাছে মন খুলিয়া মনের কথা বলি, আমি ঐ নক্ষত্রটিকে বড় ভালবাসিতে শিখিয়াছি।

যখন মা'র কোলে ছিলাম, যখন সুকুমার শিশুটি ছিলাম, যখন হৃদয়ে এ পোড়া ভালবাসার অধিকার হয় নাই (হৃদয়ত সকল সময়ই ভালবাসার দাস), যখন সৃষ্টি

দেখিয়াই মনে আনন্দ হইত, স্রষ্টাকে জানিবার ইচ্ছা ছিলনা, তখন মা আমাকে বুঝাইয়া বলিতেন 'মানুষ মৃত্যুর পর নক্ষত্র হয়' তা'ই তখন বুঝিতাম, মন দিয়া শুনিতাম, আর ঐ নক্ষত্রটির পানে তাকাইতাম। আজ্ তাহা কে মনে করাইয়া দিবে? তখন মা'কে জিজ্ঞাসা করিতাম 'মা! তুমি ম'লেও কি নক্ষত্র হ'বে? আমি ম'লেও কি নক্ষত্র হ'ব?' মা আমার কথায় হাসিতেন, আজ্ সে হাসি আমাকে কে দেখাইবে? আমি আর এখন সেই নির্ব্বিকার শিশুটি নই। এখন এই হৃদয়দলে কীট পশিয়াছে, জীবনে এখন আশায় অনেকবার নিরাশ হইয়াছি, হৃদয়ের ভিতর নরকানল জ্বলিতেছে, ঈশ্বরে অবিশ্বাস হইয়াছে, হৃদয়-তোরণ সন্দেহের তোমরাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

নক্ষত্র, তোমাকে বড় ভালবাসিতে শিখিয়াছি; নাজানি কত কুলবধূ, কত বিধবা, আমার মত তোমাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে; নাজানি কত নিরাশ প্রণয়ী তোমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে; আহা! তাহাদের নয়নে নয়ন নাই, হৃদয়ে হৃদয় নাই, মনে মন নাই; তুমিই তাহাদের (নয়নের লক্ষ্য,) নয়নের নয়ন, হৃদয়ের হৃদয়, মনের মন।

আ! ঐ নক্ষত্রটিকে আমি কত ভালবাসি, আর তাহারাই বা কত ভালবাসে! কেন ভালবাসি? কেন ভালবাসে? জগতে যাহার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি, যাহার কাছে হৃদয়দুঃখ বলিতে পারি, যে দু'দণ্ড কাল স্থির হইয়া শুনে তাহাকেই ভালবাসি।

ঐ নক্ষত্রটির পানে চাহিয়া মনের কথা বলিতেছি, ঐ নক্ষত্রটি আমার মনের কথা স্থির হইয়া শুনিতেছে, তাই ওকে এত ভালবাসি। ঐ নক্ষত্রটিকে সকলেই মনের কথা বলিতেছে,—আমার মনের কথা, বিধবার মনের কথা, কুলবধুর মনের কথা,——

জগৎময়ই মনের কথা, যেখানে যাই সেখানেই মনের কথা। গাছের আড়ালে, পুকুরের পাড়ে, নদীর ঘাটে, বাড়ীর পেছনে, বটগাছের ছায়ায়, তোমার আড়ালে, তোমার কাণের কাছে যেখানে যাই সেইখানেই মনের কথা; আবার মনের কথা গুলিতেই কেবল 'ভালবাসা,' আমি উ'কে ভালবাসি, সে তা'কে ভালবাসে; আহা! মনের কথা গুলি কেমন মধুর; নির্ম্মল হোক্, কলুষিত হোক্, যে রকমই হোক্ ভালবাসা নির্জ্জনেই ভাল লাগে। মনে মনে মনের কথাই ভালবাসা, ভালবাসা মনে মনে মনের কথাই থাকে। দেখ, ঐ জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্রটি কেমন স্থির দৃষ্টিতে আমার হৃদয় দেখিতেছে। মিট্ মিট মিট্, কেমন সুন্দর আলো; মিট্ মিট্ মিট্, তারা! ঘুরিয়া ফিরিয়া জগৎ দেখিয়া বেড়াও, তোমার কিরণটি বড় মধুর, যাহা দেখিতে-দেখিতে-দেখিতে-পাই-না তাহাই মধুর; তোমার আলোটিও ঠিক্ তেমনি। আমার হৃদয়ে তুমি স্থির দৃষ্টিতে কি দেখিতেছ?

————হৃদয়ে অনন্ত প্রেম-স্রোত, একখানি মূর্ত্তি সেই স্রোতোবেগে ভাসিতেছে, নাচিতেছে, যাইতেছে। কোথায় যায়? জানিনা; ভালবাসা হইতে সেই স্রোতের

উৎপত্তি আবার ভালবাসাই সেই স্রোতের বিলয়। সেই স্রোতোবক্ষে জীবনের জীর্ণ তরণী ভাসিতেছে।

জগৎসংসার মনোমধ্যে চিত্রিত, সংসারের ভালবাসা মনোমধ্যে বিকীর্ণ। তথায় ভালবাসার পরীক্ষাস্থল, ভালবাসার পরীক্ষক, ভালবাসার পরীক্ষার্থী, ভালবাসার প্রার্থী। এ চাহিতেছে 'আমায় একটু ভালবাসা দাও' ও চাহিতেছে 'আমায় একটু ভালবাসা দাও' হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ভালবাসা কতটুকু আছে—— অপার, অনন্ত; গভীর, অতলস্পর্শ; কিন্তু দিবার ক্ষমতা নাই, যাহাকে তাহাকে দিতে পারি না, কেন পারিনা তাহা জানিনা।

একটি জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র হৃদয়াকাশে চিত্রিত, মৃদুমন্দ হাসিতেছে, মৃদুমন্দ নাচিতেছে, মৃদুমন্দ কাঁপিতেছে; এ জগতে যাহা আমরা দেখি, সমস্তই হৃদয়ে চিত্রিত হইয়া যায়, যাহা ভাবি তাহাও চিত্রিত হয়; মনে অমাবশ্যায় পূর্ণিমা করিতে পারি, পূর্ণিমায় অমাবশ্যা করিতে পারি; মনের অসাধ্য কার্য্য কি আছে? মনে মিল্‌টন্ নরক সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন।

হৃদয়ের চারিদিকে একটি পরিখা আছে, তাহাতে যন্ত্রণার, নরকানলের, দুঃখের, অশ্রুজলের প্রবাহ একত্র বহিতেছে; সে পরিখার উৎপত্তি ভালবাসা হইতে, আর তাহার বিলয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন নাস্তিকতা।

হৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ড,—সেই সৌরজগৎ, সেই পৃথিবী, সেই স্বর্গ, সেই নরক; আবার

জ্বলন্ত বহ্নি, শিখাহীন বহ্নি, দীপ্তিহীন বহ্নি; অন্ধকারে জ্বলিতেছে, পার্থিব অগ্নি হইতে সহস্রগুণ বেগে, সহস্র-গুণ তেজে জ্বলিতেছে; সেই অগ্নিরাশির মধ্যে একটি প্রাণী, তাহার মুখ বিকৃত, শরীর শীর্ণ, প্রাণবায়ুর চতুর্দ্দিকে তুমুল ঝটিকা ও বজ্রপ্রপাত; প্রাণের চারিদিকে নরকের প্রহরী সমুদায়, ভীষণ বিকটাকার। এ প্রাণ লইয়া যাও, চাইনা——এ প্রাণ রাখিয়া কতকাল পুড়িব ?

অঙ্গ বিকট, জিহ্বা ওষ্ঠাগত, কণ্ঠ শুষ্ক, ইন্দ্রিয় রুগ্ন, শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহ ছুটিতেছে। চক্ষু রক্তবর্ণ, চক্ষু হইতে অগ্নি-কণা দ্বিগুণ বেগে ছুটিতেছে; দ্বিগুণ তেজে ধাইতেছে, চক্ষে পলক নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই (জীবনে দুঃখের শেষ-সীমা অতিক্রম করিলে আর দুঃখ থাকে না, যে দুঃখের শেষ-সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহার আর দুঃখ নাই ; কিন্তু দুঃখের শেষ-সীমা কে অতিক্রম করিয়াছে?) চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার দিকে নহে, অদূরবর্ত্তী নরকাগ্নির দিকে নহে, চক্ষু কেবল শূন্য মধ্য দিয়া শূন্য দেখিতেছে, দেখিতেছে—শূন্যে শূন্য মিশিয়াছে, যন্ত্রণায় যন্ত্রণা মিশিয়াছে, অন্ধকারে অন্ধকার মিশিয়াছে, আর দেখিতেছে—জীবনে মৃত্যু মিশিয়াছে।

হৃদয়! আশ্বস্ত হও, এরকম করিয়া আর কতকাল পুড়িবে? ঈশ্বর কি তোমাকে এই পাপাগ্নির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? ঈশ্বর কি তোমাকে এই নরকানলে জ্বালাইবার জন্য জগতে পাঠাইয়াছেন?

শুনিয়াছি লোকে বলে প্রাণ অমর, প্রাণের মৃত্যু নাই। সত্যই কি তাই? প্রাণ কি অমর? তবে আবার কতকাল পুড়িব? তবে কি অনন্ত-যুগ এ যন্ত্রণা ভোগ করিব? যাঁহারা জগতে সুখী (সুখী কে?) তাঁহারাই প্রাণকে অমর বলেন, তাঁহারাই প্রাণের অক্ষয়-নিত্যত্ব স্বীকার করেন, কে কবে দুঃখীর মুখে 'প্রাণের মৃত্যু নাই' শুনিয়াছে?

স্রষ্টাকে দেখিতে পাইলে সুধাইতাম, আমি আর কতকাল পুড়িব? কতদিনে এ যন্ত্রণার শেষ হইবে?

হায়! দুঃখে পড়িয়াই লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়; হউক্, তাহাতে নাস্তিকের অপরাধ কি?

না জানি এ জগতে কত শত লোক দুঃখে পড়িয়া নাস্তিক হইয়াছে, কতশত লোকের পরলোকে বিশ্বাস নাই, কতশত লোকের নরকে বিশ্বাস নাই, নরকে ভয় নাই। যাহার হৃদয়ে জ্বলন্ত নরক আজন্ম হুহু করিতেছে, তাহার আবার অন্য নরকে ভয় কি? ইহা অপরে বুঝিবে না, কেবল সে-ই বুঝিবে, ঘোর অন্ধকারে

'জীবনের ধ্রুব-তারা ডুবেছে যাহার।'

সপ্তম খণ্ড।

সে দিন যে গিয়াছে।

'তেহিনো দিবসা গতাঃ।'

"Ah! happy years! once more who would not be a boy?"
—Byron.

যে দিন সুখে মা'র মুখ পানে তাকাইয়া হাসিতাম, যে দিন পুতুল লইয়া মনের সুখে খেলিতাম, যে দিন হৃদয়-ভরিয়া মা'র মুখ-খানিই দেখিতাম, যে দিন নয়ন-ভরিয়া ভাই ভগ্নীর মুখগুলি দেখিতাম—হায়! সে দিন যে গিয়াছে! যে দিন সংসারকে সংসার বলিয়া জানিতাম না, যে দিন মনের দুঃখ জানিতাম না, যে দিন সুখ দুঃখ জ্ঞান ছিল না, যে দিন চাঁদের পানে তাকাইয়া মনে করিতাম চাঁদই স্বর্গ, যে দিন মা বলিতেন 'মরিলে মানুষ নক্ষত্র হয়' যে দিন 'আমি সরল আমি' ছিলাম—হায়! সেদিন যে গিয়াছে!! মনোবিকার, মনোযাতনা, মনো-দুঃখ যে দিন অদৃশ্য ছিল, ভালবাসার যাতনা যে দিন অদৃশ্য ছিল, হৃদয়ের-অধিক-যে-হৃদয় আছে যে দিন জানিতাম না, নয়নের-আবার-নয়ন আছে যে দিন জানিতাম না, সৃষ্টির স্তরে স্তরে যে দুঃখ যন্ত্রণা লুক্কায়িত

রহিয়াছে যে দিন জানিতাম না—হায়! সেদিন যে গিয়াছে!!! যে দিন হৃদয়ের শান্তি, হৃদয়ের দুঃখ জানিতাম না, যে দিন ভালবাসা শিখি নাই (ভালবাসা কি শিখ্‌তে হয়?) যে দিন স্ত্রীলোককে 'ভগিনী' পুরুষকে 'ভাই' বলিয়া জানিতাম—হায়! সেদিন যে গিয়াছে!!!

সুখের দিন! আবার কে সে বালক হইতে না চায়? যে দিন গিয়াছে সেদিন যে আর আসিবে না; তবে আর সেদিনের জন্য কাঁদিয়া কি হইবে? 'দিন যায় থাকে না'।

যে দিন ভালবাসিয়াছি সে দিনটি যে কি মধুর গিয়াছে তা' আমিই জানি—হায়! সেদিন যে গিয়াছে। যে দিন মনে করিতাম, মনে ভাবিতাম, আমি তাহাকে যত দূর ভালবাসি, সেও আমাকে ততদূর ভালবাসে—হায়! সেদিন যে গিয়াছে! সৃষ্টির সমুদায় জীব, সমুদায় প্রাণীই জানে যে, দিন গেলে আর আসে না; সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একবার বলিয়াছে—'সেদিন যে গিয়াছে।' যে দিন মনের সুখে ভালবাসিয়াছি সেদিন আর নাই, তাহা কালসাগরে লীন হইয়াছে, তাহা সৃষ্টিতে আর নাই। ভূতলের সমস্ত প্রদেশেই, কি নগরে কি গ্রামে, কি পল্লীতে কি গৃহে, সমুদায় স্থানেই সেই দিনটি একবার আসিয়াছিল; শশী সেই দিনটিকে সাজাইয়াছে, নক্ষত্রমালা সেই দিনটিকে সাজাইয়াছে, কল্লোলিনী কল নাদে সেই দিনটিকে মুগ্ধ করিয়াছে, সেই দিনে কুসুম কাননে সুরভি কুসুমদল হাসিয়াছে, সেই দিনে পীক

বধূচয় তালে তালে গাইয়াছে, সেই দিনে তরঙ্গমালা-বিভূষিত ভীষণ সমুদ্র ঊর্মিমালা শিরে করিয়া নাচিয়াছে, সেই দিনে কত সহস্র হতভাগ্য মনের ব্যথায় চক্ষের জলে ধরণী আর্দ্র করিয়াছে—কিন্তু আর যে সেদিন নাই ; তাহা গিয়াছে ; শতসহস্র হতভাগ্যের চক্ষের জল লইয়া, শত সহস্র মানবের মুমূর্ষুধ্বনি লইয়া কালসাগরের অতল গর্ভে লীন হইয়াছে।

জগতে যা' আসে তা' থাকে না ; কেবল কান্না থাকে, ব্যথা থাকে, দুঃখ থাকে, যাতনা থাকে ; ইহারা যাইবার নহে, ইহাদিগের চিরস্থায়ী অধিকার, স্রষ্টার সৃষ্টির-সময় হইতে ইহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়াছে ; ইহারা এ বিশ্বসংসারকে জ্বালাইতে আসিয়াছে।

কে কবে শুনিয়াছে যে, 'আমার কান্না গিয়াছে'? কান্না চিরকালই চক্ষে থাকিবে, দুঃখ চিরকালই হৃদয়ে বাজিবে, যন্ত্রণা চিরকালই জীবনে রহিবে। ইহারা যাইবার নহে, ইহারা যায় না ; সৃষ্টির যে দিন লোপ হইবে সেদিন ইহাদের শেষ হইবে কিনা জানিনা ; তখন ইহারা কোথায় থাকিবে ? ইহারা অমর, ইহাদের মৃত্যু নাই ; ইহারা প্রাণীর প্রাণ অধিকার করিয়াছে, ইহারা প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে ; প্রাণের মৃত্যু নাই, ইহাদিগেরও মৃত্যু নাই। ছি! বিধি, এই কি তোমার কায ? এই কি তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা ? জগদীশ! আবার আমাকে সেই বালক করিয়া দাও, আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। আর মনের যন্ত্রণায় যেন আমাকে না বলিতে হয় 'সে

দিন যে গিয়াছে।' যখন একবার সেই সুদূর গত শৈশব-স্বপ্নাবলী মনে পড়ে তখন কে যেন আমার জীবন তব-ণীব ভিতর হইতে শোণিত সেঁচিয়া ফেলিতে থাকে, আর তাহাব কর্ণধার হাইল কালসাগরস্রোতে ছাড়িয়া দিয়া গাইতে থাকে 'সেদিন যে গিয়াছে।'

অষ্টম খণ্ড।

দানের কি প্রতিদান নাই?

'যে যাহাকে ভালবাসে।
সে যাইবে তার পাশে।'

'যে যাহাকে ভালবাসে।' এ পাপ-সংসারে কি তবে ভালবাসা আছে? এ পাপ-সংসারে কি তবে কেহ কাহাকে ভালবাসে? তবে কি কেবল দানের প্রতিদান নাই? ভালবাসি, কিন্তু কি ফিরে ভালবাসা পাই না? আ! তবে ভালবাসা এখনও এ পাপ-পৃথিবী হইতে যায় নাই, এখন পর্য্যন্তও ভালবাসা আছে, এখন পর্য্যন্তও ভালবাসার নামটি আছে।

একজন বলিয়া গিয়াছেন 'বন্ধুত্ব নাম-মাত্র।' কি, বন্ধুত্ব নাম-মাত্র? ভালবাসা নাম-মাত্র? ভালবাসা যে দিন নাম-

মাত্র বলিয়া জানিব, সেদিন জানিব মন নাম-মাত্র, জীবন নাম-মাত্র, প্রাণ নাম-মাত্র, সৃষ্টি নাম-মাত্র। ভালবাসা নাম-মাত্র নহে; যদিও ভালবাসা মনে মনে হয় মনে মনে যায় তথাপি তাহা নাম-মাত্র নহে; ভালবাসা হইবার সময় জীবন লইয়াই হয়, যাইবার সময় জীবন লইয়াই যায়; যাহাতে জীবন লইয়া টানাটানি, যাহাতে জীবনের সম্পর্ক, তাহা কি নাম-মাত্র? মনুষ্যের মন, প্রাণ কি তবে নাম-মাত্র? মানবের মহাজ্ঞান কি তবে নাম-মাত্র? গেলিলিয়োর অসাধারণ বুদ্ধি কি তবে নাম-মাত্র? স্রষ্টার সৃষ্টি কি তবে নাম-মাত্র?

এখনও সৃষ্টিতে ভালবাসা আছে? না। যখন শুনিব এ উঁকে ভালবাসে, তখনই কাঁদিব; যখন শুনিব 'সুগন্ধ কুসুমে কীট তখনি কাঁদিব,' যখন শুনিব জগতে ভালবাসা আছে, তখনই কাঁদিব। কাঁদিবার দিন এখনও আছে, যায় নাই, যাইবেও না; কত দিন কাঁদিয়াছি, কতবার কাঁদিয়াছি, কান্নার ইয়ত্তা নাই, কান্নার শেষ নাই; পৃথিবীতে আসিয়া যে কাঁদিতে লাগিলাম, এ কান্নার শেষ নাই; পৃথিবী যাইবে, ব্রহ্মাণ্ড যাইবে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যাইবে, কিন্তু কান্না যাইবে না। কাঁদিতেই এ মনুষ্য-জন্ম। যেদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলাম, সেই দিনই কাঁদিতে শিখিলাম, আর যেদিন জীবনের বিজয়ায় সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, সেদিনও কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যাইব।

প্রাণ দিয়া কি প্রাণ পাওয়া যায় না? মন দিয়া

কি মন মিলে না? যদি বিধি মন দিয়া মন মিলাইবে তবে এতদিনে মিলাইত, তা'তে আমাতে মিলিতাম, দানের প্রতিদান হইত, কান্নার শেষ হইত। কিন্তু তা' হইবার নহে, পোড়া বিধির মনে তাহা নয়; বিধির সাধ, মন জ্বলুক, প্রাণ জ্বলুক, হৃদয়ে চিতানল দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া জ্বলুক, মানুষ জ্বলিয়া জ্বলিয়া জ্বলুক, জীবন জ্বলিয়া জ্বলিয়া জ্বলুক, ভালবাসায় এ সৃষ্টি জ্বলিয়া জ্বলিয়া জ্বলুক। কিন্তু জ্বলিতেছে, জগতে কজনের মন জ্বলে না? তোমার মন জ্বলে, আমার মন জ্বলে, পথের ভিখারী কাঙ্গালটিরও মন জ্বলে, সকলেরই মন জ্বলে, হেক্‌টর জ্বলিয়াছেন, হোমর জ্বলিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে,—সেখানেও জ্বলন্ত শ্মশান, সেখানেও ভস্ম-স্তূপ, সেখানেও রাবণের-চিতা অবিশ্রান্ত হুহু করিয়া জ্বলিতেছে; সোলন, সক্রেতিস্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণও জ্বলিয়াছেন, কেটো, সিজার, টলেমি প্রভৃতি বীরবরেরাও জ্বলিয়াছেন; গেটে, এজাক্‌স সকলেই জ্বলিয়াছেন, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম সকলেই জ্বলিয়াছেন, তখন তুমি আমি জ্বলিব না কেন? জ্বলুক্, জ্বলুক্, আগুণে আগুণে আগুণ জ্বলুক্, দুঃখে দুঃখ জ্বলুক্, 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।'

আমিত জ্বলিতেছি, কিন্তু আমি যাহাকে ভালবাসি সেকি জ্বলেনা? যেখানে দানের প্রতিদান নাই, যেখানে ভালবাসিলে ভালবাসে না, সেখানে শান্তি কখনই সম্ভবে না। সেখানে সমুদ্রই জ্বলে, হরি! হরি! তবে সেও

জ্বলে, যাহাকে আমার মন প্রাণ দিয়াছি সেও জ্বলে! মানব-হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুন! এ আগুনের কারণ কি? আহুতি কি? ইহার কখন্ শেষ হইবে? এ আগুণের, এ জ্বালার কারণ—ভালবাসা, আহুতি—জীবন, শেষ হইবে—মৃত্যুতে।

মনে করিতাম, তাহাতে আমাতে একজীবন, একপ্রাণ 'একজীউ বিহিসে গঢ়ল ভিন দেহ,' মনে করিতাম, সে আমায় ভালবাসে, মনে করিতাম তাহাতে আমাতে এক সত্বা, এক সমবায়, কেবল-মাত্র এই নশ্বর-দেহ অন্তরাল। আজ্ জানিলাম, হৃদয় যাহা মনে করিয়াছিল তাহা ভ্রম। সে এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, সে এখন আর সেই নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার শিশুটি নয়, সে এখন এক জনকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, আমাকে ভালবাসিবে কেন? আমি তাহার ভালবাসার ভিখারী নই, আমি তাহার ভালবাসা চাই না, আমি যে তাহাকে ভালবাসি ইহাই যথেষ্ট।

কি! আমি তাহার ভালবাসার ভিখারী নই? তবে আমি কিসের ভিখারী? তবে জগতে আমার আর ভিক্ষার জিনিষ কি আছে? তবে আমি আর কিসের কাঙ্গাল? তবে আমি আর কাঁদি কেন?

জানিতাম জগতে সুখ আছে, দানের প্রতিদান আছে; জানিলাম জগতে সুখ নাই, দানের প্রতিদান নাই। সেদিন জীবনের এক অধ্যায় গিয়াছে, যেদিন জানিতাম এ জগৎ কত সুখের, যেদিন জানিতাম ঈশ্বর

সরল ভালবাসায় এ মনুষ্য-জীবন গড়িয়াছেন, এ সৃষ্টি গড়িয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টি ভালবাসায় হয় নাই, সৃষ্টিকে পরমেশ্বর জ্বালাইবেন বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; এ জগতে কে জানিত যে ভালবাসিলে ভালবাসে না? ঈশ্বরের জ্বালাইবার সাধ? দানের প্রতিদান নাই? যে এ ভাব মনে আনিতে সাহসী হইত তাহাকে পাপী বলিতাম, নাস্তিক বলিতাম, অভিসম্পাত করিতাম; কিন্তু সে-ই ধন্য যে ইহা আমাদের পূর্ব্বে বুঝিয়াছে, যে ঠেকিয়া শিখে নাই।

ঈশ্বরের সৃষ্টির কি এই পরিণাম? বিধির বিধির কি এই অপবাদ? দানের কি এই প্রতিদান?

মনুষ্য কেন বিজ্ঞ হয়? বিজ্ঞতাই যে মূর্খতা, জ্ঞানই যে অজ্ঞানতা। জ্ঞানীদিগের মনে সুখ নাই; বাল্যকালে জীবন যায় না, সময় যায় না, ভাবিয়া কত সুখীই হইতাম, তখন নববর্ষ আগমনে মা বলিতেন 'আজ্ তোমার জীবনের আর এক বৎসর বাড়িল।' মা'র কথা শুনিয়া মনে বড়ই সুখী হইতাম। আজি বিজ্ঞ হইয়াছি, জ্ঞানী হইয়াছি, অজ্ঞান-তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিয়াছি, আজ্ নববর্ষ আগমনে কি মনে করি? জীবনের এক বৎসর বাড়িল কি এক বৎসর গেল। যাক্, বৎসর চলিয়া যাক্, জীবনের যতদিন যায় ততই ভাল, যত অল্প দিন যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় ততই ভাল।

আজ জ্ঞানী হইয়া জানিলাম, জগতে সুখ নাই,

ভালবাসিলে ভালবাসেনা, দানের প্রতিদান নাই ; তাই বলি, এই জ্ঞানই অজ্ঞানতা, এ বিজ্ঞতাই মূর্খতা ; আমি সেই অজ্ঞান-তিমির-রাশিতে লুকাইয়া থাকিতে বড় ভাল-বাসি, অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিতে বড় ভালবাসি। অজ্ঞানতা! আবার একবার আসিয়া হৃদয় অধিকার কর, তাহা হইলে হৃদয় শান্ত হইবে, হৃদয় শীতল হইবে, প্রাণের এই নরকানল নিবিয়া যাইবে।

যেদিন তাহাকে একবার নয়ন-ভরিয়া দেখিতে পাই, সেদিন অন্তর্জ্জগতেই বা কি সুখ! বাহ্য জগতেই বা কি সুখ! আমরিরে! কি মধুর সুখ! তখন 'সুখ-নীরে ভাসে মন।' সুখের হিল্লোলে ধীরে ধীরে মন নাচিতে থাকে ; কে বলে জগতে সুখ নাই? যে বলে সে একবার তাহার হৃদয়ের জনকে দেখিয়া আসুক ; তখন চারিদিক্ হ'তে যেন মলয় পবন বহিতে থাকে, সূর্য্য যেন শশীরেখায় পরিণত হয়, ক্ষুদ্রকায়া প্রবাহিণী যেন তালে তালে নাচিতে থাকে, কুসুমোদ্যানে ফুলদল যেন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে থাকে, সমীরণ তখন কাণের কাছে কি-যেন-কি গাইয়া যায়, যেন প্রকৃতি তখন বলিতে থাকে 'দেখিয়া লও, হৃদয়-ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া, মন-ভরিয়া, নয়ন ভরিয়া এখন দেখিয়া লও, এ সংসার ছাড়িলে আর দেখিতে পাইবে না।' বহির্জ্জগৎ অন্তর্জ্জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র ; মনে যখন যে ভাব বাহ্য জগতেও তখন সেই ভাব, যা'র মনে সুখ সে-ই বলে 'আজ্ কেন চারি দিক্ হেরি মধুময়,' সে-ই

বলে 'সরিৎ বহে মধু, মেঘে মধু ঝরে, চরাচরে মধু-মাখা সমুদয়।' যাও, তুমি তোমার প্রণয়িনীর নয়নে নয়ন দিয়া থাক গিয়া; যাও, দেখ গিয়া তোমার সেই সরলা আজি চন্দ্রকিরণ স্রোতে মুখ ভাসাইয়া দিয়া নিদ্রা যাইতেছে; যাও, দেখ গিয়া তুমি যাহাকে ভালবাসো সে ঐ গাঙ্গিণী-তীরে সৈকতভূমে বসিয়া আছে; এখন বল দেখি চারিদিক্ মধুময় কি না? সরিৎ সুধা বহে কি না, মেঘে মধু ঝরে কি না? তাহাকে একবার নয়ন-ভরিয়া দেখি, ইচ্ছা হয় সেই মুখ-খানি নয়নের মধ্যে গাঁথিয়া রাখি। জগদীশ! আমার চোখ্ দুটি বড় করিলে না কেন? বড় করিলে তাহাকে আরও নির্ম্মল দেখিতে পাইতাম; আমার দু'টি চোখ্ ছাড়া আর দু'টি চোখ্ করিলে না কেন? তা'হ'লে চারি চখে তাহাকে দেখিতাম। আমি তাহাকে কত ভালবাসি। মন দিয়াছি তবে কেন মন পাই না? এ পোড়া জগতে তবে দানের কি প্রতিদান নাই? সরলা! দানের প্রতিদান নাই শুনিয়া হাসিওনা, তুমি মনে করিতেছ দানের প্রতিদান আছে, যখন তোমার ঐ আকর্ণ বিস্ফারিত নলিনী-নয়নে একবার অশ্রুকণা দেখা দেয় তখন কে তোমার দুঃখে দুঃখিত না হয়? নলিনী-নয়নে অশ্রু দেখিলে মানব-মন পাগল হইয়া যায়, পলাশ-দলে শিশির-কণা দেখিলে মানব-মন পাগল হইয়া যায়, তখন কে তোমার সেই অশ্রুবিন্দু না মুছাইয়া দিয়া থাকিতে পারে? তখন কে তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু

সরলা! সে প্রেম নিষ্কারণ নহে, তাহা অপ্রতিবিধেয় নহে, তাহা দুইটি হৃদয়কে অনুস্যূত করিয়া দেয় না, সে যথার্থ ভালবাসা নহে; তাই বলি, সরলা! যখন যথার্থ ভালবাসা জানিবে, তখন যথার্থ ভালবাসার যন্ত্রণা জানিবে, তখন তুমিও একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎকে জিজ্ঞাসা করিবে 'তবে দানের কি প্রতিদান নাই?'

নবম খণ্ড।

সুন্দর কি?

এ জগতে সুন্দর কি? কোন্ বস্তু দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হয়, হৃদয় শীতল হয়, নয়ন-প্রীতি-কর হৃদয়-গ্রাহী এমন সুন্দর কি?

—সিংহ-শিশু যখন পর্ব্বত-কন্দরে ক্রীড়া করে তখন তাহাই সুন্দর; গভীর রাত্রে বিদ্যুৎ-বজ্র সমাকীর্ণ বৃষ্টি-ধারা যখন মুষল ধারে পড়ে তখন তাহাই সুন্দর, কৃষ্ণ-মেঘে যখন বিদ্যুৎ হাসে তখন তাহাই সুন্দর, নদী যখন ধীরে ধীরে নেচে গেয়ে আপন মনে আপন

প্রাণে বহিয়া যায় তখন তাহাই সুন্দর; উত্তাল-তরঙ্গ-ময় ভীষণ সমুদ্র যখন গভীর হুঙ্কারে চরাচর কম্পিত করে তখন তাহাই সুন্দর; যখন নির্ব্বাত-নিস্তব্ধ-নিশীথে কল্লোলিনীর স্বচ্ছ হৃদয়ে চন্দ্রমা মৃদু-হাসি হাসিতে থাকে তখন তাহাই সুন্দর; নিরপরাধিনী, বিপুবিহীনা (?) সরলা যুবতীই সুন্দর; পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাই সুন্দর; সুকুমার শিশুই সুন্দর; প্রণয়িনীই সুন্দর; চন্দ্রের জ্যোৎস্নাই সুন্দর; প্রভাত অরুণ-কিরণই সুন্দর; গঙ্গার কুল কুল ধ্বনিই সুন্দর, বাহ্য জগতে তবে সকলইত সুন্দর।

মনুষ্য-হৃদয়ে, শান্তি সুন্দর, সুখ দুঃখ সুন্দর, কল্পনা সুন্দর, চিন্তা সুন্দর, ভালবাসা সুন্দর, অন্তর্জ্জগতে তবে সকলইত সুন্দর। কেন না সুন্দর হইবে? যিনি গড়িয়াছেন তিনি যে সুন্দর; তবে কি না তাঁহার হাত কলঙ্কিত,—তিনি ভালবাসায় যন্ত্রণা দিয়াছেন।

জগতে সমুদায়ই সুন্দর; যাহা নূতন দেখি তাহাই সুন্দর, যাহা দেখি দেখি-দেখি না তাহাই সুন্দর, যাহা যায়-যায়-যায় না তাহাই সুন্দর, যাহা আসে-আসে-আসে না তাহাই সুন্দর, যাহা থাকে-থাকে-থাকে না তাহাই সুন্দর, যাহা মনে ভেবে-ভেবে-পাই-না তাহাই সুন্দর, যাহাতে সুখ-দুঃখ সকলই আছে তাহাই সুন্দর, সৃষ্টির সৃষ্টিই সুন্দর, স্রষ্টার কৌশলই সুন্দর। পৃথিবীতে সময়ই সুন্দর, আদরের ধনই সুন্দর, 'দিন-যায়-থাকে-না' তাহাই সুন্দর, আর সুন্দর—— শরতে অপরিস্ফুট কৌমুদী।

আর এ জগতে সমুদায় জাতির কাছে, ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, পারসি, বাঙ্গালী সমুদায়ের কাছে রমণীর অঞ্চল সুন্দর; যেখানে যাও, যেদেশে যাও, সকল স্থানেই দেখিতে পাইবে, রমণীর অঞ্চলের পূজা হইতেছে, যে মহাত্মা একবার গর্ব্বে বলিয়াছিলেন 'ঈশ্বর নাই' তিনিও রমণীর অঞ্চলের পূজা করিতেন; রমণীর অঞ্চলে কত কত রাজ্য, কত কত নগরী ভস্মসাৎ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এই অঞ্চলেই ট্রয় পুড়িয়াছিল, এই অঞ্চলেই রোমে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়াছিল; আর আমাদের, পোড়া বাঙ্গালীর 'ব্রহ্মাস্ত্র বধূর অঞ্চল।' বধূর-অঞ্চলে কি না করিতে পারে? কেবল সুন্দর নয় তাহা সর্ব্বশক্তিমান্। রমণীর অঞ্চলেই এই সোনার ভারত ছার-খারে গিয়াছে, রমণীর অঞ্চলেই আমাদের এই দশা; আর ইংলণ্ড, রমণীর অঞ্চলে পাগল হইয়া গিয়াছে; যেদেশে যত সভ্যতা, সেদেশে রমণীর অঞ্চল তত শক্তিমান্।

সুন্দরে সুন্দর চিনে (পাপে পাপ চিনে, দুঃখে দুঃখ চিনে),—হীরক সুন্দর, রমণীকণ্ঠেই মাত্র তাহার শোভা, রমণী সুন্দরী; চন্দ্র সুন্দর, গগনেই মাত্র তাহার শোভা, গগন সুন্দর; নলিনী সুন্দর, সরোবরেই মাত্র তাহার শোভা, সরোবর সুন্দর;. রমণী সুন্দরী, প্রণয়ীর মনেই মাত্র তাহার শোভা, প্রণয়ী-মন সুন্দর; ষোড়শ-বর্ষ-সুন্দর, যুবতীতেই মাত্র তাহার শোভা, যুবতী সুন্দরী; সরলতা সুন্দর, সরলাতেই মাত্র তাহার শোভা, সরলা সুন্দরী; তাই-বলি সুন্দরে সুন্দরে শোভা পায়।

সে যে সুন্দর, তাহাতে আমাতে শোভা পাইবে কেন? তাহা হইলে বিধাতার নিয়মের লঙ্ঘন হইবে, নহিলে বিধি তাহাতে আমাতে মিলাইয়া দিত, নহিলে বিধি দানের প্রতিদান দিত, এ হৃদয়ের নরকানল নিবাইয়া দিত; নিয়মের লঙ্ঘন হইবে বলিয়া প্রতিদান দেয় নাই, মিলাইয়া দেয় নাই। এ সৃষ্টি জগন্নিয়ন্তার নিয়মেই চলিতেছে! যদি আমি সুন্দর হইতাম তবে তাহাতে আমি মিলিতাম; পরমেশ! তবে আমায় সুন্দর করিয়া কেন গড়িলে না? এ জগতে সুন্দর হইতে কে না চায়?

পাপে পাপ চিনে, দুঃখে দুঃখ চিনে,* ——যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় পড়িয়া থাকি, যখন ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে শয়ান থাকি, যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলে পলে পরলোকের আশা করি; যখন ইহলোক ও পরলোক এক নিশ্বাস-মাত্র প্রভেদ; যখন এক নিশ্বাসে ইহলোক, এক নিশ্বাসে পরলোক দেখিতে পাই; যখন এক নিশ্বাসে সৃষ্টি দেখি, এক নিশ্বাসে স্রষ্টা দেখি; যখন এক নিশ্বাসে স্থিতি দেখি, এক নিশ্বাসে লয় দেখি; যখন নিশ্বাসে নিশ্বাসে যন্ত্রণা, তখন আবার মনে ভীষণ বিভীষিকাগুলি উদিত হয়, তখন আবার সংসারের মায়া একবার হৃদয় অধিকার করে; সে কি দুঃখে দুঃখ নয়, সে কি

---

* "When sorrows come, they come not single spies,
But in battalions."——Shakespere.

পাপে পাপ নয়, সে কি যন্ত্রণায় যন্ত্রণা নয়? স্রষ্টার কাছে এই-ই সুন্দর; পাপীর মৃত্যুতে এই-ই সৌন্দর্য্য; জগতে যে সুন্দরে সুন্দর চিনে, পাপে পাপ চিনে তাহাই সুন্দর।

সুন্দর কি? জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড যাহাকে সুন্দর বলে আমার কাছে তাহার কিছুই সুন্দর নয়; আমার কাছে—সেই মুখখানি সুন্দর, সে আমার হারাণ মণি, সে আমার প্রভাত-চিন্তা, সে আমার কে-জানে-কি। আমার কাছে তাহার নয়ন দু'টি সুন্দর; জগতে নয়নই সুন্দর, যে মনের কথা বলে সেই-ই সুন্দর, যখন নয়ন সহস্র রসনায় বলে সে আমায় ভালবাসে কি না তখন নয়নই সুন্দর, তাহার নয়নে আমার নয়নে যখন একত্র হয়, যখন এ জগতে একবার চারি-চক্ষুর মিলন হয়——চারি-চক্ষুর মিলনে শরীরে বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, প্রাণে অমৃত বহিতে থাকে, ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ ছুটিতে থাকে, চারি-চক্ষুর মিলনে এক মুহূর্ত্ত এ পাপসংসার ভুলিয়া যাই, হৃদয়ের নরকানল ভুলিয়া যাই, আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই; দেখিয়াছি, চারি-চক্ষুর মিলনে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি নাই, শরীর আপাদমস্তক কাঁপিয়াছে; এ জগতে চারি-চক্ষুর মিলন বড় মধুর, যে চারি-চক্ষুর মিলন দেখিয়াছে সেই-ই জানে, এ জগতে যে ভুক্তভোগী সেই-ই জানে।

যখন তুমি তাহার হৃদয়ে, সে তোমার হৃদয়ে পরস্পরের মূর্ত্তি দেখিতে থাক, যখন দু'জনেই নয়নে নয়ন

দিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাও ; কি মধুর মুহূর্ত্ত ! কি মধুর মুহূর্ত্ত !! আমি এ জীবনে সে মুহূর্ত্ত কি আর দেখিতে পাইব ? সে মুহূর্ত্তটি কি চিরকাল থাকে না ? যদি বিধি আমায় এমন কোন জিনিষ দিত যাহাতে সমুদায় দ্রব্য কাছে রাখা যায়, তবে আমি ঐ মুহূর্ত্তটি কাছে রাখিতাম ; যদি জগতে এমন কোন মন্ত্র থাকিত যাহাতে সময় বাঁধিয়া রাখা যায়, তবে আমি ঐ মুহূর্ত্তটি বাঁধিয়া রাখিতাম ; নয়নে নয়ন দিয়া চিরযুগ থাকিতাম ; যখন নয়নে নয়ন দিয়া আমি আমাকে ভুলিয়া যাই, তখন নয়নই বলিয়া দেয় আমি তাহাকে কতদূর ভালবাসি। জগতে নয়নই সুন্দর। পরমেশ! তুমি যে হাতে যন্ত্রণা গড়িয়াছিলে, সেই হাতেই কি এই মধুর নয়ন গড়িয়াছিলে ? ছি বিধি !

কি ! আমি যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে আপন প্রাণ, ভূতলে অতুল প্রাণ, সৃষ্টির মহার্ঘ্য প্রাণ সঁপিয়াছি তাহাকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিবনা ? লোকে আমার নামে কলঙ্ক রটায় রটাক্, আমায় পাগল বলে বলুক্, যদি তাহাকে একবার দেখিবার জন্য আমাকে জগৎ পৃথিবী ছাড়িতে হয়, আমার সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয় তথাপিও তাহাকে একবার দেখিব, একবার নয়নে নয়ন মিলাইব, একবার পৃথিবীতে সুন্দর যাহা তাহা দেখিয়া লইব।

সে সুন্দর, সে সুন্দরের পরশ-পাথর ; যেখানে তাহার স্পর্শ সেইখানই সুন্দর ; কতদিন দেখিয়াছি

তাহার যাহা তাহাই হৃদয় ভালবাসে, তাহাই এ দুইটী নয়ন সুন্দর দেখে ; তাই বলি, সে সুন্দরের পরশ-পাথর, সে

'হৃদয় পরশ-মণি আমার।'

এ জগতে কেবল-মাত্র সে-ই সুন্দর। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এ জগতে সুন্দর কি? তাহার এক-মাত্র উত্তর—'আমি যাহাকে ভালবাসি।'

যখন রাধা বলিয়াছিলেন,

'কতবার ওরূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।'

তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন স্রষ্টার সৃষ্টিতে সুন্দর কি। সুন্দর কি? যাহা ভালবাসি তাহাই সুন্দর; ভালবাসি কি? তাহার কি ভালবাসি? তাহার নয়ন? যদি সে কখনও অন্ধ হয় তখন কি আর তাহাকে ভালবাসিব না? তবে তাহার শরীর? যখন তাহার শরীর চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া তাহার জীবনের বিজয়ার দিনে ঐ গঙ্গা-জলে মিশিয়া যাইবে তখন কি আর তাহাকে ভালবাসিব না? তাহাকে তখনও যে ভালবাসিব; তবে তা'র কি ভালবাসি? যদি কেহ বলিতে পার বলিয়া দাও। আমি কেবল এই মাত্র জানি যে তাহার ছায়াটি যাহা আমার জীবনের দোসর হইয়া রহিয়াছে আমি তাহাই ভালবাসি। সে সহস্র যোজন দূরে পরদেশে চলিয়া যাউক, সে এই লোক ছাড়িয়া পরলোকে চলিয়া যাউক, সে সৃষ্টি ছাড়িয়া স্রষ্টার নিকট চলিয়া যাউক, কিছু-তেই আমার ভালবাসার হ্রাস হইবে না, কিছুতেই তাহার ছায়া আমার জীবন হইতে অন্তর্হিত হইবে না, কিছু-

তেই তাহার মূর্ত্তি আমার প্রাণ হইতে মুছিয়া যাইবে না, যাহা সুন্দর তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না; আমার হৃদয়ের সেই ছায়াটি সুন্দর, আমার প্রাণের সেই অঙ্কিত মূর্ত্তিটি সুন্দর, আমার নিকট তাহার স্মৃতিই সুন্দর। যাহা সুন্দর তাহাই মনুষ্য-হৃদয়কে পাগল করিয়া দেয়, এই পাপ-স্মৃতিই আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছে; রমণীর মুখ সুন্দর তাই পুরুষকে পাগল করিয়া দেয়, নুরজেহান সুন্দরী তাই দিল্লীশ্বর পাগল হইয়াছিলেন, ক্লিওপেট্রা সুন্দরী তাই জগতেশ্বর পাগল হইয়াছিলেন, ভারজিনিয়া সুন্দরী তাই রোমেশ্বর পাগল হইয়াছিলেন, চন্দ্র সুন্দর তাই লোককে পাগল করিয়া দেয়; এ জগতে যাহা পাগল করিয়া দেয় তাহাই সুন্দর। সেই মুখখানি আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, তাই বলি, সেই মুখ-খানি সুন্দর।

দশম খণ্ড।

আত্মহত্যা।

"——————Who may understand
Thy many woes, poor suicide, unknown?"
——Campbell.

"না যদি বাস গো ভাল সে কথা বলোনা মোরে,
কি ফল জাগায়ে বল সুখী যদি ঘুম ঘোরে?
এই স্বপ্নে ভর করি, জীবন রয়েছি ধরি—
স্বপ্নই জীবন মম নিঠুর বালিকা ওরে!
না, না, লো, ভাঙ্গি এ হৃদি, সুখী কিছু হও যদি,
বল বল যা বাসনা বারণ করি না তোরে।
কিছু না চাহিব আর, দাও শুধু অধিকার,
নীরবে বাসিতে ভাল হৃদয় পরাণ ভরে;
চাহিব না ভালবাসা, রাখিব না কোন আশা,
ভালবেসে সুখী রব তাতে কি বাজিবে তোরে?"

শুনিলাম—আবার গানটি গাইল, আবার শুনিলাম, কোন্ প্রণয়ী মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই গানটি গাইতেছে?——আবার, 'না যদি বাস গো ভাল' এবার আবার শুনিলাম; কেবল-মাত্র শুনিলাম নয়,

এবার অন্তরাত্মায় বাজিল; এবার গানটি হৃদয়যন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া আমিও গাইতে লাগিলাম, 'চাহিবনা ভালবাসা' গাইতে প্রাণ চমকিয়া উঠিল; যেন ঐ পদটি মন-প্রাণ খুলিয়া গাইতে পারিলাম না, চক্ষে জল আসিল, কে যেন ঐ পদটি আমায় গাইতে দিলনা, আবার গাইতে চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না; অপ্রতিভ হইয়া গানটি ছাড়িয়া দিলাম। মাথা-মুণ্ড কি যেন ভাবিতে লাগিলাম। একবার উপরের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম শুক-তারা ফুটিয়া রহিয়াছে, শশী ম্লানমুখ, অসংখ্য নক্ষত্ররাজি জনান্তিকে পরস্পরকে কি-যেন-কি বলিতেছে, নীচে গঙ্গার কল কল ধ্বনি। মনে করিলাম—মা ভাগীরথী কত সহস্র লোকের অশ্রুজল বহিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছেন,—পৃথুরাজ এই গঙ্গা-তীরে বসিয়া একদিন কাঁদিয়াছিলেন; রঘুরাজ এই গঙ্গাতীরে বসিয়া একদিন কাঁদিয়াছিলেন; এই গঙ্গাতীরে বসিয়া শাক্যসিংহ এক-দিন মনুষ্য-জাতির জন্য কাঁদিয়াছিলেন; এই গঙ্গাতীরে বসিয়া জনাদেবী একাকিনী একদিন কাঁদিয়াছিলেন; এই গঙ্গাতীরে বসিয়া জনকনন্দিনী একাকিনী একদিন কাঁদি-য়াছিলেন; এই গঙ্গাতীরে বসিয়া ডুপ্লে, লাবোর্ডিনি কাঁদিয়াছিলেন, এই গঙ্গাতীরে বসিয়া কত ইংরাজ, ফরাসি, দিনেমার, মোগল কাঁদিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এই গঙ্গা কত সহস্র নর-বলি বহন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভাবিতেছি——হঠাৎ আমি, আমার পার্শ্বস্থিত প্রাসা-

দের গবাক্ষ হইতে, একটি অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইলাম; যেন সে শব্দ এ সংসারের নয়; যেন সে শব্দ, যে মানুষ, সে করিতে পারে না; দ্রুত-পদে সেই কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম, দ্বার রুদ্ধ; বলপূর্ব্বক তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলাম; নিশীথ প্রদীপ এখনও নেবেনি, সেই দীপালোকে দেখিলাম———

– স্বর্ণকান্তি বিবর্ণ হইয়াছে, বিশাল নয়ন-যুগলের আর সে প্রতিভা নাই; যে প্রতিভাবলে কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রজনীকে শুক্ল-পক্ষ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, আজি সেই প্রতিভা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এখনও নয়নে একবিন্দু অশ্রু রহিয়াছে, অশ্রু-বিন্দু নিপতিত হইবার পূর্ব্বেই জীবন-তরী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কেশ পাশ আলুলায়িত, এলা-লতার ন্যায় সুগঠিত বাহুযুগল উন্নত বক্ষদেশ আবৃত করিয়া যেন প্রাণকে আর এক মুহূর্ত্ত-জন্য শরীরে থাকিতে অনুরোধ করিতেছে; না জানি কত কষ্টে, কত যন্ত্রণায়, স্নেহময়ী সরলাবালা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

গঙ্গা-সলিলে কত যুবকের আশার সামগ্রী এই প্রণয়-প্রতিমা-খানি ভাসাইয়া দিলাম। যেমন সন্ধ্যাকালে সুনীল গগনে নক্ষত্রনিবাস ছায়াপথে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া থাকে, তেমনি সরলার স্বর্ণকান্তি গঙ্গার নীল সলিলে একটি অপরূপ চম্পাক কুসুমের ন্যায় ভাসিতে

লাগিল; দেখিলাম—একবার দেখিলাম—আর একবার দেখিলাম। গঙ্গা! মা! তোমার ঐ প্রশান্ত ক্রোড়ে ভালবাসার শত সহস্র বলিকে স্থান দিয়াছ, আজি এই সংসার-অনভিজ্ঞা নিদ্রিতা সরলা-মূর্ত্তিকে স্থান দাও। এই সরলা-মূর্ত্তি এ সংসারের নয়, তাই এত শীঘ্র চলিয়া গেল, যেন একটি চন্দ্রলেখা মূর্ত্তিমতী হইয়া এ সংসার দেখিতে আসিয়াছিল, এখন চলিয়া গেল; যেন অমরাবতীর সুখ-সংসারের কোন বালিকা এ সংসার দুঃখময় শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিল, এখন চলিয়া গেল; যেন অনন্ত গগনের কোন একটি নক্ষত্র ছায়া-পথ স্খলিত হইয়া এই মর্ত্ত্যলোকে পড়িয়াছিল, এখন চলিয়া গেল; যেন গগন-বিহারিণী সৌদামিনী কোন দ্রব্যের অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছিল, এখন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল——আর দেখিতে পাইব না; এ সংসার হইতে যে যায় সে আর আসেনা। কেন আসিবে? এই দুঃখ-পূর্ণ কণ্টক-ময় সংসার যে একবার ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে কি আর কখনও এখানে আসিতে চায়? যেখানে কেবল পরনিন্দা, পরপীড়া, যেখানে কেবল কান্না, ব্যথা, সেখানে কি আর কেহ আসিতে চায়? যেখানে ভালবাসিলে ভালবাসে না, যেখানে দানের প্রতিদান নাই, যেখানে মৃত্যু-যন্ত্রণার সময়েও কেহ একবার ডাকিয়া সুধায় না, যেখানে ভালবাসিলে শত শত লোকের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ, শত শত লোকের প্রদত্ত কলঙ্ক, গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, সেখানে

বল কে আর সাধ করিয়া আবার আসিতে চায়? মহর্ষি বাল্মীকি গিয়াছেন তিনি আর আসিলেন না; গৌতম, বশিষ্ঠ, ব্যাস, কালিদাস, তাঁহারা কেহই আর আসিলেন না; যে শঙ্করাচার্য্য 'শিবোহং, শিবোহং' মন্ত্রে হিমাদ্রি হইতে কুমারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি আর আসিলেন না; যে ঈশা এই সংসারের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে তাহার মুক্তির জন্য স্বীয় প্রাণ বলি দিতে উৎসর্গ করিলেন, তিনিও আব আসিলেন না; দেকার্দি, দান্তি, কম্‌তি চলিযা গেলেন আর আসিলেন না; যে মহাত্মা বলিয়াছেন 'আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি',* যে মহাত্মা বলিয়াছিলেন 'মন অবশ্যই জন্মান্তরীণ সঙ্গতি অবগত থাকে' (মনোহি জন্মান্তবসঙ্গতিজ্ঞম্‌) তাঁহারাও যে চলিয়া গেলেন, আব আসিলেন না; রাম মোহন রায় গিয়াছেন তিনি আর আসিলেন না; একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। যে যায় সে আর আসে না; যে গেল সে আর আসিল না। কনক-বরণী সৌদামিনী আর ফিরিয়া আসিল না; গঙ্গা-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। চলিযা গেল—এই সঙ্গে কত যুবকের আশা, ভরসা, চলিয়া গেল; কত যুবকেব মন, প্রাণ, চলিয়া গেল; কত জনের স্নেহ, মমতা, চলিয়া গেল। চলিয়া গেল।—আব ফিরিয়া আসিবে না।

---

* Cogito ergo Sum.

একাদশ খণ্ড।

কাঁদি কেন?

এ সংসারে আসিয়া সকলেই কাঁদিয়াছেন, কে কাঁদে নাই? মহা মহা বীরেরাও কাঁদিয়াছেন,——সিসিরো বল, পম্পি বল, হ্যানিবল্ বল, ব্রুটাস্ বল, সকলেই কাঁদিয়াছেন। তবে তাঁহারা এত মহৎ কেন? আর আমি এত ক্ষুদ্র কেন? তবে তাঁহারা বীর কেন? আর আমি দুর্ব্বল কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা পরের জন্য কাঁদিয়াছেন তাই তাঁহারা মহৎ, আর আমি আমার জন্যই কাঁদি তাই আমি ক্ষুদ্র। কেন, ভাই, তাঁহারা কি নিজের জন্য কাঁদেন নাই? যখন সিসিরো তাঁহার একমাত্র স্নেহের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন, তখন তিনি কাঁদিয়াছিলেন ত ভাই; পম্পি যখন কর্ণেলিয়ার নিকট হইতে চিরজন্মের তরে বিদায় লইলেন, তখন তিনি কাঁদিয়াছিলেন ত ভাই; হ্যানিবল্ যখন বিথিনীয়ার রাজ-ভবনে অতি দীন-হীন-বেশে দিন কাটাইতেছিলেন, তখন তিনি কাঁদিয়াছিলেন ত ভাই; ব্রুটাস্ যখন এণ্টনির সহিত সংগ্রামে পরাভূত হইয়া একটি তটিনী তীরে, গিরি-গহ্বরে বসিয়া স্বীয় দুঃখ ভাবিতেছিলেন,

তখন তিনি কাঁদিয়াছিলেন ত ভাই। রামচন্দ্র কাঁদিয়াছেন, ভীম কাঁদিয়াছেন, অর্জ্জুন কাঁদিয়াছেন। কে কাঁদে নাই? তবে তাঁহারা এত মহৎ কেন? আর আমি এত ক্ষুদ্র কেন? তবে তাঁহারা বীর কেন? আর আমি দুর্ব্বল কেন? ঐ ত সংসারের কু, তাঁহারা বড় লোক তাই তাঁহাদের ও-টা দৌর্ব্বল্য নয়, তাই তাঁহারা মহৎ আর আমি ক্ষুদ্র, তাই তাঁহারা বীর আর আমি দুর্ব্বল, তাই আমি সামান্য, তাই আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, সামান্য হইতেও সামান্য, তাই আমাতে মনুষ্য-জন্মের কেবল ব্যভিচার-মাত্র। ভাই, সকলেই বড়লোকের পক্ষপাতী, তোমার দোষ কি? যিনি দেবাদিদেব তিনিও পক্ষপাতী, তিনি সুখীকেই সুখ দেন, ধনীকেই ধন দেন; আর যে জ্বলে তাহাকেই কেবল জ্বালান, যে কাঁদে তাহাকেই কেবল কাঁদান; ভাই, কথাতেই বলে 'জলে জল বাদে।'

স্রষ্টাই যদি না কাঁদাবেন তবে কাঁদি কেন? কাঁদি কেন? হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে, মনের একটি সাধ ঘুচিয়াছে, জীবনের একটি প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে, তাই কাঁদি; সে দিন তাহার এক একটি কথা শুনিতে লাগিলাম, এক একটি মন ভাঙ্গিতে লাগিল; তখন বোধ হইল আমার মধ্যে সহস্র সহস্র মন আসিয়া একত্র হইয়াছে, তাহার এক একটি ভাঙ্গিতে লাগিল; এক একটি কথা শুনিতে লাগিলাম আর যেন এক একটি ধমনী ছিঁড়িতে লাগিল, যেন এক এক ঝলক্ রক্ত শুকাইতে লাগিল, যেন এক এক টি অস্থি খসিতে লাগিল, যেন অস্থির ভিতর উত্তপ্ত

শোণিত-প্রবাহ গিয়া মজ্জা আবিল করিয়া দিল, তখন মস্তিষ্ক শুকাইতে লাগিল, আর হৃদয়-যন্ত্রের এক একটি তার ছিঁড়িতে লাগিল। এক একটি অশ্রু-জল মুক্তা-ফলের ন্যায়, শিশির-বিন্দুর ন্যায় গণ্ডদেশ বহিয়া গড়াইতে লাগিল। সে রাত্রে কত সহস্র কথা আর কত সহস্র অশ্রু-জল, ভাদ্রের শেষ দিনের শিশির মাথায় পড়িতে লাগিল, তখন সে জ্ঞান নাই।

কাঁদাইল—কাঁদিলাম। কাঁদান কি ক্ষুদ্র-অপরাধ? কাঁদান ক্ষুদ্র-অপরাধ নয়, এক এক বিন্দু অশ্রু-জলে এক এক নরক, চক্ষের জলে নরক-যন্ত্রণা; যে কাঁদে সে পাপী, যে কাঁদায় সে তাহার অপেক্ষাও পাপী; জ্বলন্ত নরক যে কাঁদায় তাহার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; ছি! তাও কি হয়? আমি সে নরকে জ্বলিব, তাহাকে জ্বলিতে দিব না; সে কাঁদাইল বটে কিন্তু তাহাকে সে নরকে যাইতে দিব না; যখন ধর্ম্মরাজ আমাদিগের সকলকে পরলোকে তাঁহার বিচারের জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইবেন, যখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন 'তোমাকে কে কাঁদাইয়াছে?' তখন আমি তাঁহাকে বলিব 'আমি নিজে কাঁদিয়াছি, কেহ কাঁদায় নাই।' যদি তিনি বলেন 'আমি সর্ব্বদর্শী, আমি দেখিয়াছি ও তোমাকে কাঁদাইয়াছে;' তখন আমি মুক্তকণ্ঠে মুক্তস্বরে বলিব 'আমাকে ও কাঁদায় নাই, ওর কি ক্ষমতা? আমাকে বিধাতা কাঁদাইয়াছেন' যে কাঁদায় তা'র যদি নরকে জ্বলিতে হয় তবে তিনিই জ্বলিবেন আমার প্রাণাধিক নয়।

শুনিয়াছি 'ভালবাসা' এ ভবার্ণবযান; কিন্তু হায়! আমার অদৃষ্ট-দোষেই কি আমি ইহার বিপরীত দেখিলাম? ভালবাসি বলিয়া কে যেন আমার সেই আশার জীর্ণ ভেলাটি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, ভালবাসি বলিয়া কে যেন আমার জীবন-তরীর বয়াটি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, কে যেন তাহার নঙ্গরের রজ্জু ছিন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছে, আর নিয়তি-স্রোতের খেলানা করিয়া আমাকে ভাসাইয়া গিয়াছে! যখন ভালবাসিতে জানিতাম না, তখন কি স্বর্গীয় দেবতাই ছিলাম। (এ সংসারে কখন্ ভালবাসিতে জানিতাম না?) সে দিন কি আর আসিবে না? বিধি সে দিন কি আর মিলাইবে না? মিলাইল না কেন? তাহাতে বিধির কি ক্ষতি? ঐ ত বিধির দোষ, পরের ভাল দেখিতে পারে না। আজি আমি তাহার দুয়ারে ভালবাসার ভিখারী, বিনিময় করিতে আসিয়া ভিখারী হইয়াছি; এ বিশ্ব-সংসারে বিনিময় করিতে আসিয়া যে ঠকে সে-ই ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। সে আমাকে ভালবাসুক আর না বাসুক আমি তাহাকে ভালবাসিব; অন্তর-কপাট খুলিয়া যখন তাহাকে মনোমন্দিরে সমাদরে হৃদয়াসনে বসাইয়াছি তখন আর তাড়াইব না। তাড়াইতে পারিলে ত তাড়াইব? ভগবান্ ক'জনকে তাড়াইবার শক্তি দেন্? ক'জনকে ভুলিবার ক্ষমতা দেন্? সংসারে আপনার জনকে কে ভুলিতে পারে? হরি হে! তবে কি সে আমার আপনার জন? আপনার জন হইলে মনোমন্দিরে পদাঘাত করিত না, হৃদয়-সিংহাসন তুচ্ছ করিত না, কাঁদাইত না। তবে কি সে

আমার আপনার জন নয়? ছি! তা'কি কখনও মনে করিতে পারি? মনে করিলে মন যে কেমন কেমন করে। মনে করিলে জীবন তরণীর নশ্বর সংসার-স্রোতে স্থির থাকিতে পারে না, জীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিত থাকে না। প্রাণাধিক! তুমি দানের প্রতিদানে এই করিলে!!

আমার এই মন 'মন্দির' নহে, আমার মন 'পর্ণকুটীর,' এই হৃদয় 'সিংহাসন' নহে, আমার হৃদয় 'কুশাসন,' ইহাতেই তাহাকে বসাইয়া অভিষিক্ত করিয়াছি; হতভাগ্যের মন 'মন্দির' নহে; সে পর্ণকুটীরের সাম্রাজ্যই দান করে। যাহার ঘৃণা হয় পর্ণকুটীরে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়; কুটীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায় তাহার কি? যে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যায় তাহার কি? যাহার কুটীর ভাঙ্গিয়া পড়ে সে-ই কেবল কাঁদিতে থাকে, সে-ই কেবল বুঝে ঘৃণা করিয়া পদাঘাত করিলে হৃদয়ে কি যম-যাতনা উপস্থিত হয়, সে-ই কেবল জানে অনাহারে অনিদ্রায় কেমন করিয়া দিন কাটাইতে হয়, সে-ই কেবল জানে সমস্ত দিন ভাবিয়া ভাবিয়া নিশীথে ঘুমের ঘোরে কি স্বপ্ন দেখিতে হয়, সে-ই কেবল জানে তুষানল কেমন করিয়া হৃদয়ে বহিতে হয়, সে-ই কেবল জানে যাতনায় যাতনায় কেমন করিয়া পাঁজরার হাড় খসিয়া যায়।

আশায় যখন নিরাশ হইলাম তখনই কাঁদিলাম; কেন যে কাঁদিলাম তা' জানি না, হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল তাই কাঁদিলাম। একবার মনে ঘৃণা হইল——ছি! আমি প্রতিদানের জন্য এত লালায়িত! শুনিয়াছি 'যে ভালবাসে

সে নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নিরিন্দ্রিয়,' সে প্রতিদানের জন্য লালায়িত নহে, কিন্তু হায়! যাঁহারা বলেন তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না, তাঁহারা একবার মনেও করেন না যে, যে হৃদয় একবার ভালবাসা দিয়াছে, যে হৃদয় একেবারে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, সে হৃদয় প্রতি-দানের জন্য লালায়িত কিনা, সে হৃদয় প্রতিদানে কিছু চায়—কিনা; ঐত লোকের দুঃখ, না বুঝে একটা কথা বলে; পাগলের গায়ে থুথু দেয়, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখে না যে, লোকটা কেন পাগল হইয়াছে। লোকের দোষ কি? যিনি বিধাতা তাঁহাতেই যখন দুঃখ আছে তখন আর লোকের দোষ কি? যিনি বিধাতা তিনিই যখন মনুষ্যকে পাগল করিয়া মজা দেখেন, তখন আর তোমার দোষ কি? যাঁহাকে লোকেরা দয়াময় বলে, তিনিই যখন নিষ্ঠুরের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তখন আর তোমার আমার দোষ কি? যখন জগদীশ্বরই আমাকে কাঁদা-ইয়া মজা দেখিতেছেন, তখন আর কাহার দোষ দিব? তিনিই যখন আমাকে কাঁদাইতে বসিয়াছেন, তখন আর কাহার দোষ দিব? তিনি কাঁদান তাই কাঁদি; তিনি ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন, তাহার উপর আর কে হাত দেয়? ঐত গোল; উপর-ওয়ালা না থাকিলে অত্যাচারীর অত্যাচার বাড়ে।

কতদিন কাঁদিয়াছি। ঐ অনন্ত আকাশে, ঐ যে আকাশ মাথার উপর ধু ধু করিতেছে, তাহাতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, সহস্র সহস্র নক্ষত্র সকলেই আমাকে কাঁদিতে

দেখিয়াছে, সকলেই আমার কান্নার সাক্ষী ; আর সাক্ষী —ঐ গাঙ্গিনীর ধবল সৈকত-ভূমির প্রত্যেক বালুকণা। এক এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শুনিয়াছি, কে যেন আমার কাণের কাছে, বলিত 'মানব! তুমি কাঁদিও না, তোমার বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, তুমি কাঁদ কেন?' শুনিতাম—কে বলিয়া গেল তাহাকে দেখিবার জন্য চারিদিকে তাকাইতাম, দেখিতাম—আমার চারিদিকে কেহই নাই, কেবল শরতের ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হি হি করিয়া হাসিতেছে, ঐত চাঁদের দোষ, সে লোকের দুঃখ বু'ঝে না, তাই চাঁদ কলঙ্কী, যে পরের দুঃখ বু'ঝে না সে-ই কলঙ্কী। নির্জ্জনের অধিদেবতা কতদিন আমার সঙ্গে কাঁদিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মুখ মলিন হইয়াছে, লোকেরা না বু'ঝে বলে, অপরিস্ফুট নক্ষত্রালোকে তাঁহার মুখ অমনি দেখায়। লোকের মুখে ছাই, তাহারা না বু'ঝে একটা কথা বলে, না দে'খে একটা সিদ্ধান্ত করে।

দ্বাদশ খণ্ড।

সেই দু'জনে—রমণী-হৃদয়।

"O fairest of creation! last and best
Of all God's works! creature in whom excell'd
Whatever can to sight, or thought be form'd,
Holy, divine, good, amiable, or sweet!"

—Milton.

—"অই দেখ পূর্ণ-শশী গগনে উদয় হ'লো।" সেই জ্যোৎস্না, চন্দ্রে সেই মধুর হাসি, পূর্ণিমার সেই প্রফুল্ল চন্দ্র, পাতায় পাতায়, সাদা মেঘের আড়ালে আড়ালে, জলের হিল্লোলে হিল্লোলে নাচিতেছিল, পর্ণকুটীরের দ্বারে উঁকি মারিতেছিল; ছি! চন্দ্ররশ্মি বড় লজ্জাহীন, নিদ্রিত যুবতীর মুখে বসিয়া নাচে; কে বলে চন্দ্র-রশ্মির প্রাণ নাই? আমি দেখিয়াছি সে যুবতী-শরীরে একবার এ'খানে, একবার ও'খানে, একবার সে'খানে বসিয়া নাচে, কিন্তু চন্দ্র-রশ্মি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক, তাহাতে মনুষ্য-হৃদয়ের বিকার নাই, মনুষ্য-হৃদয়ের কলঙ্ক নাই, কেবল হাসে, সুকুমার-শিশুর মত কেবল হাসে, নিবিড়-অরণ্য-লুক্কায়িত-সুরভি-কুসুমের ন্যায় কেবল হাসে; আবার নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তরঙ্গে তরঙ্গে নদীর নির্ম্মল-বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া

বেড়ায়, বিশাল-বারিধি-কূলে, অর্ণব-বেলায় নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, অরণ্য-জাত-কুসুমের সৌরভের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, নক্ষত্র-রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র-রশ্মি নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়; আপনার মনে আপনিই নাচে, আপনার মনে আপনিই হাসে।

সেই জ্যোৎস্না, চন্দ্রে সেই মধুর হাসি, পূর্ণিমার সেই প্রফুল্ল চন্দ্র, আকাশে অসংখ্য সেই কে-জানে কি, কেমন সুন্দর, কেমন মধুর, কেমন ঝক্ ঝক্ করিয়া গগন আলো করিয়াছে! আকাশ অনন্ত, অনন্তে আরম্ভ হইয়া অনন্তে পড়িয়াছে (?), তাহাতে ছোট বড় ছোট বড় সেই কে-জানে-কি। শারদীয় পূর্ণশশী গগনে ফুটিয়া রহিয়াছে; শারদীয় পূর্ণশশী! মনে উঠিলে বুক কেমন করে, হৃদয়ে কি-যেন-কি আসিয়া পড়ে, প্রাণে ব্যথা পাই; শারদীয় পূর্ণশশী! ও নাম আবার কেন?

রাত্রি ত্রিযাম অতীত——তখনও জাগিয়াছিলাম, নয়নে তখন যাহা দেখিয়াছি তাহার এক বিন্দুও ভুলিব না; ——সেই শরৎ পূর্ণিমা, সেই জ্যোৎস্না, চন্দ্রে সেই মধুর হাসি, পূর্ণিমার সেই প্রফুল্ল চন্দ্র, আকাশে অসংখ্য সেই কে-জানে-কি, চারিদিকে সেই বিপুলা ধরিত্রী, তরুলতার সেই মৃদু দোলনি, নৈশ-সমীরণের সেই অস্ফুট কথা, আর সেই দু'জনে।——

ঈশ্বর এ জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? জগৎ সৃষ্টি করুন কিন্তু মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন কেন? মনুষ্য সৃষ্টি করুন কিন্তু যন্ত্রণা সৃষ্টি করিলেন কেন? যন্ত্রণা সৃষ্টি করুন কিন্তু তাহা

আবার মনুষ্য-জীবনে গ্রথিত কেন? মনুষ্য-জীবনে গ্রথিত হউক কিন্তু তা' আবার চিরন্তন-যুগ জন্য কেন? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু অসৌন্দর্য্যই অধিক, নির্ম্মল বেগবত্তা আছে কিন্তু আবর্ত্তই অধিক, অনুরাগ আছে কিন্তু বৈরাগ্যই অধিক, সরলতা আছে কিন্তু কপটতাই অধিক। সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের সঙ্গেই অসৌন্দর্য্য,—কুসুম-কোরক কেমন সুন্দর কিন্তু তাহার কিঞ্জলেই ঘৃণিত কীট; নির্ম্মল-স্বচ্ছ নদী হৃদয়েই আবর্ত্ত, প্রশান্ত বক্ষেই আবিলতা; প্রাণে কেমন অনুরাগ কিন্তু তাহাতেই প্রণয়-জনিত বৈরাগ্য; যে আকাশে চন্দ্রের সুধামাখা হাসি, সেই আকাশেই বজ্রের গম্ভীর ধ্বনি; যে পৃথিবীতে ভালবাসার মধুর কথা, সেই পৃথিবীতেই মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ; যে মেঘ সায়ং-সন্ধ্যায় সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত কাঞ্চন বর্ণ ধরে, সেই মেঘই কালে জগৎ আঁধার করিয়া দেয়; যে বিজলী দেখিতে সুন্দর, সেই বিজলীই কত লোকের প্রাণনাশ করে; যে রমণীর মুখ-কমলে হাসি ধরেনা, সেই রমণীই কত লোককে পাগল করিয়া দেয়; ভালবাসা কেমন সুন্দর, কেমন মধুর, আবার তাহাতেই অশেষ যন্ত্রণা; তাহাতেই দু'-জনে——তাই বলি, বিধির হাত কলঙ্কিত, তিনি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া একটা জিনিষ গড়িতে পারেন না।

কে বলে গগনের নয়ন নাই? কে বলে শশী দেখিতে পায় না? নীরবে নির্জ্জনে যে অভাগা কাঁদে তাহাকে কি আর কেহই দেখেনা? তাহার কান্নার কি আর কেহই সাক্ষী নাই? আমি কতদিন শশীকে কাঁদিতে দেখিয়াছি, নক্ষত্র-

গণ কতদিন আমার কান্নায় কাঁদিয়াছে ; এ সৃষ্টিতে আমার কেহই নাই, কেহই আমার কান্নায় কাঁদেনা, এ সৃষ্টিতে আমি একা আসিয়াছি একা যাইব, কিন্তু তবুও যেন কে মনে ক'রে দেয়—মনে করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, প্রাণ যে কেমন করে, মনে ক'রে দেয় আমরা দু'জন।

শরৎ-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-সিক্ত সেই অনন্ত গগন-চন্দ্রাতপ-তলে, সেই নীরব নিশীথে আমরা দুজনে। শরৎ-শিশির মাথায় ভাঙ্গিতেছে, জ্ঞান নাই, আশ্বিনের শিশির বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে, জ্ঞান নাই ; কেমনে জ্ঞান রহিবে? কোন্ মহাপুরুষের জ্ঞান থাকে? যাহার জ্ঞান থাকে সে দেবতা, সে মনুষ্য নহে। হৃদয়ের জ্ঞান থাকিলেত বাহ্যজ্ঞান? যাহার মনে প্রাণে জ্ঞান নাই তাহার আবার আশ্বিনের শিশিরের জ্ঞান কি? শরৎ শিশির মাথায় ভাঙ্গুক ক্ষতি নাই। ঈশ্বর আমার জ্ঞান আমাকে ফিরাইয়া দিন্, তখন জ্ঞান বুঝিব, ক্ষতি বুঝিব, ভাল মন্দ বুঝিব, পাপ পুণ্য বুঝিব ; যতদিন ভগবান্ আমার জ্ঞান আমায় দিবেন না, ততদিন জগতের কিছুই বুঝিবনা, কিছুই চিনিবনা, কিছুই জানিবনা।

ঈশ্বরের নিকট আমার হৃদয় আমি কতদিন ভিক্ষা চাহিয়াছি, পোড়াবিধি তা'দিবেনা ; আমারই হৃদয় আমি চাই, আমি অন্য কাহারও হৃদয় চাই না, আর আমার হৃদয়ের সেই মুখ-খানি, যে মুখের উপমা নাই সেই মুখ-খানি ; আমি সেই মুখ-খানি লইয়াই কত সুখী হই ; পোড়াবিধি! তা'তেও কি বাদ সাধিবি?

হৃদয়ের মুখ-খানি অমৃতে বিষ, বিষে অমৃত ; গরলে অমৃত মিশ্রিত; গরল অধিক কি অমৃত অধিক যে ভুক্তভোগী সে-ই জানে, অপরে, বলিলেও বুঝিবেনা। এ জগতে কে ভুক্তভোগী নয়? কে না ভালবাসার দাস? রমণী-মূর্ত্তিই হোক্, পুরুষ-মূর্ত্তিই হোক্, হৃদয়ে এক মূর্ত্তি অঙ্কিত আছেই আছে। যে বোনাপার্ট্ সমগ্র ইউরোপ জয় করিয়াছিলেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-সিংহের দুর্জ্জয় হৃদয়কেও এক কমনীয় রমণীমূর্ত্তি অধিকার করিয়াছিল; যে আলেক্‌জ্যাণ্ডার সমস্ত আশিয়া জয় করিয়া "আর পৃথিবী নাই" বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়কেও একজন অধিকার করিয়াছিল; যে ওয়েলিংটন্ বীরবলে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান্‌কে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া শ্বেতদ্বীপের জয়-পতাকা শত সহস্র মানবের রক্তে রঞ্জিত করিয়া সগর্ব্বে দেবগণকে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়কেও একজন অধিকার করিয়াছিল; যে কলম্বশ্ স্বীয় ধৈর্য্যবলে, অধ্যবসায় বলে, সাহস বলে 'আর একটা পৃথিবী পাইয়াছি' বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়কেও একজন অধিকার করিয়াছিল; যে কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টন্ আমাদিগকে একবার স্বর্গে, একবার পৃথিবীতে, একবার নরকে লইয়া যাইতেছেন, যে কবিবর স্রষ্টার সহিত স্বর্গীয়-দেবতাগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়কেও একজন অধিকার করিয়াছিল; যে কবিবর উত্তাল-তরঙ্গময়-ভীষণ সমুদ্রকে নাচিতে বলিয়াছেন, যে কবিবর বলিয়াছেন 'আমার প্রার্থনার বেদী পর্ব্বত, সমুদ্র, পৃথিবী,

ব্যোম, নক্ষত্র' * তাঁহার হৃদয়কেও একজন অধিকার করিয়াছিল। তাই বলি, হাজার বড়লোক হও, ভাল-বাসার হাত এড়াইতে পারিবেনা; সকলেরই একজন আছে, সকলেরই একজন ছিল; নেপোলিয়ানের যোসি-ফিণ্ ছিল, সিকন্দরের রোক্ষানা ছিল, বা্ইরণের মেরী ছিল, রিএঞ্জির নীনা ছিল। ইহারা সকলেই জানেন গরল অধিক কি অমৃত অধিক; আপনার হৃদয় পরিমাণ করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না।

সাধ হয় হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া সেই মুখ-খানি দূরে নিক্ষেপ করি, প্রাণের বন্ধন ছিঁড়িয়া সেই মুখ-খানি অতলজলে নিমজ্জিত করি, কিন্তু তাহা যে পারিনা। কেহ কি পারিয়াছ? যদি কেহ পারিয়া থাক আমায় শিখাইয়া দাও। আমার সেই মুখ-খানি মনে হইলে—কোথায় শরৎপূর্ণিমা? কল্পনার স্বর্গ-সুখ তাহার কাছে কোথায় লাগে? সে আমার অমৃতে-বিষ, সে আমার সহর্ষ-যন্ত্রণা। সে ভাবনা আমি ছাড়িবনা; মরি, মরি, ভাবিতে ভাবিতে মরিব আমার সে-ও সুখ।

সেই দু'জনে; দুই হৃদয়ে দুই মূর্ত্তি; অভাগার হৃদয়ে? —না, বলিব না; মুখে আনিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়,

* 'My altars are the mountains and the ocean,
Earth, air, stars—all that springs from the great Whole,
Who hath produced and will receive the soul.'
——Don. Juan, III., civ.

প্রাণের বন্ধন শিথিল হয়, হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়; না, তা' মুখে আনিতে পারি না। অন্য হৃদয়ে? শয়ান যুবকের হৃদয়ে? তাহার হৃদয়-দ্বার তখন মুক্ত ছিল, সে দ্বারে তখন অর্গল ছিল না——সেই হৃদয়-দ্বার দিয়া চন্দ্ররশ্মি হৃদয়ের ভিতর গিয়া হাসিতেছিল, নাচিতেছিল; চন্দ্র-রশ্মির দয়া নাই, মমতা নাই, যেখানে যায় সেই খানেই হাসে, সেই খানেই নাচে। আমিও দ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমার প্রবেশের ক্ষমতা নাই, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে, সেই পলে চোরের মত অজ্ঞাত-সারে প্রবেশ করিয়াছিলাম; গিয়া সেখানে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে অবাক্ হইয়াছি———দেখিলাম, সেখানে জ্বলন্ত বহ্নি জ্বলিতেছে, আর সেই অনলের পার্শ্বে একটী রমণীমূর্ত্তি; মহিলা সে অনলে আহুতি দিতেছে। যুবকের অশ্রু-জল হৃদয়ানলের সাক্ষ্য দিতেছে, শরীর-কম্পন মনোভাঙ্গার সাক্ষ্য দিতেছে, একবার, দুইবার, তিনবার শরীর-কম্পন, প্রাণের তিনটা তার শিথিল হইয়াছে, তিনটা আঘাত অন্তরাত্মায় লাগিয়াছে, আর দীর্ঘনিশ্বাস——উত্তপ্ত হৃদয়-শোণিতের বাষ্প-মাত্র, এ নাসারন্ধ্রদ্বয় সেই বাষ্প নির্গমনের দ্বার। মনে করিলাম, এও কি আমার মত হতভাগ্য! পর-ক্ষণেই নয়ন ফিরাইলাম, যুবকের হৃদয়ের চারিদিক্ পানে তাকাইলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম প্রভেদ কি,—যুবকের হৃদয়ে চন্দ্র-কিরণ পশিয়াছে, চন্দ্র-কিরণ সেখানে হাসি-তেছে, আর আমার হৃদয়ে 'সর্ব্বদাই অমাবশ্যার আতঙ্ক-জনক গভীর অন্ধকার।' তাহার হৃদয়-কুসুম-কোরক

এখনও পচে নি, আর আমার হৃদয়-কুসুমের প্রত্যেক দল পচিয়াছে, কুসুমের বৃন্ত পর্য্যন্ত পচিয়াছে; যুবকের ভ্রূ-যুগল ঈশ্বর-প্রসাদে এখনও সরলায়ত, আর আমার চির-জন্মের তরে আকুঞ্চিত; তাহার হৃদযের জ্বলন্ত-বহ্নি সকলেই দেখিতে পায, সকলেই তাহাকে দয়া করে, সকলেই তাহার দুঃখে দুঃখী, আর আমার হৃদয়ের অন্ত-স্তলে, আত্মার গূঢ়তম প্রদেশে যে নরকাগ্নি আজন্ম হু-হু করিতেছে, যে মুর্ম্মুর-দাহ হইতেছে তাহা কেহই দেখিল না, দেখিলেও ঘৃণা করে, কাহারও সহানুভূতি নাই। দযায় ও ঘৃণায় যত প্রভেদ, তাহাতে ও আমাতে তত প্রভেদ; ক্ষুদ্র-কায়া-আবিল-প্রবাহিণীর রজত-রেখায় এবং উত্তাল-তরঙ্গময়-ভীষণ সমুদ্রে যত প্রভেদ, তাহাতে ও আমাতে তত প্রভেদ।'

তাহাতে আমাতে এ প্রভেদ কেন? দু'জনেই ত ভালবাসার দাস, তবে এক কথা,—সেই শরৎ পূর্ণিমায়, সেই-অনন্ত-গগন-তলে, সেই যুবক যে রমণী-মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিল, সে রমণীও হয় ত দ্বিতল প্রাসাদোপরি পালঙ্কে শয়ান রহিয়া, চন্দ্র-কিরণ-স্রোতে মুখ ভাসাইয়া দিয়া, নিদ্রার ক্রোড়ে রহিয়া, সুখ-স্বপ্নে সেই যুবক-মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিল; কে জানে কে কাহাকে কোন্ পলে ধ্যান করে? কে জানে কাহার স্বপ্নে কাহার উদয় হয়? রমণী কি জানে যে, যুবক শরৎ-পূর্ণিমায়, নিশার তৃতীয় যামে, তাহাকে ধ্যান করিতেছে? আর চারি-দণ্ড পূর্ব্বে কি যুবক জানিত যে, তাহাকে চারি-দণ্ড পরেই রমণীর ধ্যানে

মনোনিবেশ করিতে হইবে? মনুষ্য কা'র কি জানে? কিন্তু আমি যাহাকে যোগ-জ্ঞানে যোগ-ধ্যানে পূজা করিতেছিলাম, সে কি আমায়——

জগতে কে নিরাশ হইতে চায়? কা'র না আশার প্রলোভন আছে? মনুষ্য-জীবন আশাতেই বাঁচিয়া থাকে।

আশা! মাথা-মুণ্ড কি আশা করিব? আমার আশার জিনিষ কি আছে? প্রতিদান? আমি প্রতিদান চাই না, প্রতিদান আশা করি না। আমি কাহারও হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে চাই না, সমগ্র-হৃদয় অধিকার করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল-মাত্র আমি যাহাকে হৃদয় মন দিয়াছি তাহার হৃদয়ের এক পরমাণুর এক কোণে লুকাইয়া থাকিব, ইহাই আমার উচ্চাভিলাষ; বিধি তাহাতেও প্রতিবাদী; ইহাও আমার দুরাকাঙ্ক্ষা! হতভাগ্যদিগের প্রত্যেক আশাই দুরাকাঙ্ক্ষা।

* * * * *

* * * * *

বিধি! নির্ম্মল হৃদয়ে এ যন্ত্রণার সৃষ্টি করিলে কেন? কোমল হৃদয়ে এ নরক-যন্ত্রণা কেন? আমরা পুরুষ-জাতি আমাদের কি? আমরা হৃদয়ের যন্ত্রণা অনেক সময় সংসারের কার্য্যে ভুলিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদের উপায় কি? রমণীদিগের উপায় কি? অন্তঃপুরে অর্গল-রুদ্ধ কক্ষে না জানি তাহারা কত কষ্ট পায়! না জানি তাহারা কত-কি সহ্য করে! তাহাদের কে আছে? তাহারা প্রাণের যন্ত্রণায় পাগল হইয়া যায়, তাহাদের বুক ফাটিয়া জীবন বাহির

হয়। সেদিন মনের যন্ত্রণায়, মনের কষ্টে একটী রমণী এই চিটিখানি লিখিয়াছিলেন "পুরুষের ভালবাসা পুরুষের জীবনের এক অংশ-মাত্র; রমণীর ভালবাসা রমণীর সমস্ত জীবন। পুরুষ রাজ-সভায়, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম-মন্দিরে, অর্ণব-যানে এবং জানপদ সমূহে ভ্রমণ করিতে পারে, তাহার হৃদয় পূর্ণ রাখিবার জন্য তরবারি, ধর্ম্ম-বেশ, ধন ও গৌরব; অহঙ্কারের, প্রশংসার এবং উচ্চাভিলাষের সহিত বিনিময় করিতে পারে, এ জগতে এমন কেহই নাই যাহার মন এই সমুদায়ে আকর্ষণ করিতে না পারে; পুরুষ-জাতির এই সমস্ত উপায় আছে, কিন্তু, আমাদের এক-মাত্র উপায়——ভালবাসা এবং তাহার অশেষ যন্ত্রণা-ভোগ*।"

আ! নির্ব্বিকার নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে এ যন্ত্রণা কেন? তাহাদের কত ভয়, কত অপমান, কত লজ্জা; তাহাদের উপর পিতা নির্দ্দয়, ভ্রাতা নির্দ্দয়, আত্মীয়-স্বজন নির্দ্দয়, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে; পুরুষ রমণী-হৃদয়ের কি বুঝে? সরলার নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হৃদয়ের এক ছত্রও পড়িতে পারে না, এক অক্ষরও বুঝিতে পারে না; তবে সে

* 'Man's love is of man's life a thing apart;
'Tis woman's whole existence. Man may range
The court, camp, church, the vessel, and the mart,
Sword, gown, gain, glory, offer in exchange
Pride, fame, ambition, to fill up his heart,
And few there are whom these cannot estrange,
Men have all these resources, we but one,——
To love again, and be again undone'
——Don. Juan, I., cxiv.

রমণীর উপর হাত দেয় কেন ? বালিকার প্রাণ ভালবাসে, স্বতঃই প্রীতি-প্রবল হয়, তাহারা যখন ভালবাসে তখন ভয়, অপমান, লজ্জা, স্নেহ, আদব, সমুদায়ে জলাঞ্জলি দেয় ; চিরজন্মের মত বিদায় লয় , ঘৃণা ও নরক-যন্ত্রণা ডাকিয়া লইয়া আইসে। স্ত্রী-জাতি সরল, পবিত্র, শুদ্ধ; এ সংসারে তাহারা এক একটি চন্দ্ররশ্মি, তাহারা সংসার জ্যোৎস্না-ময় করিয়াছে ; কিন্তু তাহারা হাসেনা, তাহারা কাঁদে।

বালিকার বিবাহের সময়ে পিতা, মাতা, পুরোহিত সকলে বলিয়া দেয় এবং মন্ত্রে উচ্চারণ করে 'ঐ পুরুষ-টিকে ভালবাসিও, তোমার দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত ঐ পুরুষটি-ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিওনা।' মন্ত্রের সঙ্গে কত বালিকার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, কত বালিকার আশা, ভরসা চলিয়া যায়, কত বালিকার ধমনীর রক্ত শুকাইয়া যায়, কত বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, হায়! কেহই তাহা দেখেনা, অথবা দেখিয়াও দেখে না। মন্ত্রে কি ভাল-বাসা ? ভালবাসা তপশ্চর্য্যার মন্ত্র নাই, এ সাধনের মন্ত্র নাই, যদি মন্ত্র থাকে, তবে সে মন্ত্র, ঈশ্বর সৃষ্টির সময় কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছেন, তাহা কি পুরোহিত বলিতে পারে ?

'ঐ পুরুষটিকে ভালবাসিও,' ভালবাসা কি মুখের কথা ? বলিলেই কি ভালবাসা যায় ? কিন্তু তবু, সরলা,——ধন্য তোমার প্রাণ! পুরোহিতের সেই মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে, স্বামিকে ভাল বাসিতে চেষ্টা কর, হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর ; আহা! রমণীর কোমল-প্রাণ! হৃদয়ের কত শোণিত বর্ষণ হয়, প্রাণের কত

বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, জীবনের কত আশা উন্মূলিত হয়, নিদ্রা, সুখ, শান্তি, সমুদায়ের নিকট বিদায় লয়, তাহারা হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করে, পরাজিত হ'লে আত্মহত্যায় হোক্, যক্ষ্মারোগে হোক্, অকালমরণে হোক্, এ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কত রমণী এরকম জ্বলিয়া গিয়াছে কে তাহার-সংখ্যা রাখিয়াছে? দুর্জ্জয় বোনাপার্টের সমগ্র ইউরোপের সঙ্গে ঘোরতর শোণিত-বর্ষী সংগ্রাম, আলেকজান্দারের সমগ্র এসিয়ার সঙ্গে সেই দুর্ব্বিসহ সংগ্রাম, রমণীর হৃদয়ের সংগ্রামের নিকট ভীষণতায় পরাস্ত হয়, ইহাদের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না; সে ভীষণ সংগ্রাম, সে ভীষণ সংগ্রামেরই তুলনাস্থল; যে দেখিয়াছে সে বুঝিয়াছে এ সংগ্রাম কেমন?

কে বলে স্ত্রী-হৃদয় দুর্ব্বল? তাহার সাহস আছে, বীরত্ব আছে, তাহা দুর্ব্বল নয়। রমণী হৃদয় যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, ক'জন্ পুরুষ সে সংগ্রামে পদক্ষেপ করেন্? ক'জন্ সে রূপ সংগ্রামে অগ্রেসর হন্? রমণী-হৃদয় কোমল, সুন্দর, কিন্তু দুর্ব্বল নহে। আ! এই রমণী-হৃদয়কে কত লোক কতদিন কাঁদাইয়াছে, কতলোক নিজেও কাঁদিয়াছে অপরকেও কাঁদাইয়াছে; যা'র জন্য তুমি পাগল তাহাকে কাঁদাও কেন?

'যা'র লাগি কাঁদেরে প্রাণ তা'রে কি কাঁদান ভাল?' তা'রে কি কাঁদান ভাল!! আমি সে দিন সন্ধ্যার সময় একটি বালিকার বিবর্ণ-স্বর্ণ-কান্তি গঙ্গা-সলিলে ভাসাইয়া দিয়া আসিতেছি কি-যেন-কি ভাবিতেছিলাম, অকস্মাৎ

আমার কর্ণ-কুহরে রমণী-কোমল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অস্ফুট-স্বর প্রবেশ করিল, দেখিলাম রাজমার্গ-পার্শ্বস্থিত একটী প্রাসাদের বাতায়ন হইতে শব্দ নিঃসৃত হইতেছে; শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলাম—শুনিলাম,——

'পুরুষ! তোমরাইত আমাদের মনের শান্তি ও সরলতার ঘোর বিদ্বেষী। তোমরাইত আমাদিগকে জননীর স্নেহ হইতে অপসারিত, ভগিনীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত কর। হায়! রমণী পুরুষের সুখ নিবৃত্তি জন্য আপনার হৃদয়, প্রাণ ও দেহ বিক্রয় করে, কিন্তু পুরুষ! পুরুষ যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, কে কবে তাহার প্রতিদান করিয়া থাকে? বিধাতা যে সারল্য ও কোমলতা দিয়া রমণী-হৃদয় গড়িয়াছেন, পুরুষের হৃদয়ে যদি তাহার শতাংশের একাংশও থাকিত তাহা হইলে স্ত্রী-জাতি এরূপে মন-প্রাণ সঁপিয়া দিয়া প্রবঞ্চিত হইত না, তাহা হইলে স্ত্রী-জাতিকে এত কাঁদিতে হইত না।'*

শুনিলাম;—ভাবিলাম,—কুসুমের সৌরভের ন্যায়, শরতের কৌমুদীর ন্যায়, নক্ষত্রালোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায়, চন্দ্রের হাসির ন্যায়, সঙ্গীতের লালিত্যের

---

* "Men! They are the enemies of our innocence and our peace——they drag us away from our parents' love and our sister's friendship——they take our body and soul to themselves, and fasten our helpless lives to theirs, as they chain up a dog to his kennel. And what does the best of them give us in return?——I'm mad when I think of it!"

——The woman in white.

ন্যায় কোমল যে কামিনী-হৃদয় তাহাকেই যদি পুরুষেরা কাঁদাইতে পারে, তা'হলে পুরুষ-জাতির আর অসাধ্য-কার্য্য কি আছে? পর-প্রাণ-গতা সরলাকে যে কাঁদায় সে নরাধম, সে পাপীষ্ঠ, সে নারকী।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

—পূজা ও বলিদান।

রাত্রি শেষ। চন্দ্র-কিরণ ও সূর্য্য-কিরণ উভয়ের সমবায়ে একটি অভিনব কিরণ জগন্ময় হইয়াছে। সে কিরণ দেখিলে মনে ভয় হয়, জগতের সে ভাব দেখিলে মনে ভয় হয়, যেমন মনুষ্য ইহলোকের ও পরলোকের মধ্যে শয়ান থাকিয়া অদূরবর্ত্তী পরলোক দেখিয়া ভয় পায়, এও ঠিক্ তেমনি; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, পঞ্চভূত জীবন্ত হইয়া চরাচরে বিচরণ করিতেছে। স্রষ্টা তাঁহার নিজের সৃষ্টির কৌশল দেখিবার জন্য মূর্ত্তি ধারণ

করিয়া গগন-কেন্দ্রে আসিয়া বসিয়াছেন; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতেছে, শেষে——এক মুহূর্ত্ত; পরক্ষণেই সুন্দর প্রভাত।

পাখী, কাঁদিও না; কাঁদিও না; এ তরুণ-অরুণ-কিরণে তুমি কাঁদিও না; সময়ের অবমাননা করিওনা; কোথায় এ প্রভাত-কিরণে নাচিয়া নাচিয়া গাইবে, নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইবে, না, এখন মনের-দুঃখে কাঁদিতেছ, তাই বলি সময়ের অবমাননা করিওনা; পাখী, কাঁদিওনা; তোমার এখনও কাঁদিবার সময় যায় নি, জগতে তুমি আরও অনেকদিন থাকিবে; তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি কি দানের প্রতিদান নাই জানিয়াছ? না, তা' হ'লে তোমার ও ক্ষুদ্র প্রাণ বিদীর্ণ হইত, সৃষ্টির একটি ক্ষুদ্র-সৃষ্টি লুপ্ত হইত।

তবে তুমি কাঁদ কেন? তোমার জীবন-সঙ্গিনীকে বুঝি আজি হারাইয়াছ, তুমি যাহাকে ভালবাসিতে বুঝি আজি সে নাই, বুঝি কোন নরাধম আজি তোমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব-ধন কাড়িয়া লইয়াছে; ঐত লোকের দোষ, তাহারা বুঝেনা যে 'এক মরণে দু'জন মরে', একজন গেলে দু'জন যায়। মিছে লোকের দোষ দেই কেন? যিনি দয়াময়, যিনি অনাথনাথ তিনিই বুঝেন না; তিনি যখন হৃদয়ের ধনকে কাড়িয়া লন, তখন তিনিও একবার, যে পড়িয়া থাকে, তাহার মুখ-পানে তাকান না; তিনি দিনহীন বুঝেন না; তিনি কাঙ্গাল ফকীর বাছেন না। শুনিয়াছি টাইমুর বেগ্ নিষ্ঠুর ছিল, মেজর্ আউট্র‍্যাম নিষ্ঠুর ছিল, সিরাজউদ্দৌলা নিষ্ঠুর ছিল, অষ্টম্ হেন্‌রি নিষ্ঠুর ছিল,

কিন্তু, তাহারাও এমন করিয়া জ্বালাইত না; হৃদয়ের ভিতর পাঁজার আগুণ জ্বালিয়া দিয়া মজা দেখিত না, ; বাহিরে সকল রাখিয়া দিয়া ভিতর ফাঁপা করিয়া দিত না; তাহারা, মরিতে চাহিলে মারিত; কাঙ্গাল গরীবের মুখ-পানে একবার দু'বার তাকাইত; পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে ছাড়িয়া দিত; অধীনতা স্বীকার করিলে কিছু বলিত না, আশা দিয়া নিরাশ করিত না, ধন দিয়া কাড়িয়া লইত না, আর এমন্ ক'রে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারিত না।

যখন দেখি, যাঁহাকে লোকেরা দয়াময় বলে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর; যখন দেখি, যাঁহাকে লোকেরা ইচ্ছা-ময় বলে, তিনি কাহারই হিত ইচ্ছা করেন না; যখন দেখি, যাঁহাকে লোকেরা সর্ব্বশক্তিমান্ বলে, তিনি কিছুই করিতে পারেন না, তখনই কাঁদি। আর কাঁদি, যখন দেখি—'এসংসারে কেহ দু'জনকে সমান ভালবাসিতে পারেনা,' লোকের কাছে দুঃখের কাহিনী কহিলে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়, নয়নে অশ্রুজল দেখিলে সকলে দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণা করে, মনের যন্ত্রণায় পাগল হইলে লোকেরা গায়ে থুথু দেয়। আর কাঁদি, যখন দেখি—'অন্ধ-কারের অন্ধকারই পরিণাম,' 'যাতনার যাতনাই পরিণাম,' এ সংসার যন্ত্রণার কেবল ভেল্কি মাত্র, স্রষ্টার হাত কল-ঙ্কিত, তাঁহার শক্তি না থাকিলেও তিনি 'সর্ব্বশক্তিমান্' নাম নিতে চান্, নিষ্ঠুর হইয়া 'দয়াময়' নাম নিতে চান্, সংসারে গরীব কাঙ্গালকে জ্বালাইয়া 'অনাথ-নাথ' নাম নিতে চান্। আর কাঁদি, যখন দেখি—আশায় নিরাশ হইলে হৃদয়-পদ্মের

পাপড়ীগুলি ঝরিয়া যায়, হৃদয়-কুসুমের বৃন্ত হেলিয়া পড়ে, আর অন্তরে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎপাত হইতে থাকে।

আমার যে কাঁদিবার জন্ম; পরমেশ্বর অসংখ্য-দুঃখীর চক্ষের-জল একত্র করিয়া আমাকে গড়িয়াছেন, অসংখ্য পাপীর যন্ত্রণা একত্র করিয়া তাহাদের সমবায়ে আমাকে গড়িয়াছেন; যাহার জীবন পাপীর যন্ত্রণায় সৃষ্ট, তাহার কি কখনও সুখ আছে? তাহার হৃদয় হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত-মোক্ষণ হইতে থাকে; কিন্তু কেহই তাহা দেখিতে পায় না। আমি প্রেমের ভিখারী নই, বিনিময় করিতে আসিয়াছিলাম, মন দিয়া মন লইব। মন দিয়াছি কিন্তু মন পাইলাম না; পাইনাই বলিয়াইত কাঁদি, পাইনাই বলিয়াইত এই অশ্রুজল, এই পাগলের প্রলাপ; যদি পাইতাম তবে নীরব-নিশীথে কাঁদিতাম না, যদি পাইতাম তবে এ হৃদয়কে দয়া, মায়া, স্নেহ, সহানুভূতির সমাধিক্ষেত্র করিতাম না।

পাখী, এসো আমরা দু'জনে কাঁদিয়া বেড়াই, সমান দুঃখে দুঃখী না হইলে একসঙ্গে কাঁদিতে পারে না, যে কাঁদে নাই সে কাহারও কান্না দেখিতে পারে না, (এ জগতে কে কাঁদে নাই?) যে দুঃখ কেমন জানে না সে, অপরের দুঃখে দুঃখী হয় না; আমরা দু'জনেই দুঃখী, তাই, এসো আমরা কাঁদিয়া বেড়াই। ঐ অসীম-গগন-তলে আমরা সৃষ্টির দু'টি জীব এস কাঁদিয়া বেড়াই; পাখী, বল দেখি ও কে? আকাশের আড়ালে আড়ালে লুকাইয়া লুকাইয়া (হীন-প্রভ হইয়া) ও কে বেড়াইতেছে? চন্দ্র?—চন্দ্র কি?

লোকে বলে চন্দ্র দ্বিতীয়-পৃথিবী, সূর্য্য-কিরণ প্রতিবিম্বে চন্দ্রালোকের উৎপত্তি হয়; তা'ই কি? না, তা'ত নয়, আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার মুখ-জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বেই চন্দ্রালোকের উৎপত্তি। নকল দেখিলে আসল মনে পড়ে, যখন যাহার ছবি (ফটোগ্রাফ্) দেখি তখন সেই লোকটি-কেই মনে পড়ে, কিন্তু চন্দ্র দেখিলেত সূর্য্য মনে পড়ে না, চন্দ্র দেখিলেই সেই আ-মরি-মরি মুখ-খানি মনে হয়, সেই সদা-ভাল-বাসি-ভালবাসি মুখ-খানি মনে হয়, সেই প্রেম-মাখা মুখ-খানি মনে হয়, চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিলে তাহার সেই মুখের জ্যোতিঃ মনে পড়ে, তাহার সেই আদর-মাখা-হাসিটি মনে পড়ে; তখন চন্দ্র সেই মুখের প্রতিবিম্ব নয়ত কি? চন্দ্র তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব, 'চন্দ্র-কিরণে তা'র শুভ্র কিরণ।' 'বক্ত্রচ্ছায়াংশশিনি।'

তাহাকে আমি কোন্ প্রাণে ভালবাসিব? বিধি যদি দুইটি প্রাণ দিত, তবে একটি তাহাকে দিয়া অপরটিতে ভালবাসিতাম; * কিন্তু, পোড়া বিধি যে একটি প্রাণ দিয়াছে, সে প্রাণটি যে তাহাকে মনে মনে সঁপিয়া দিয়াছি। তবে আর আমি কোন্ প্রাণে ভালবাসিব? আমার যে আর প্রাণ নাই; কিন্তু তবুও তাহাকে ভালবাসি। কোন্ প্রাণে ভালবাসি জানি না, কেন ভালবাসি জানি না, কেবল এই জানি যে ভালবাসি। কুসুমে সৌরভে সে ভাল-

* "নিদারুণ বিধি! একটীরই প্রাণ দাওনাই কেন? দশটা প্রাণ দাওনাই কেন? তাহা হইলে, একটাত গিয়াছেই, বাকী কয়টা দিয়া দক্ষিণান্ত করিতাম" —উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

বাসা নাই, অনিলে অনলে সে ভালবাসা নাই, বসন্তে মলয়ে সে ভালবাসা নাই, বাগার্থে সে ভালবাসা নাই, সে ভালবাসার দ্বিতীয় মিলিবার নহে, তাহা অদ্বিতীয়, অভিনব। এক একবার এমনি সাধ হয় যে, জগৎ তাহার নাম ধরিয়া আমাকে ডাকুক, আমার নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকুক, আমরা দুজনে এক হইয়া মিশিয়া যাই, তাহার শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে আমার এই মাটির দেহের প্রত্যেক পরমাণু যেন মিশিয়া যায়, তাহার হৃদয়ে আমার হৃদয় যেন মিশিয়া যায়, তাহার মনে আমার মন যেন মিশিয়া যায়, তাহার প্রাণে আমার প্রাণ যেন মিশিয়া যায়, তাহার আত্মায় আমার আত্মা যেন মিশিয়া যায়! যখন তাহার মুখ খানি মনে হয় তখন হৃদয়-মাঝে কি-যেন-কি করিয়া উঠে, সে ভাব যেন এ পৃথিবীর নয়, সে ভাব যেন এ নশ্বর মনুষ্য দেহের নয়, সে ভাব যেন এ কলঙ্কিত মনুষ্য-মনের নয়; তা' বর্ণিবার নয়, সে রকম ভাব কিছু-তেই হয় নাই, তা'র দ্বিতীয় থাকিলে উপমা হইত, কিন্তু হায়! এমনি কপাল তা' অনুপম।

অনেক পুরুষ দেখিয়াছি, অনেক রমণী দেখিয়াছি, তাঁহারা অনেকেই আমার ভালবাসার ভিখারী হইয়াছেন; সে দিন একটি ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা (জানি না বালিকা কি যুবতী) আমার কছে একটু ভালবাসা চাহিয়াছিল; সে বালিকা সুন্দরী, সে ভিখারিণী সাজিয়া আমার কাছে আসিতে লজ্জিতা হইয়াছিল, কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম সে আমার ভালবাসার ভিখারিণী; একবার ইচ্ছা হইল ভিখা-

রিণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি, ভিখারিণীকে ভালবাসা দিবার জন্য মন খুঁজিলাম, কিন্তু আর মন নাই, আর ভাল-বাসা নাই, সমুদায় অলক্ষিতে সে অপহরণ করিয়াছে। ভিখারিণী তাহার ইন্দু-নিন্দিত মুখ-খানি গম্ভীর করিয়া ফিরিয়া গেল, ভিখারিণীকে ডাকিয়া বলিলাম 'ভিখা-রিণি! দাঁড়াও নিরাশ হইয়া যাইও না, আজ্ না পারি দু'দিন পরে দিব।' বালিকা দাঁড়াইল, একটু গম্ভীর স্বরে বলিল 'কি! তুমি কি চোরের নিকট হইতে জিনিষ ফিরিয়া পাইবার আশা কর?' তখন অনেক চিন্তার পর, অনেক ভাবনার পর, অনেক সাহস করিয়া বলিলাম, 'না'। বালিকা তখন আমার সম্মুখে নাই, ভিখারিণী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, আমার 'না' সে শুনিতে পাইল না; শুনিলে তাহার মন ভাঙ্গিত। শৈবলিনী প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি আমায় বিবাহ করিবে?' প্রতাপ মাথা নাড়িয়া বলিলেন 'না,' শৈবলিনীর মন ভাঙ্গিল। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমাকে কি তোমার মনে পড়ে?' দুষ্মন্ত মাথা নাড়িয়া বলিলেন 'না,' শকুন্তলার মন ভাঙ্গিল; যখন হ্যামলেট্ ওফেলিয়াকে বলিলেন 'আমি তোমাকে ভালবাসিতাম, এখন ভালবাসি না,' ওফেলিয়ার মন ভাঙ্গিল। একজন 'না' বলেন, এক-জনের মন ভাঙ্গে; এ জগতে যত 'না' তত 'মন-ভাঙ্গা।' প্রেম-জিজ্ঞাসা কি ভয়ানক! এ জিজ্ঞাসার মূলে মূলে জীবন, মূলে মূলে প্রাণ। তাই বলি সাবধান হইয়া ইহার উত্তর দিও।

দোহবে যেখানে প্রেম-জিজ্ঞাসা সেই খানেই চোর, যেখানে চোর সেই খানেই মন-ভাঙ্গা; আমি তাহাকে যখন দেখিব তখনি বলিব 'সে চোর,' তখনি আমার হৃত-মন ফিরিয়া চাহিব।

পরমেশ! যেজন মনে মনে মন চুরি করিয়াছে তাহাকে তুমি ক্ষমা করিও না; তা'হ'লে তোমার সৃষ্টির অমঙ্গল হইবে, জগতের নিয়মের বিপর্য্যয় হইবে, সৃষ্টির কৌশলের ব্যভিচার ঘটিবে।

এ জগতে সকলেই চোর, সকলেই একজনের না একজনের মন চুরি করিয়াছে। আবার তুমি যা'র মন চুরি করিয়াছ সেও চোর, সে আবার অন্য একজনের মন চুরি করিয়াছে, সে যদি তোমার মন চুরি করিত তা হ'লে কান্নার শেষ হইত। লোকে মন চুরি করিযা রাখে কোথায়? যে চোর সে তাহার নয়নের মধ্যে রাখে, অধরের হাসিতে রাখে, কিন্তু যে আমার মন চুরি করিয়াছে, সে যে কোথায় রাখিয়াছে তাহা জানি না; যখন সে একবার আমার দিকে দৃষ্টি ফিরায়, তখন বোধ হয় যেন নয়নের মধ্যেই রাখিয়াছে; আবার যখন সে হাসে, তখন বোধ হয় যেন অধর-পল্লবেই রাখিয়াছে; যখন সে কথা কহে, তখন বোধ হয় যেন কথার মধ্যেই রাখিয়াছে; কিন্তু, আমি তাহার সমস্ত স্থলেই খুঁজিয়াছি, কোথাও আমার মন দেখিতে পাইলাম না; কোথায় রাখিয়াছে কেহ বলিতে পারিল না; সেই ভগবানই জানেন সে কোথায় রাখিয়াছে।

সে আমার হৃদয় চুরি করিয়াছে, সে স্বর্গে নারকী হইল। স্বর্গ কি? যেখানে ঈশ্বরের সত্তার পূর্ণ-উদয় সেইখানই স্বর্গ। ঈশ্বর কে? যাহাকে মনে করিলে হৃদয় পুলকিত হয়, মন সুখ-নীরে স্নাত হয়, তিনিই ঈশ্বর। তবে আমার সে-ই ত ঈশ্বর; তাহাকে স্মরণ করিলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়, শুধু পুলকিত নয়, তখন আমার হৃদয় কি-যেন-কি করিয়া উঠে; তবে সে-ই ত আমার ঈশ্বর। আমার মনে তাহার পূর্ণ-উদয়, আমার মনই স্বর্গ। মনুষ্যের মনই স্বর্গ।* যে যাহাকে ভালবাসে তাহার কাছে সে-ই ঈশ্বর। যোগীরা জগৎস্রষ্টাকে ভালবাসেন, তাই তাঁহাদের কাছে স্রষ্টা ঈশ্বর, আমি তাহাকে ভালবাসি, আমার কাছে সে-ই ঈশ্বর। তাহার আবাস-স্থল আমার মন, আমার মন স্বর্গ; সে চোর তাই নারকী; সে স্বর্গে নারকী হইল।

হৃদয়-সর্ব্বস্ব! আমার হৃদয়ে এ নরকানলের তুমিই মূল, এ যন্ত্রণার তুমিই কারণ, তুমিই আমার হৃদয়-পদ্মের সমস্ত পাপ্‌ড়ি গুলি ছিঁড়িয়াছ, তুমিই আমার হৃদয়ের বৃন্ত উৎপাটন করিয়াছ; তুমিই আমার মানসিক বৃত্তিগুলি কলঙ্কিত করিয়াছ, আমি এখন প্রতিহিংসা চাই, তোমার জীবনের শেষ করিয়া এই হৃদয়ের নরকানল নিবাইব, তোমাকে বলি দিয়া এ পোড়া হৃদয় শান্ত করিব। এ জগতে যে প্রতিহিংসা চায় সে-ই নিষ্ঠুর, কিন্তু জগতে

---

* "The mind is its own place, and in itself
Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."
——Milton, Par. Lost. I,

ক'জন্ না চায়? এই ভালবাসাই হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, কলহ প্রভৃতি অনর্থের মূল। কিন্তু তাও বলি, এই ভালবাসা যেমন সংসারের সমস্ত দুঃখের মূল, তেমনি ইহা সংসারেব সমস্ত সুখেরও মূল; ভালবাসা সুখ ও দুঃখ উভয়েরই মূলীভূত কারণ *। অসৎ-পাত্রে ভালবাসা প্রদত্ত হইলে, আমরা সেই ভালবাসাকে অপবিত্র অথবা কলুষিত ভালবাসা বলি, সৎ-পাত্রে হইলেই তাহাকে পবিত্র অথবা বিশুদ্ধ ভালবাসা বলি; কিন্তু সকলেরই মূলে সেই ঈশ্বর-দত্ত ভালবাসা। ভালবাসিবার সময় পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না; কেননা, ভালবাসাতে তোমারও হাত নাই, আমারও হাত নাই, যে জিনিষে তোমার আমার কাহারই অধিকার নাই তাহাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার কি? যে ঈশ্বর আমাদিগকে ভালবাসিতে দেন তাঁহার যদি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকিত, তাঁহার যদি ভাল মন্দ বিচার থাকিত, তবে আমাদিগের ভালবাসারও পাত্রাপাত্র বিচার থাকিত; তাঁহার যখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই, তখন তিনি যাহাকে ভালবাসিতে দেন

---

* " ———— Hence thou must infer,
That love is germin of each virtue in ye,
And of each act no less, that merits pain."
——— Dante, Purgatory, xvii (Cary's)

" The soul transported in so many several passions of joy, fear, hope, sorrow, anger, and the like, has for its general groundwork of all this, Love "
——— Henry More, Discourse xvi,

তাহাকেই ভালবাসি, সুতরাং আমাদিগের পাত্রাপাত্র বিচারের ক্ষমতা কি? যাহারা সংসারের কিছুই জানে না, তাহারা ভালবাসাকে পবিত্রে ও অপবিত্রে বিভিন্ন করে, তা' বলে তুমি আমি বিভিন্ন করিব কেন? যাহাতে তোমার আমার এক বিন্দুও ক্ষমতা নাই তাহা বিভিন্ন করা যে মূর্খের কায। কিন্তু, কি বলিতেছিলাম——প্রাণাধিকের জীবনের শেষ করিয়া এই হৃদয়ের নরকানল নিবাইব, তাহাকে নরবলি দিয়া এ পোড়া হৃদয় শান্ত করিব।

ভালবাসা আমার দুর্গা-প্রতিমা, মন আমার চণ্ডীমণ্ডপ, প্রাণ আমার পুরোহিত, যন্ত্রণা আমার খড়্গ, আর তুমি—তুমি,—আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব-ধন! তুমি বলি; তোমাকে বলি দিব, তা' হ'লে এত দিনের সাধ পূর্ণ হইবে।

ভালবাসা জগতের দশদিক্ রক্ষা করিতেছে, দেবী দশভুজা; আজি দশভুজার পূজা করিব, মনের একটি সাধ ঘুচাইব। মায়ের এ প্রতিমা——

'————————পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাং,

অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।'

*   *   *   *   *

এখন একবার মায়ের আরতি করি, প্রীতি-ধূপ জ্বালিয়া, প্রণয়-প্রদীপে আরতি করি,——

মা! 'তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন।'——

যে দিকে চাও সে দিকেই মায়ের আরতি। যে দেশে যাও সে দেশেই মায়ের পূজা, মা'কে পূজা করেনা এমন জাতি নাই, ভালবাসার আরতি নাই এমন স্থান নাই।

ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ডে; জগতে, জগতে ভালবাসার পূজা হইতেছে, মায়ের পূজা হইতেছে; এস, সকলে মিলিয়া মায়ের পূজা করি; বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান্, হিন্দু সকলেই মায়ের পূজা জানে; জাতিভেদ ভুলিয়া গিয়া, ধর্ম্মভেদ ভুলিয়া গিয়া, একমন একপ্রাণ হইয়া সেই জগদ্দেবীর আরাধনা করি; মা'র জাতি-ভেদ জ্ঞান নাই, তিনি সকলেরই পূজা গ্রহণ করেন, সকলেই তাঁহার দাস, পূজা সকলেই জানে।

বলিদান দাও, বলিদান দাও; মনঃচোরকে বলিদান দাও; বিধাতার নিকট মনঃচোরের শাস্তি নাই, তিনি এ অপরাধ দেখিয়াও দেখেন না, তাই এ চোরের শাস্তি এ জগতেই ভাল; বলিদান দাও।——

হরি! হরি! কি করিলাম! এই সঙ্গে মন প্রাণও যে বলি দিলাম!

মন প্রাণও বলি দিলাম? মন প্রাণ অনেকদিন হইল বলি দিয়াছি, আজি নয়; যে দিন ভালবাসিলাম, সেই দিন মন প্রাণকে সময়ে বলির জন্য উৎসর্গ করিলাম; যেদিন আশায় নিরাশ হইলাম, যেদিন জানিলাম দানের প্রতিদান নাই, সেই দিনই বলি দিলাম; সেইদিনে মন প্রাণ কেবল বলি দেই নাই; সেইদিনে জ্ঞান, মান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সুখ, লজ্জা, সহানুভূতি সমুদায় বলিদান দিয়াছি।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

সে যদি বাসে তেমন।

"তবে ভালবাসা ভাল সে যদি বাসে তেমন,
নইলে তা'র আশানীরে ভাসা অতি অকারণ।
নিরন্তর ভাবি যা'রে, সে যদি রাখে অন্তরে,
সে রাখে অন্তর যদি মনকে আঁখি-মিলন।
যা'র হয়ে অভিলাষী, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি,
তা'র যদি আমার মত অদর্শনে দহে মন।"

'কে গায় অই?' ও যে চোরের গান, ও যে মনঃচোরের গীত। আমি ও গান আর শুনিবনা, শুনিলে প্রাণ যে কেমন কেমন করে, প্রাণে কি-যেন-কি আসিয়া পড়ে, আমি ও গান আর শুনিবনা। তবুও আমি গানটি বড় ভালবাসি, জগতে মনঃচোরের গানগুলি বড় মধুর, যে মনের কথা-গুলি খুলিয়া গায় তা'র গানগুলি বড় মধুর। কে গায় অই? প্রাণ খুলিয়া, মন খুলিয়া, হৃদয় খুলিয়া মনের কথাগুলি কে গায় অই? আমার হৃদয়ের পরতে পরতে গাইতেছে, আমার মনের স্তরে স্তরে গাইতেছে 'সে যদি বাসে তেমন।' ইহলোক পরলোককে বলিতেছে 'সে যদি বাসে তেমন,' জগৎ জগৎকে বলি-

তেছে 'সে যদি বাসে তেমন,' কল্লোলিনী মৃদু মধুর-স্বরে গাইয়া যাইতেছে 'সে যদি বাসে তেমন,' মেঘ হইতে সেই দিগন্ত-বিহারিণী বিজলী এ পাপসংসারকে বলিয়া গেল 'সে যদি বাসে তেমন।' সকলেই ভালবাসার দাস, সকলেই মুক্তকণ্ঠে মুক্তস্বরে বলিতেছে 'তবে ভালবাসা ভাল] সে যদি বাসে তেমন.' বিশুদ্ধ হউক, কলুষিত হউক, ভালবাসা ভাল 'সে যদি বাসে তেমন।'

এ জগতে কেহই মনের কথা খুলিয়া বলেনা; যাহাকে প্রাণ মন সঁপিয়াছি, যে জীবনের জীবন তাহাকেও প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিনা; বলিতাম; সে যদি 'ভালবাসিত তেমন,' বলিতাম, যদি জগতে দানের প্রতিদান থাকিত। ভালবাসা যতদিন গোপনে থাকে, ততদিনই ভাল; যতদিন নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া একাকী কাঁদি ততদিনই ভাল: নির্জ্জনে চক্ষের জল বড় মধুর; যে নির্জ্জনে কাঁদিয়াছে সে-ই জানে। ভালবাসায় যতদিন সন্দেহ থাকে ততদিনই ভাল, যতদিন 'যদি' থাকিবে ততদিনই ভাল, 'সে যদি বাসে তেমন।'

ভালবাসিয়া অনেক শিখিয়াছি,—আশায় নিরাশ শিখিয়াছি, চন্দনে বিষ শিখিয়াছি, কুসুমে কীট শিখিয়াছি, নিদ্রায় স্বপ্ন শিখিয়াছি, আর শিখিয়াছি—একাকী নির্জ্জনে কাঁদিতে।

আশায় নিরাশ হইলেই আশার বস্তু সুন্দর হয়। সেদিন সুরম্য প্রাসাদের বহির্ভাগে, নীরব নিশীথে আমি আ- ামার-সে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দানের কি

প্রতিদান আছে? নিষ্ঠুর বলিল 'কিছুই নাই,' আশায় নিরাশ হইলাম; যে মুহূর্ত্তে আশায় নিরাশ হইলাম, সে মুহূর্ত্ত-জন্য এ পোড়া প্রাণ জগতে ছিলনা, কোথায় ছিল জানিনা, কেবল এই মাত্র জানি, সে মুহূর্ত্তে এ প্রাণ জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একবার তাহার মুখপানে চাহিলাম,—মরি কি সুন্দর! আমরি কি সুন্দর!! যেন শশী-রেখা মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে, যেন কেহ পুষ্প-সৌরভ মুখে মাখাইয়া দিয়াছে, যেন প্রভাত-কালীন সূর্য্যরেখা ও শারদীয় চন্দ্র-রেখা একত্র সমবেত হইয়া মুখ-হইতে বাহির হইতেছে; আমরি কি সুন্দর! সে মুহূর্ত্ত-জন্য প্রাণ কোথায় ছিল বলিতে পারিনা।

আমি ঐ মুখ-খানি লইয়া কত সুখী হই, আমি সংসারে আর কিছুই চাইনা, কেবল ঐ মুখ-খানি; বড়সাধ ঐ মুখ-খানি প্রাণের ভিতর রাখিব, মরমে মরমে গাঁথিয়া রাখিব, হৃদয়ের এককোণে লুকাইয়া রাখিব, কেহই খুঁজিয়া পাইবে না, সংসারের কতলোক খুঁজিতে আসিবে কেহই পাইবেনা, কাহাকেও বলিবনা; ঐ মুখ-খানি আত্মার ভিতর লুকাইয়া রাখিব, মরিলেও ছাড়িবনা, মৃত্যুর পর আত্মা মুখ-খানি কোলে করিয়া পরলোকে উড়িয়া যাইবে; সেখানে চোর নাই, যতনে একস্থানে রাখিয়া দিবে। সেখানে এ সংসারের কলঙ্ক নাই, কেহ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিবেনা; সেখানে পাপ নাই, কেহ বাধা দিবেনা; সেখানে ভিক্ষা-বৃত্তি নাই, কেহ ভিখারী হইয়া দাঁড়াইবে না।

একদিন তাহাতে আমাতে বসিয়া; সে বলিল 'ভাল-বাসায় সাঁতার দিয়ো থৈ দিয়ো না।' সাঁতার দিয়া কি হইবে? সাঁতার ত সবাই দেয়, থৈ দিতে ক'জনে জানে? থৈ দিয়ে ভালবাসার গভীরতা জানিব, মাণিক তুলিব; কেবল তাই ভয়, পাছে মাণিক তুলিতে গিয়া যেন কাঁকর না তুলি, যেন সমুদ্র-সর্পে দংশন না করে; ভালবাসার এই গভীর অতলস্পর্শ সমুদ্রে

'পাইলে পাইতে পার মুক্তারতন,
করিলে করিতে পারে ভুজঙ্গে দংশন।'

যাহাকে ভুজঙ্গে দংশন করে সে মরিয়া যায়; নীরবে নির্জ্জনে অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে মরিয়া যায়, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিষম যক্ষ্মায় মরিয়া যায়।

ভালবাসায় কে ভাসিতে চায়? আশায় কে ভাসিতে চায়? এবার থৈ দিব, ডুব দিব, জীবনের একটি প্রশ্ন ঘুচাইব, প্রাণের একটি সাধ পূরাইব। জগতে কে না বলিবে 'ভাসা অতি অকারণ'

'আশানীরে ভাসা অতি অকারণ।'

কিন্তু, আশায় কে না ভাসে? আশায় জগৎ-পৃথিবী ভাসিতেছে, আশায় মানবের মন ভাসিতেছে, আশায় সৃষ্টির জীবন ভাসিতেছে, আশায় স্রষ্টার কৌশল ভাসি-তেছে: এই আশায় হানিবল, লোপ্‌ডিভেগার, এপি-মিনণ্ডাস সকলে ভাসিয়াছেন; এই আশায় গেলিলিও, নিউটন ভাসিয়াছেন, ইহাতেই ভল্‌টেয়ার ও কলম্বস ভাসিয়াছেন, ইহাঁরা ভাসিয়া কূল পাইয়াছেন, সাধের

সামগ্রী পাইয়াছেন, তাই ইহাঁদের নাম চিরস্মরণীয়, আর আমরা ভাসিতে ভাসিতে মরিয়া যাই, তীর-ভূমি দৃষ্টি-গোচরও করিতে পারি না, তাই কাঁদি। কিন্তু কার আশা নাই? জীবনের সমুদায় বিসর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু আশা ছাড়িতে পাড়িনা, কে কবে আশা ছাড়িয়াছে? যে ছাড়িয়াছে, সে তা'র সঙ্গে সঙ্গে জীবন, মন, প্রাণ, সমুদায়ই ছাড়িয়াছে। আশা ছাড়িতে পারিনা 'সে যদি বাসে তেমন,' কেমন করিয়া বলিব সে আমার ভাল-বাসেনা? 'সে যদি বাসে তেমন।'

অধ্যায় শেষ হইতেছে; অস্টার সমীপে পৌঁছিবার এক-নিশ্বাস-মাত্র বাকি; জগৎকে বিদায় দিতে নয়নের এক নিমেষ-মাত্র; এই নিশীথ-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে তাহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে, ধমনী-জাল ছিঁড়িতেছে, ভগ্ন-প্রবণ-জীবন-তরী ভাঙ্গিতেছে, তাহার হৃৎপিণ্ডের প্রতিঘাত শেষ হইয়াছে, অতল-গর্ভে নিমজ্জিত হইবার এক মুহূর্ত্তও নাই; প্রত্যেক পলক তাহার অনন্ত-জীবন প্রতীক্ষা করিতেছে; এখনও ভাল-বাসার কথা ছাড়িল না! এখনও বলিতেছে 'সে যদি বাসে তেমন!' এখনও বলিতেছে 'বলিও, তাহাকে আমি ভালবাসিতাম!!!'

ভালবাসা-চক্রের বিষুবরেখা যন্ত্রণা, নিরন্তর অশ্রুজল, দ্রাঘিমা সন্দেহ; যেখানে ভালবাসা সেখানেই যন্ত্রণা, সেখানেই অশ্রুজল, সেখানেই সন্দেহ।

যখন এ সংসারে নিস্বার্থ ও স্বর্গীয় ভালবাসার এত

খুনখারাপি, এত কলঙ্ক, এত গঞ্জনা, এত গোল তখন কি এ পৃথিবীকে শুধু পার্থিব ভালবাসায় ভালবাসা ভাল নয়? * তা' হ'লে আর আশায় নিরাশ হইতে হইবে না, তা' হ'লে আর সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া মানসিক-বৃত্তি গুলিকে কলঙ্কিত করিতে হইবেনা, তা' হ'লে এই হৃদয়ের যাহা কিছু ভাল তাহার সমূলোচ্ছেদ করিতে হইবে না, তা' হ'লে আর এই ধূর্ত্ত-আশায় প্রবঞ্চিত হইয়া বলিতে হইবে না 'সে যদি বাসে তেমন।'

পঞ্চদশ খণ্ড।

আমি কি?

"Is't not enough, unhappy thing! to know
Thou art?——————————"

——Byron.

"বৎসরে বৎসরে বহুদিবস—দিবসে দিবসে বহুদণ্ড—দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত, তাহার মধ্যে এক-মুহূর্ত্ত-জন্য, এক-পলক-জন্য আমার কি চক্ষু ফুটিবে না? এক-মুহূর্ত্ত-

* Is it not better, then, to be alone,
And love earth only for its earthly sake?
Childe Harold III, lxxi.

জন্য চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই এই শব্দস্পর্শময় বিশ্ব-সংসার কি, আমি কি।"

আমি কি? এ বিশ্ব-সংসারে আমি কি? আমি কি জীবনের ছায়া? একবার চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লইতাম, একবার স্রষ্টাকে সুধাইতে পারিলে সুধাইতাম, একবার বুঝিবার শক্তি দিলে বুঝিতাম, আমি কি; অনন্ত গগন-তলে, চন্দ্র সূর্য্যের আলোকে, এ বিপুলবিশ্বে আমি কি। এক পলক-জন্যও কি সে সময় আসিবে না? এক পলক-জন্যও কি বুঝিতে পারিব না? স্রষ্টা কি চিরকালই আমার কাছে আমাকে অপরিচিত রাখিবেন? এই কি বিধাতার ইচ্ছা? এই কি বিধির সাধ? ছি। বিধাতার ইচ্ছার মূলে মূলে ধূর্ত্ততা, বিধির সাধের মূলে মূলে ধূর্ত্ততা, তাঁহার কৌশলের মূলে মূলে ধূর্ত্ততা।

আমি কি? ঈশা বলিয়া গিয়াছেন 'মনুষ্য তাহার স্রষ্টার প্রতিকৃতি,' যে মহাত্মা সমস্ত ইউরোপ্ তাঁহার ভালবাসায় পাগল করিয়া দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন 'মনুষ্য জগদ্দেবতার প্রতিকৃতি,' মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন 'জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব,' এ কথা অনেকে বলিয়াছেন, ইহা অনেক দিন শুনিয়াছি; কিন্তু কৈ, এ কথাত হৃদয়ে গিয়া মিলিল না। ইহা শুনিতে শুনিতে যে ভুলিয়া গেলাম। ঐত গোল, হৃদয়ের ঐত ক্ষু; ঈশা, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি না, তা' একবার কাণ দিয়া শুনিও না; কেমন করিয়া শুনিব? এ পাপ-হৃদয়ের সঙ্গে

যে তাহা মিলে না, দু'দণ্ড কাল স্থির হইয়া যে ভাবিতে পারি না!

তবে আমি কি? ঈশা বলিয়াছেন 'মনুষ্য তাহার স্রষ্টার প্রতিকৃতি-মাত্র,' ঈশা স্রষ্টাকে ভালবাসিতেন, তাই বুঝি তিনি এ কথা বলিয়াছেন. শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে ভালবাসিতেন, তাই তিনি বলিয়াছেন 'জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ;' তবে, যে যাহাকে ভালবাসে তাহারই সে প্রতিবিম্ব-মাত্র। প্রণয়ী তাহার প্রণয়িনীর প্রতিবিম্ব-মাত্র; তুমি জিজ্ঞাসা করিবে 'যদি আমি আমার প্রণয়িনীর প্রতিবিম্ব হইলাম, তবে আমি সুন্দর হইলাম না কেন? আমার সরলার মোহিনী-মূর্ত্তি যে সুন্দরী, তবে তাহার প্রতিবিম্ব সুন্দর হইল না কেন?' তাহাতে আমি এই বলিতে চাই ——'তুমি সরোবরে বিকসিত কুমুদিনী দেখিয়াছ, তাহা দেখিতে কেমন সুন্দর, কিন্তু বল দেখি, প্রাবৃটে সরোবরের আবিল জলে কৌমুদীর অস্ফুট আলোকে কুমুদিনীর প্রতিবিম্ব কি সেই রকম সুন্দর দেখায়? তোমার সরলা বালার মোহিনী-মূর্ত্তির প্রতিবিম্বও সেই রকম তোমার যৌবনে, তোমার পুরুষ-জীবনের আবিল স্রোতে, অপরিস্ফুট আশার অস্ফুট আলোকে অসুন্দর হইয়াছে; কিন্তু তাহার এক একটি চিহ্ন মিলাইয়া দেখ——দেখ, মিলে কি না——যখন সরলা হাসে তখন তুমিও হাস, যখন সরলা কাঁদে তখন তুমিও কাঁদ।

জগদীশ্বর জন্মান্তরীণ সঙ্গতি দেখিয়াই এই ইহলোকে দুইজনকে মিলাইয়া দেন; তা' না হ'লে সরলা ও তুমি

মিলিবে কেন? তোমার ঐ দু'টি বন্ধু মিলিবে কেন? ঐ দু'টি লোক সোদর-সদৃশ মিলিবে কেন? তাহাতে আমাতে মিলিব—— কৈ, আমরা দুইজনে ত মিলি নাই; জগতের নিয়মের এই ত দোষ, স্রষ্টার সৃষ্টির এই ত কলঙ্ক, বিধাতার বিধির এই ত গোল, ভোলানাথের এই ত ভুল।

সেদিন একজন শ্মশানে বসিয়া স্বভাবের অনন্ততা, নিত্যতা, অনিবৃত্তি ভাবিতে ভাবিতে ভাবিলেন;——'যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও সেই দিকেই অনন্ত——আমি কত ক্ষুদ্র ——কত সামান্য?' মানিলাম আমি সামান্য, আমি ক্ষুদ্র, আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতর; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতর যে আমি, আমাতেও অনন্ত, নিত্য, অনিবৃত্তি রহিয়াছে,——আমার এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মাটির দেহের আয়তনের মধ্যেও অনন্ত, অসংখ্য, অতল, অসামান্য এবং নিত্য রহিয়াছে,——মানবের চিন্তা অনন্ত, মানবের ভাবনা অসংখ্য, মানবের প্রেম অতল, তাহার বুদ্ধি অসামান্য, তাহার আত্মা নিত্য। এই অনিত্য শরীরে নিত্য রহিয়াছে, এই ক্ষুদ্র শরীরের অভ্যন্তরে অনন্ত রহিয়াছে; এই ত বিধির কল, এই ত তাঁহার সৃজন-যন্ত্রের কৌশল। তবে এই কৌশল-ময় সৃষ্টিতে আমি কি? আমি কি স্রষ্টার জ্বালাইবার সামগ্রী? আমি কি তবে যন্ত্রণার ক্রীড়নক?

আমি কি? কেন এ দুরূহ প্রশ্ন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করি? কেন এ প্রশ্ন আমি আমার বুদ্ধি-মত্তাকে জিজ্ঞাসা করি?

ইহার উত্তর দিতে কে পারিয়াছে? যখন সোলন, সক্রেতিস্ তাঁহারাই পারেন নাই; যখন শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ তাঁহারাই পারেন নাই; যখন কনাদ, কপিল তাঁহারাই পারেন নাই তখন তুমি আমি কে? তখন তুমি আমি কি ইহার উত্তর করিতে সক্ষম হইব? ইহার উত্তর দিতে কে পারিয়াছে? মানবের সীমা-বদ্ধ বুদ্ধিতে ইহা জানিবার ক্ষমতা নাই; তবে ইহা জানিতে কেন ব্যগ্র হই? এই-মাত্র কি আমাদিগের বুদ্ধিমত্তার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আছি, যে, আমি অদৃষ্ট-চক্রের খেলানা একটি ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্রতম কীট?

ষোড়শ খণ্ড।

জানিনা—পরলোক।

'There still are many rainbows in your sky,
But mine have vanished'

* * * * * *

'————————————There is
A land of souls beyond that sable shore.'

——Byron.

কেন সে মূর্চ্ছায় পড়িয়াছে—জানিনা; কেন সে অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটাইতেছে—জানিনা; তা'র এ

রোগের ঔষধি কি—জানিনা; কেন সে তা'কে ভাল-বাসে তাহাও জানিনা। এ জগতে কে কি জানে? সৃষ্টির কৌশলের কে কি জানে? .

'কে আছে এমন জ্ঞানী এ ভুবনে
চুম্বক লৌহকে টানে কেন জানে?'

আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য কেন উদিত হয় কে জানে? জগতে অমাবস্যা, পূর্ণিমা কেন হয় কে জানে? মনুষ্য-জীবনে ভালবাসা গ্রথিত কেন কে জানে? কেন যে সে তা'কে ভালবাসে কে জানে?

তাহাকে সে ভালবাসে, নাজানি সে প্রাণে কত ব্যথা পাইতেছে, নাজানি জগতে কত শত পুরুষ ও রমণী এই রকম ব্যথা পায়, নাজানি কত শত জন সেই ব্যথায়—জানিনা চিরজন্মের তরে লয় পাইয়া যায়, কি পরলোকে যায়, কি স্বর্গে যায়, কি নরকে যায়; কেবল এই জানি যে, তাহাদিগকে আর তাহার পর দেখিতে পাই না; তাহারা যায়, আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কোথায় যায় জানিনা।

আমি কেন মূর্চ্ছায় পড়িলাম না? যখন দেখিলাম যে সে তাহারই জন্য পাগল, যখন দেখিলাম যে সে তাহারই জন্য—কি? যখন শুনিলাম যে এ জগতে আমার কেহই নাই, তখন আমি কেন মূর্চ্ছায় পড়িলাম না? তা'হ'লে ক্ষণকালের জন্য হৃদয়ের লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক-দংশন শমিত হইত, অন্তরাত্মার নরকানল ক্ষণকালের জন্য নিবিত; তা'হ'লে আমার জ্ঞান থাকিত না, চ

মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত না; দীর্ঘনিশ্বাস! এক এক দীর্ঘ-নিশ্বাসে হৃদয়ের 'এক এক ঝলক্ রক্ত শুকাইয়া যায়;' পঞ্জরের এক এক খানি অস্থি খসিয়া যায়; জীবনের এক এক বৎসর চলিয়া যায়; যায় যাক্—এক-দিনত বলিয়াছি, এ জীবনের যত দিন যায় ততই ভাল, যত শীঘ্র এই পাপ-সংসার হইতে চলিয়া যাই ততই ভাল। কতকাল আর হৃদয়ের আগুণ এই তৃণ-পুলির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিব?

আমার মৃত্যুর ভয় নাই। কতদিন সাপের মুখে পড়িয়াছি, কতদিন ঘনঘটা বজ্রপাতে বাহির হইয়াছি; আমার বাহ্য-জগতে জ্ঞান নাই; কতদিন প্রান্তর-মধ্যে বসিয়া দেখিয়াছি মাথার উপর বজ্র অনন্ত-শিখায় হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, দশদিক্ কাঁপাইয়া তুলিতেছে, মেঘরাশি ভয়ে স্তম্ভিত, পৃথিবী ভয়ে কম্পিতা, স্বর্গে ইন্দ্রায়ুধের মুহুর্মুহু ধ্বনি হইতেছে; আমার বজ্রাগ্নির ভয় নাই, আমার হৃদয়ে যে বজ্রানল জ্বলিতেছে এ বজ্রানল তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নহে, আমার হৃদয়ে যে বজ্রানল জীবন, মন, প্রাণ দগ্ধ করিতেছে এ বজ্রানল তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নহে; আমার হৃদয়াকাশ যে মেঘরাশি আচ্ছন্ন করিয়াছে, এ মেঘরাশি তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নহে। মৃত্যুতে ভয় কি? আমি অবলীলা-ক্রমে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে পারি, প্রত্যহ দণ্ডে, দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হইতেছিইত, মৃত্যুত আর আমার অধিক দূরে নয়। আজি তিনদিন হইল, ঐ গাঙ্গিনীতীরে এক নিভৃত লতামণ্ডপে গিয়াছি-

লাম ;—নিভৃত, নির্জ্জন লতামণ্ডপ—নীচে পদ-প্রক্ষালন করিয়া গাঙ্গিনীর নির্ম্মল রজতরেখা এক-মনে এক-প্রাণে চলিয়া যাইতেছে, বারিজ বায়ু প্রবাহিনীর সলিল-কণা লইয়া আমার চারিদিকে নাচিতে লাগিল, পবনের অস্ফুট-স্বন শুনিয়া বোধ হইল যেন সমীরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার কাণের কাছে অস্পষ্ট-স্বরে বলিতে লাগিলেন 'মানব! আজি তুমি আমার লতামণ্ডপে কেন?' নীরবে বসিয়াছিলাম, আর একাগ্রচিত্তে কি-যেন-কি ভাবিতে-ছিলাম; ক্রমে একটি অশ্রুজল চক্ষে দেখা দিল—গণ্ডদেশে গড়াইল—তটিনীর নির্ম্মল-সলিলে মিশিয়া গেল; অশ্রুজল গাঙ্গিনী-হৃদয়ে গিয়া নাচিতে লাগিল, যেন এ পাপ-শরীর হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল, নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া গেল, আর দেখিতে পাইলাম না। লতামণ্ডপে বসিয়া ভাবিতেছি, হঠাৎ মনে হইল ক্লাইভ্ আত্মহত্যা করিয়াছেন, ক্লডিয়াস্ আত্মহত্যা করিয়াছেন, হানিবল্ আত্মহত্যা করিয়াছেন, ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করিয়াছেন, এণ্টনি আত্মহত্যা করিয়াছেন; একটু আশা হইল, একটু উৎসাহ হইল; পাশে আমার বন্দুক্ ছিল, টানিয়া নিকটে আনিলাম। একবার উপরে অনন্ত-আকাশ পানে চাহিলাম, দেখিলাম অসংখ্য নক্ষত্ররাজি, দেখিলাম অনন্ত গগন, দেখিয়া একটু ভয় হইল, স্রষ্টাকে একবার মনে পড়িল। তটিনীর দিকে চাহিলাম, দেখিলাম কল্ কল্ করিয়া পশ্চিমদিকে ছুটিতেছে, বক্ষে অনন্ত নক্ষত্ররাজি, মনে একটু ভয় হইল, স্রষ্টাকে আবার মনে পড়িল।

ভাবিলাম এ 'পাপ-সংসারে থাকি কি না, অদৃষ্টের অসহনীয় তীব্রাস্ত্র আর সহ্য করি কি না'*, আবার ভাবিলাম কোথায় যাই, স্বর্গে না নরকে, না এ উভয়স্থানের কোথায়ও না, ভাবিলাম, যে যন্ত্রণা এখন সহ্য করিতেছি হয়ত পরলোকে ইহার দ্বিগুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, যদি স্রষ্টা থাকেন, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে হয়ত আমার এই মহাপাপের জন্য আরও যন্ত্রণা দিবেন, শুনিয়াছি আত্মহত্যা মহাপাপ; তখন একবার বিদ্যুতের মত জনক জননীর, ভাই ভগিনীর, মুখগুলি মনে দেখা দিল। মা'র পবিত্র-স্নেহ-পূর্ণ সেই মুখ, কেমন করিয়া বুকে পাষাণ বাঁধিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়া যাইব? এ হতভাগ্যকে কেহ ভালবাসেনা, কিন্তু মা! মা ভালবাসেন না তা'কি মনে করিতে পারি? মনে আবার যেন কা'র একখানি মুখ দেখা দিল, মনে উঠিতে উঠিতে আবার মিলাইয়া গেল, মিলাইতে মিলাইতে আবার জাগিয়া উঠিল, তখন প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম—আমার সেই মুখ-খানি। মরিলেত সেই মুখ-খানি দেখিতে পাইব না। তা' না হ'লে মরিতাম, এই জীবনের শেষ করিতাম; এ জীবনে আর উপকারের আশা নাই।

---

* *Ham.* To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The Slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more.

——Hamlet, III., Sc. i.

উপকারের আশা নাই কেন? এ জীবনে জগতের অনেক উপকার হয়, মনুষ্য-জীবনে অনেক কার্য্য হয়; কা'র জীবনে জগতের কি উপকার হইবে কে জানে? সিকন্দার যখন জননী-সম্মুখে ক্রম শিখিতেন, তখন কি তিনি জানিতেন যে, সমস্ত এসিয়া তাঁহার ভ্রূকম্পনে কম্পিত হইবে? ওয়াসিংটন কি জানিতেন যে, তাঁহার অধ্যবসায়ের বলে নূতন পৃথিবীতে স্বাধীনতা-ধ্বজা তাঁহার নামের পতাকার সহিত উড্ডীন হইবে? বোনাপার্ট যখন 'বেরাসের বিহার ভবনে তালে তালে নৃত্য শিক্ষা করিতেন' তখন কি তিনি জানিতেন যে, সমগ্র ইউরোপের সাম্রাজ্য তাঁহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে? সেক্‌স্‌পীয়ার, কালিদাস এঁরাই কি জানিতেন যে, এঁদের কুহকিনী কল্পনার বলে জগৎকে একবার হাসাইবেন একবার কাঁদাইবেন? মিল্টন্, দান্তি এঁরাই কি জানিতেন যে, জগৎকে তাঁহারা নরক দেখাইবেন? বাইরন্ যখন মেরীর প্রেম-যোগে যোগী হন* তখন কি তিনি জানিতেন যে, সেই প্রেমের কথায় জগৎকে উন্মত্ত করিবেন, উনবিংশ শতাব্দীর মানব-সৃষ্টি পাগল করিয়া তুলিবেন?

কেহই কিছু জানিতনা, জানেওনা; দূরবীক্ষণ-দিয়া দেখ, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ, কিছুতেই তোমার সম্মুখস্থ কার্য্য-ক্ষেত্রের এক পরমাণুও আবিষ্কার করিতে পারিবেনা, কালে সমস্ত সিদ্ধ হইবে। এ জগতে সকলেই বীর, সকলেরই একটি কার্য্য-ক্ষেত্র রহিয়াছে, সকলেই জগৎকে কিছু শিখাইয়া যাইবে; ঐ পঙ্কিল জলের ক্ষুদ্রতম বিম্বটি

জগৎকে কত কি শিখাইতেছে, এই ক্ষুদ্র পিপীলিকাটি জগৎকে কত কি শিখাইতেছে ; তখন্ তুমি আমি কি কিছুই জগৎকে শিখাইতে পারিব না ? জগৎকে না পারি, অন্ততঃ এক জনকেও কি শিখাইতে পারিবনা ?

. না, না ! এ জীবনে উপকারের আশা নাই। অপকারের আশঙ্কা আছে। যাহার হৃদয় বিষে পরিপূর্ণ সে জগৎকে বিষ ছাড়া কি কখনও অমৃত দিতে পারে ? যে আজন্ম দুঃখ সহিতেছে সে পরের দুঃখে দুঃখিত হয় না, যে চিরকাল কাঁদিতেছে সে অপরের কান্নায় কাঁদে না, যাহাকে কেহই দয়া করে না সে কাহাকেও দয়া করে না, তাহার সহানুভূতি নাই। আমি জগতের কি উপকার করিতে পারি ? আমার জীবনে কি হইবে ? তোমরা সকলেই আমায় ছাড়িয়াছ, ভগবান্‌ও আমায় ছাড়িয়াছেন, মৃত্যু আমাকে দেখিলে ভয়ে পলাইয়া যায়। তবে আর কেন ? আমার কাছে জীবনের উপকারের কথা বলিও না, আমার নিকট আর তাহা ভাল লাগে না। যে সুখী তার কাছে গিয়ে বল। আমার-দ্বারা জগতের উপকার ! হবে না, হবে না। তা' বিধাতা এ কপালে লিখেন নাই। এ জগতে আমি কাহার জন্য প্রাণ রাখিব ? আমার কে আছে ?

*

আমার কে আছে ? কতদিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি 'আমার কে আছে ?' কতদিন হৃদয় দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি 'তোমায় এই দিলাম, তুমি আমায় কি দিলে ?'

কি দিলে? উঃ! যা' দিবার তা' দিয়াছ, আর দিও না; আর যন্ত্রণা দিও না, যথেষ্ট হইয়াছে। শুনিয়াছি, প্রেম এবং ধর্ম্ম ইহাদের একই গতি, একই চরম। হরিবোল্ হরি! তবে ধর্ম্মেও কি এই রকম জ্বলিতে হয়? শুনিয়াছি, প্রেম এবং ধর্ম্ম উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। তা' ত জানি। কিন্তু আপনার সর্ব্বনাশ; ধর্ম্মে আপনার সর্ব্বনাশ হয় কি না জানি না, কিন্তু প্রেমে হয়, যে ভালবাসে তাহার সর্ব্বনাশ। এই-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কে বলে দুঃখে পড়িলে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে না? যে বলে সে জানে না দুঃখ কেমন, সে দুঃখের সীমা দেখে নাই। আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, লোকে দুঃখে পড়িলে নাস্তিক হয়, তাহার কিছুতেই বিশ্বাস থাকে না; কিন্তু যাহা জানিতাম তাহা ভ্রম। আমি তাহাকে কত ভালবাসি, তাহা ত আমি বলিতে পারি না, সেও ত তাহা জানে না, তবে কি কেহই আমার সে ভাব জানিল না? না একজন জানেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন, সেই দেবতা জানেন; আমি যে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদি তাহা কি কেহই দেখে না? না, একজন দেখেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান্ দেখেন, সেই দেবতা দেখেন।

পরলোক,——না! তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই; যাহার পরলোকে, স্বর্গরাজ্যে অবিশ্বাস হয় সে দুঃখ কেমন জানে না, সে হৃদয়ের যন্ত্রণা কেমন জানে না; আমি এই ইহলোকে পুড়িলাম, মর্ম্মের ব্যথায় পাগল হইয়াছি, কোথাও কি আমি শান্তি পাইব না? হাঁ!

সেই পরলোকে। সে আজি জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে কি তবে চিরকালের তরে পলাইল? তাহাকে কি আর কখনও কোথাও দেখিতে পাইব না? ছি! তাও কি হয়! আমি যেন বুঝিলাম, কিন্তু এই পোড়া মনকে কে বুঝাইবে? মন যে কেন বুঝে না তা' জানি না।

ঐ স্বর্গ-রাজ্যে, ঐ পরলোকে আবার তোমাকে দেখিব; সেইখানে দুইজনে এক হইব; তুমি চিরকালের তরে চলিয়া যাইবে? না! তা' দিব না। তুমি তা' যাইতে পারিবে না"। পরলোকে দুইজনে এক হইব। এক হইতে না পারি, একবার আবার তোমাকে সেখানে দেখিব।

যদি স্বর্গ-রাজ্যে যাইতে পারি তবে বিধিকে বলিব, তখন স্রষ্টাকে বলিব, তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিব, —'আমাদের দু'জনকে এক করিয়া দাও', 'তাহার শরীরে আমার শরীরে মিশাইয়া দাও', 'তাহার জীবনে আমার জীবনে গাঁথিয়া দাও।'

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন 'জীবন যখন যায় তখন একেবারে যায়, যে যায় তাহার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয় না।' হায়! তাই কি ঠিক্? তবে কি সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেলে আর দেখিতে পাইব না? দেব! তুমি ও কি কথা বলিয়াছ! তুমি কি কাহাকেও ভালবাসিতে না? তোমার কি কেহ ছিল না? তুমি কাহাকেও ভালবাসিলে এই চিন্তা মনে আনিতে সাহসী হইতে না। এ চিন্তা যাঁর মনে, এ বিশ্বাস যাঁর মনে, জানি না তিনি দেবতা কি কি।

দেব! তুমি কি দেবতা? তুমি যাহাই হও না কেন, আমি তোমার ও জ্ঞান চাই না, আমি তোমার ও বিশ্বাস চাই না। তোমার মনে এক, মুখে এক; দেব! আমি অনেক দুঃখে অনেক যন্ত্রণায় পড়িয়াই এই স্থির করিয়াছি; তুমি যদি আমার হৃদয় দেখিতে পাইতে তাহা হইলে আমায় অভিশম্পাত করিতে না। অভিশম্পাত! কর; জানি, এ জগতে কাহারই আমার উপর সহানুভূতি নাই; তোমার দোষ কি? এ আমার অদৃষ্টের দোষ। ঈশ্বরই আমায় অভিশম্পাত করিয়াছেন; নহিলে কাঁদি কেন?

কাঁদি কেন তাই ত লোকে বুঝে না; যদি বুঝিত তবে এ পৃথিবী স্বর্গ হইত, যদি বুঝিত তবে হৃদয়-কুসুমে কীট পশিত না, যদি বুঝিত তবে এই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবকবৃন্দ 'পরলোক নাই' বলিয়া গর্ব্ব করিত না। 'পরলোক নাই,' যখন শুনি তখন প্রাণে আঘাত পাই, সংসারের সমস্ত আশা ফুরাইয়া যায়, হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যুবক, আজি তুমি পরলোক নাই বলিয়া গর্ব্ব করিতেছ, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছ, কিন্তু বল দেখি, কা'ল যখন শুনিবে যে তোমার সরলা সে নাই, যে সরলাকে লইয়া কুসুমোদ্যানে সায়ংকালে ফুল চয়ন করিতে, যে সরলার কবরীতে কামিনী ফুল গাঁথিয়া দিয়া বলিতে 'কামিনি, দেখ ফুলে ফুলে কেমন শোভা পায়।' তুমি মনে করিতে তোমার প্রণয়িনীও একটি কামিনীকুসুম; যে সরলাকে শরৎ-নিশার চাঁদ দেখাইয়া বলিতে 'ইন্দু, দেখ আকাশে আর একটি ইন্দু কেমন ফুটিয়া

রহিয়াছে,' সরসী-তীরে উপবনে বসিয়া বলিতে 'সরোজ, দেখ আর একটি সরোজ কেমন জলে ভাস্‌চে,' মনে কর, তোমার সে সরলা এ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন দেখ দেখি প্রাণ খুলিয়া 'পরলোক নাই' বলিতে পার কি না? অশ্রু-জলে বুক ভাসাইয়া বলিবে 'হাঁ, পরলোক আছে।' তখন তোমার প্রত্যেক অশ্রুজলে মনে পড়িবে 'ঐ গাঙ্গিনী-তীরে দুইজনে বসিয়া কত কথা বলিতাম,' 'ঐ সৈকত-ভূমে আমার উত্তরীয় তাহার বসিবার জন্য পাতিয়া দিয়াছি,' 'প্রত্যেক অস্পষ্ট-শব্দে মনে করিতাম—'ঐ বুঝি আমাদিগকে কেহ দেখিল,' এক একটি দৃশ্য মনে পড়িবে আর বলিবে 'হাঁ, পরলোক আছে,' তখন কম্‌টি, মিল্‌, বুদ্ধ কিছুই বুঝিবে না; সাংখ্য, চার্ব্বাক্‌ কিছুই বুঝিবে না; সহস্র সহস্র বক্তৃতায় শুনিবে 'পরলোক নাই,' কিন্তু তুমি তোমার মনের যন্ত্রণায় এক একটি অশ্রু-জল ফেলিবে, আর বলিবে, 'না, পরলোক আছে।' তোমার সাধের সরলার চাঁদ-মুখ-খানি মনে করিবে, আর বলিবে 'না, পরলোক আছে।'

সপ্তদশ খণ্ড।

যে নেয় সে দেয় না।

নদী কুল্‌ কুল্‌ কুল্‌, এক মনে এক প্রাণে এক দিকেই চলিতেছে; গভীর নদী, গভীর জল, গভীর জলকল্লোল; অসংখ্য বীচি-মালা নদীর বক্ষ দিয়া একবার এ পার একবার ও পার করিয়া বেড়াইতেছে; একটি তরঙ্গ পূর্ব্বদিক্‌ হইতে আসিল, বোধ হইল যেন কত লোকের অশ্রু-জল বহন করিয়া আসিতেছে, একবার তরঙ্গিণীর নির্ম্মল বক্ষে দাঁড়াইল, ক্রমে একটি দু'টি, তিনটি করিয়া অসংখ্য বীচি-মালা আসিয়া তাহার চারি দিকে সমবেত হইল, কি-যেন-কি তাহার কাণে কাণে বলিতে লাগিল——এক পল্‌, দু'পল্‌, তিন পল্‌——তরঙ্গটি বীচি-মালা ভেদ করিয়া গাঙ্গিনী-প্রবাহে পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে পাইলাম না, দৃষ্টির অদৃশ্য হইল। চলিয়া গেল; সন্ধ্যালোকে গা' ঢাকিয়া চলিয়া গেল।

এখনও রাত্রি হয় নাই, গগনে চন্দ্র সূর্য্যের রেখা নাই,

একটু মাত্র আলো আছে, তা' চন্দ্রের কি সূর্য্যের জানিনা। তারাগুলি আকাশে বেরোবো বেরোবো ক'চ্ছে, এখনও বেরোয়নি; একটা গান মনে হ'লো,

'যার প্রাণ তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে,
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমায় দিলে।'

মনে করিতে করিতে একটী বিদ্যুৎ খেলিল, আবার আর একটী; আকাশে তখন মেঘ ছিল কি না জানিনা, কেবল এই জানি যে, তখন আমি সেই গানটি মনে করিতেছিলাম, আর হৃদয়-যন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া সেইটিই গাইতেছিলাম।

'যার প্রাণ তার কাছে।' কে বলিল? আমার প্রাণত আমার কাছে নাই; থাকিলে ইচ্ছা-মত কার্য্য করিতে পারি না কেন? থাকিলে দিন দিন এ শরীর এ রকম রুগ্ন হয় কেন? থাকিলে 'কি-যেন-কি আমাতে নাই' বলিয়া বোধ হয় কেন? আমার প্রাণ আমার কাছে থাকিলে আমি এ রকম পাগল হইতাম না, এত কাঁদিতাম না, এ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে এত সাধ হইত না, এ হৃদয়কে নরকানলের অধিশ্রয়ণ করিতাম না, ইহাতে যন্ত্রণার অলাত-শিলা জ্বালাইতাম না।

'দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব।' কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব? তাহাকে দেখিলেই অবাক্ হই, মুখের সকল কথা বন্ধ হয়, মনে হয় কত কি বলিব, কিন্তু মুখে আইসে না। আর তাহাকে দেখিলে কি-যেন-কি পাইয়াছি বলিয়া বোধ হয়, 'যেন সে জিনিষ এ সংসারের নয়।'

'সে নিলে কি আমায় দিলে।' লোকে বলে, যে নেয় সে দেয়; জগতে যাহাকে যতটুকু দিবে তা'হ'তে ততটুকু পাবে,—যাহাকে তুমি ভালবাসো, সে তোমাকেও ভালবাসে; যাহাকে তুমি মনে কর, সে তোমাকেও মনে করে; যাহার জন্য তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগল, সে-ও তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগল। লোকের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, ভাল কথার মিছেও ভাল। কিন্তু ভাই, এ জীবনে যে জানিয়াছি—দানের প্রতিদান নাই; ন'ইলে এত কাঁদি কেন?

মনে অনেক সময় সন্দেহ হয় তাই কাঁদি, মনে অনেক সময় ভয় হয় তাই কাঁদি, মনে কি-যেন-কি ভাবিয়া পাই না তাই কাঁদি, আর সে তার জন্য কাঁদে তাই দেখি আর কাঁদি। কতদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা ধরাইয়াছি, কতদিন ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হইয়াছি; কতদিন? তা'কি আমার মনে আছে?

সে তাহার জন্য কাঁদে কেন? আমার ভালবাসার যদি এককণা বুঝিতে পারিত, একবিন্দু বুঝিতে পারিত, এক পরমাণু বুঝিতে পারিত, তা'হ'লে তা'র জন্য সে কাঁদিত না। সে যদি একবার আমার হৃদয়ে দাঁড়াইয়া ভালবাসার সেই গভীর—অতলস্পর্শ—অনন্ত সমুদ্র দেখিত, তা'হ'লে তা'র জন্য সে পাগল হ'তো না। না! না! তুমি যাহাকে দেখিয়া পাগল হইয়াছ তাহাকে লইয়াই থাক; আমি ফকীর, আমি কাঙ্গাল, আমার জন্য তোমার সহানুভুতি কি? আমার জন্য তোমার দয়া, মায়া কি?

তাই বলি, যে নেয় সে দেয় না; দিলে আমি পাইতাম, দিলে এত কাঁদিতাম না।

কতদিন তাহাকে 'আমার সে' লিখিতে দেখিয়াছি, কতদিন তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি 'আমার সে।' হা! পরমেশ্বর, এ হতভাগ্যকে 'আমার' বলিয়া কে ডাকে? এ সৃষ্টিতে কি আমাকে 'আমার' বলিতে কাহাকেও পাঠাও নাই? জগদীশ! এ জন্মেত পাইলাম না, পরজন্মে যেন নিরাশ না হই, পরলোকে যেন আমাকে কেহ 'আমার' বলে, আমার এই ভিক্ষা, সন্তানের এই ভিক্ষাটি রাখিও। এ জগৎ আমার জন্য সৃষ্টি করনাই, আর আমিও এ জগতের জন্য হই-নাই; এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ড আমার জন্য নয়, এ চন্দ্র সূর্য্য আমার জন্য নয়, এ শরৎ-কৌমুদী আমার জন্য নয়, নদী কুল্-কুল্-কুল্ কিন্তু আমার জন্য নয়, বসন্ত শরৎ আমার জন্য নয়;——আমার জন্য, অনন্ত-কাল, অনন্ত-যন্ত্রণা, অনন্ত-দুঃখ, অনন্ত-নরকানল; হু হু হু অনন্ত-নরকানল, একি অনন্ত-কালের জন্য? পরলোকেও কি শান্তির আশা নাই? কে জানিত যে ভালবাসিলে এত জ্বলিতে হয়? জানিলে ভালবাসিতাম না। জানিলে আজি কাঁদিতে কাঁদিতে তোমাদের নিকট বলিতাম না যে, 'যে নেয় সে দেয় না।'

অনাথ নাথ! এ জগৎ যখন আমার জন্য নয়, তখন আমাকে এ জগতে পাঠাইলে কেন? আমার জন্য কি আর কোন স্থান সৃষ্ট হয় নাই? নরক? তবে নরকে আমায় পাঠাইলে না কেন? নরকে গেলে আমার মঙ্গল

ছিল, তা'হ'লে তাহাকে দেখিতাম না, তা'হ'লে তাহাকে ভালবাসিতাম না, এ নরক-যন্ত্রণাকে হৃদয়ে স্থান দিতাম না। নরক? নরক আবার কি? মনুষ্য-হৃদয়ই নরক; এই জগতেই অসংখ্য নরক, হৃদয় খুলিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে নরক হু হু করিতেছে।

*　　*　　*　　*　　*

নক্ষত্রগণ! তোমরা আবার এ গগনে উদয় হইলে কেন? তোমরা কি মনুষ্য-জাতির অশ্রু-জল এত ভাল-বাস? তোমরা কি আমার কান্নার সাক্ষী হইতে আসি-য়াছ? তবে কি দেবতারা আমার কান্নার সাক্ষী? যখন পরলোকে একবার স্রষ্টার সমক্ষে উপস্থিত হইব, যখন ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিবেন 'তোমার কান্নার সাক্ষী কে?' তখন তোমাদিগকে দেখাইয়া দিব, বলিব 'দেবতারা আমার কান্নার সাক্ষী।'

নক্ষত্রগণ! তোমাদিগের সকলকেইত আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই; তোমরা কেমন সুন্দর, কেমন হাসি হাসি, কেমন নয়ন-প্রীতিকর; কিন্তু আমি যে নক্ষত্রে জন্মি-য়াছি সেইটি কোথায়? সে কি এখনও তোমাদের মত সুন্দর আছে? নাজানি সে তারাটি কোথায়; নাজানি এই অনন্ত আকাশের কোন্‌স্থানে সে বিকৃত অগ্নি-শিখা হইয়া জ্বলিতেছে; সে সুন্দর নয়, সে ভয়ঙ্কর; তাহার জ্যোতিঃ নাই, তাহার চারিদিকে অন্ধকার; নাজানি সে সৃষ্টির কত অমঙ্গল সাধিতেছে, কতলোক তাহাকে

দেখিয়া ভয়ে পলাইতেছে, কতলোক তাহ'কে অভিশম্পাত করিতেছে * ।

একদিন সেই তারাটিও গগন উজ্জ্বল করিয়াছিল, একদিন সদা হাসি হাসি নক্ষত্র রাজির মধ্যে সেও একটি হাসি-হাসি ছিল, একদিন সুন্দর ছিল, কতলোক দেখিয়া বলিত কেমন সুন্দর, কেমন মধুর, কেমন নয়ন-প্রীতি-কর, কত লোকের নয়ন-রঞ্জন ছিল, কত লোক তাহার কাছে মনের কথা বলিত, কত লোক তাহার দিকে অতৃপ্ত-নয়নে, অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত। আ! সেই একদিন গিয়াছে!!————এ পোড়া জীবনেরও সেই একদিন গিয়াছে!!! 'তেহিনো দিবসা গতাঃ!!!' তখন জানিতাম যে, দানের প্রতিদান আছে, যে নেয় সে দেয়; এখন জানিলাম যে, দানের প্রতিদান নাই, যে নেয় সে দেয় না। যে নেয় সে যদি দিত, নাজানি সংসার তবে কি সুখেরই হইত। তা'হ'লে এ সংসার শ্মশান ভূমি হইত না, তা'হ'লে পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্ক থাকিত না, রমণী-হৃদয়ে প্রতারণা থাকিত না, কুসুমে কণ্টক থাকিত না, সরলার চক্ষে সর্ব্বনাশ থাকিত না——

---

* "The hour arrived——and it became
A wandering mass of shapeless flame,
A pathless comet, and a curse,
The menace of the Universe."

——Manfred, I., Sc. 1.

'তবে কি সুখ হ'তো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত;
কিসুখ কিংশুক ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত;
প্রেম সাগরের জল, হ'তো যদি সুশীতল,
হতাশ বাড়বানল তাহে যদি না থাকিত।'

অষ্টাদশ খণ্ড।

তুমি আমার কে?

"What *art* thou to me, ?"
——Little white Lady,

তুমি যাবে তা'তে আমার কি? কত লোক যায়, কত লোক আসে তা'তে আমার কি? তুমি আমার ভাই নও, ভগিনী নও, পিতা নও, মাতা নও, তুমি যাবে তা'তে আমার কি? তবে তুমি যাবে শুনে কাঁদি কেন? সেই অজস্র অশ্রু-ধারা বহে কেন? তুমি আমার কে? আমি জানি না, জগৎও জানে না। যদি স্রষ্টাকে দেখিতে পাইতাম, তবে জিজ্ঞাসা করিতাম, তুমি আমার কে? আর তুমি? তুমি ত নির্দ্দয়; তোমার জন্য কাঁদি কেন?

কা'ল্ রাত্রে এ দু'চোখ্ হ'তে অজস্র বারি-ধারা বহিতে-ছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা ধরিয়াছিল, বুকের ভিতর অগ্নি-শিখা জ্বলিতেছিল, যেন উত্তপ্ত-লৌহ-শলাকা উদর হইতে গল-দেশ পর্য্যন্ত বিদ্ধ ছিল, কতবার বমন করিবার উদ্যোগ করিয়াছি, নিকটে আমাকে ধরে, এমন কেহই নাই, সেই কক্ষে কেবল-মাত্র তুমি, কিন্তু তুমি একবার দেখিলেও না; শয্যায় ছিলাম, কি অগ্নি-রাশির ভিতর ছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই, শরীর ক্রমে উত্তপ্ত হইতে লাগিল, কে বাতাস করে? সে কক্ষে এমন কেহই ছিল না, যাহাকে একবার বলি 'বাতাস কর,' কেবল-মাত্র তুমি ছিলে, তোমাকে বাতাস করিতে বলিতে সাহস পাইলাম না, তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিলে না। চারি দিকে যেন অন্ধকার, এক একবার বুঝিয়াছি আমার টেবিলের উপর সেজ্ জ্বলিতেছে কিন্তু তথাপি ঘরে যেন অমাবস্যার অন্ধকার; একবার চারিদিক পানে চাহিলাম, দেখিলাম শিয়রে রামমোহন রায়, তাঁহার একটি গান মনে হইল 'তুমি কার কে তোমার,' কিন্তু তখন তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, দেখিলাম তাঁহার পার্শ্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিন্তু দেখিলাম-মাত্র তখন কিছু চিনিতে পারিলাম না, আরও দু' তিনটি চিত্র দেখিলাম, কিন্তু কাহা-কেও চিনিতে পারিলাম না; আমার ঘড়িতে ১, ২, ৩, ৪, করিয়া বাজিল, শুনিলাম, গণিলাম, কিন্তু বুঝিতে পারি-লাম না ক'টা বাজিল। সেই যন্ত্রণার সময় কা'র ক্রোড়ে মস্তক রাখি? একবার তোমাকে ডাকিলাম; কত চিন্তার

পর, কত ভাবনার পর, কত সাহস করিয়া একবার তোমাকে কাতরে ডাকিলাম, শুনিতে পাইয়াছিলে কি না জানি না, কিন্তু তুমি আসিলে না। তখন বুঝিলাম এ পৃথিবীতে আমার কেহই নাই; সেই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণের ভিতর কি হইয়াছিল, যদি কেহ অন্তর্যামী থাকেন, তবে তিনিও বুঝিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। দিন দিন আমার শরীর রুগ্ন হইতেছে, হা, কপাল! তাহা তুমি দেখিয়াও দেখ না, দেখিয়া ঘৃণা করিয়া চলিয়া যাও। গাঙ্গিনী-তীরে বসিয়া কতদিন কাঁদিয়াছি, নিকটে কেবল-মাত্র তুমি; তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, দাও নাই, তখন তুমি আমাকে দূরে থাকিতে বলিতে; তুমি জান না তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে চাই কেন? বল দেখি, এ পর্য্যন্ত আমি কা'র ক্রোড়ে মস্তক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি? আমি কা'র কাছে কাঁদিয়াছি? তুমি বিনা কে আমার চক্ষের জল দেখিয়াছে? তুমি আমাকে দূরে থাকিতে বলিতে, ———থাকিতাম। হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণা হৃদয়ে লুকা-ইতাম; অন্তরাত্মার নরকানল অন্তরাত্মাতেই বহিতাম। তুমি আমাকে ঘৃণা কর, এ পৃথিবীর সমস্ত লোকেই আমাকে ঘৃণা করে: সত্য-বলিতে-কি, আমিও আমাকে ঘৃণা করি। 'প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে' সে-ই যদি আমাকে ঘৃণা করিতে পারিল, তবে কেন আমি আমাকে ঘৃণা করিতে পারিব না? তবে আর আমাকে কে ভালবাসিতে পারিবে? তুমি আমাকে ঘৃণা কর, আমার কাঁদিবার

সময় তুমি আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাও, তা'তে তোমার দোষ কি? তুমি পার, তোমার ক্ষমতা আছে, তাই যাও; অন্য কাহারও কাছে আজি পর্য্যন্ত কাঁদি নাই, তাহারা আমাকে ফেলিয়া যায় কি না জানি না। আমি বাঁচিয়া থাকিলে (ঈশ্বর না করুন) আজীবন তোমাকে "ক্রীতদাসের" ন্যায় সেবা করিব, আমি মরিলে তোমাকে সে রকম কে সেবা করিবে? তুমি বলিবে তোমার অনেক লোক আছে; জানি, তোমাকে অনেকে ভালবাসে কিন্তু ক'জন আমার মত? আর একটা কথা,——যেমন যায় তেমন হয় না।

তুমি যখন কাঁদিতে, বল দেখি, কে তোমার বুকে মাথা রাখিয়া তোমার কান্নায় কাঁদিত? তুমি যখন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে, কে তোমার দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িত? হায়! আমি কেন তোমার কান্নায় কাঁদিয়াছি, তুমি কি বুঝিবে! সেই জগদ্দেবতা জানেন। আমি কাঁদিয়াছি, তুমি আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছ, আমি কি কখনও তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছি? যতক্ষণ তোমাকে কিছুমাত্র শান্ত না দেখিয়াছি, ততক্ষণ তোমার কাছে বসিয়া তোমার সেবা করিয়াছি; পাখার বাতাস করিয়াছি; শান্ত করিতে যাহা যাহা আবশ্যক তাহার কি করি নাই? তুমি শান্ত হইয়াছ কি না জানি না, কিন্তু তোমাকে শান্ত করিতে পারিলাম না বলিয়াই বা কতদিন কাঁদিয়াছি, তুমি জান না, কিন্তু যে জানে সে জানে। সেই ভগবান্ জানেন, সেই অনন্ত-দেব জানেন,

আমাকে কাঁদিতে আর কেহই দেখে নাই। তোমার সেবা কেন করি? তুমি আমার কে? তোমাকে যত যত্ন করিয়া সেবা করিয়াছি, তাহার শতাংশের একাংশ আমার পিতা মাতাকে করিলে আমি কুলের প্রদীপ হইতাম; ঈশ্বরকে তাহার শতাংশের একাংশ করিলে আমার নাম যোগী-গণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইত। তোমাকে এত ভালবাসি কেন? এত ভক্তি করি কেন? আবার জিজ্ঞাসা করি "তুমি আমার কে?"

ঊনবিংশ খণ্ড।

প'ড়োমাল্ কে নিবি রে আয়।

ওরে এখানে কতগুলি প্রাণ পড়ে রয়েছে, কে নিবি আয়, আয় আমরা কুড়িয়ে নি, কেউ কিছু ব'ল্‌বে না। দেখ্ প্রাণ গুলি কেমন সুন্দর, তোদের কি কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে না, সবগুলি নিস্‌নে, ওর মধ্যে কতকগুলি তেঁতো, পোকাধরা, ট'কো, দরকচ্‌ড়া আছে। ভাল

ভাল গুলো বেচে নে ; এই দেখ্ এই প্রাণটা তেঁতো, এটা ৫৫ * বৎসর এমনি ক'রে পড়ে আছে, ওরে এটা যে পোকাধরা, ত্যাঁ ছি! ফেলে দে, ফেলে দে, ঝুড়িতে ক'রে ঝুড়ি নষ্ট করিস্‌নে। এই দেখ্, এই একটা প্রাণ বেশ্ মিষ্টি, যদিও এটা অনেক কে'লে তা এখনো এর কিছু হয়নি, ২০৫ † বছর এমনি পড়ে আছে, কত ঝড় ঝট্‌কা গিয়েছে তবু খারাপ হয় নি। প্রাণ গুলো বছরে, কি কালে খারাপ হয় না, যা হবার তা দু' এক বছরেই হয়। নেরে, এ প্রাণটা তুলে নে, দেখিস্ ঝুড়ি ফ'স্‌কে যেন মাটিতে পড়ে না, ঠুন্‌কো সামগ্রী পড়্‌লেই ভেঙ্গে যাবে। ওরে এই দেখ্, এই একটা শুট্‌কো প্রাণ, রস্‌টস্ কিছুই নেই, এই এক রকম দরকচ্‌ড়া, এমনিই এটা ২৫৩ ‡ বছর পড়ে আছে, কত লোক এটা কুড়িয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউই পারে নি, আর এ দরকচ্‌ড়া নিয়ে কি হবে? এ শুট্‌কো প্রাণ নেয়ার চাইতে না নেয়াই ভাল।

এই প্রাণটা এখনও তাজা আছে, এ সাচ্চা মাল, এখনো রস আছে, আজ্‌ও শুকোয় নি, বাবা! এ কত কে'লে, ২৬৩ ¶ বছরে, কিন্তু দেখেছ একটুও খারাপ হয় নি, একটুও পচে নি, যেন এখনও সেই টাট্‌কা মাল আছে, বলি এ 'ডায়মণ্ড্-কাটা-প্রাণ' নে, নে, তুলে নে ; ও বা! ভারিও তেম্‌নি, এক প্রাণেই ঝুড়ির আদ্ধেক।

---

* Byron, died, 1824. † Milton, d, 1674.

‡ Bacon, d, 1626. ¶ Shakespere, d, 1616.

ওরে এই একটা প্রাণ, দূর ছাই, এটা ভেঁতো, আবার পোকাধরা, এটা দূর করে ফেলে দে, এটাও অনেক কেলে, ২৬১ * বছর গিয়েছে। ওরে এখানে ঝুড়ি ঝুড়ি প'ড়ে আছে, প'ড়োমাল্ কে নিবিরে আয়, দেখ্ এটা ১৯১ † বছুরে, বেশ মিষ্টি, তেমনি সুগন্ধ। আর এটা, না ভেঁতো, না মিষ্টি, ডাঁসে পড়া, পাক্‌তে পায় নি, ওরে দেখ্‌সে, এর ভিতরে যেন বিষ পোরা রয়েছে, তা যাক্! এ জিনিষ্‌টে ভাল, এটা ১০৯ ‡ বছর রয়েছে, নে এটা কুড়িয়ে নে, সাবধান প'ড়ে যায় না যেন, ঠন্‌কো জিনিষ প'ড়ে গেলেই বোদা হ'লো। বলি, এটা নিবি, এটায় ভয়ানক গন্ধ, এর উপর ৭৯ ¶ বছর পেরিয়েছে, এটা যেন কিম্ভূত কিমাকার, পচাও নয়, গলাও নয়, আবার এর গন্ধে ভূত পালায়, এটা দূর করে ফেলে দে, ঐ মাঠের ভিৎরি ফেলে দিয়ে আয়, কা'ক শেয়ালে খাক্।

হাঁরে এই দেখ্‌সে এদিকে একটা, এটা যেন কেমন কেমন, এটা আবার বিক্রী হ'তে গিয়েছিল, একটা মেয়েমানুষ খদ্দের হইছিল, তারপর এটা পোকাধরা দেখে ফেলে দিলে; বলে এ যে 'ড্যামেজ্ প্রাণ, এ ড্যামেজ্ জিনিষ, এ ব্যবহার করা জিনিষ', আবার এটা একটু কটু, শুদ্ধ ব্যবহার করা নয়, তা'তে আবার দরকচড়া, আর নেহাত ছোটো, এটা নিয়ে কায নেই, এটা ফেলে দে,

---

* Raleigh, d, 1618. † Bunyan, d, 1688.
‡ Chatterton, poisoned, 1770. ¶ Cowper, d, 1800.

এটা আজ্ কাল্ বাঙ্গালা মুলুকে সিকি দুয়ানির মত ঘরে ঘরে চল্‌চে, তবে কি না এটা বিস্তর দিনকার নয়,* এটার এখনও ভাল হবার আশা আছে।

প্রাণ তেমন ভাল পাওয়া যায় না; শুট্‌কো, ক’সো, ট’কো, পোকাধরা, দরকচ্‌ড়া এমনি গোটাকত যেমন তেমন পাবি, আমি খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছি, একটাও মনের মত পাই নি। মেয়েদের প্রাণগুলো আরও খারাপ, সে গুলো ফেটে যায়, গলে যায়, খোসার ভিতৃরি থেকে চোঁ ক’রে বেরিয়ে যায়, সেগুলোতে তেমনি দুর্গন্ধ, সেগুলিতে পোকাগুলি কেন্নুইর মত বড় বড়, সেগুলো দু-এক দিনেই পচে যায়। আমি আজ্ পর্য্যন্ত মেয়ে মানুষের প্রাণ আস্তো দেখি নি। প্রাণগুলিকে কেবল ভালবাসাতেই নষ্ট করে; ভালবাসাতেই প্রাণগুলি পচে যায়, মজে যায়, গলে যায়; তাই বলি, যদি প্রাণ ভাল রাখ্‌তে চাও তবে ভালবেসো না। ভালবাস্‌লেই প্রাণে দুর্গন্ধ হবে, ভাল-বাস্‌লেই প্রাণের ভিত্‌রে পোকা ঢুক্‌বে।

---

* বাবু চন্দ্রশেখর “উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম” প্রণেতা।

বিংশ খণ্ড।

সূতিকা-গৃহ।

সূতিকা-গৃহ; এই স্থান এ মহা-সংসারের দ্বার-শিলা। যে দুর্বিনীত-অহঙ্কার সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল; যে দুর্বিনীত-অহঙ্কার স্বীয় বীর্য্যবলে, আমি দেব-বীর্য্য-সম্ভূত বলিতে সাহসী হইয়াছিল; যে দুর্বিনীত-অহঙ্কার শত সহস্র নর-নারীর অশ্রু-জল তুচ্ছ করিয়া, শত সহস্র মানবের ধমনীর রক্তে পাদতল রঞ্জিত করিয়া জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। যে দুর্জ্জয়-বীর্য্য এক হুঙ্কারে ভূমণ্ডল কাঁপাইয়া দিয়াছিল; যে দুর্জ্জয়-বীর্য্য, নরহত্যা শত সহস্র মনুষ্যের ব্যবসায় করাইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যের শোণিতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়াছিল; যে দুর্জ্জয়-বীর্য্য-বাত্যা, তুষার, প্লাবন সমস্ত তুচ্ছ করিয়া শত সহস্র রাজ্য স্বীয় বুভুক্ষানলে ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। যে অমানুষিক-কল্পনা ভার্জ্জিলকে সঙ্গে করিয়া নরকে যাইয়া হেলেনের, ক্লিওপেট্রার, ট্রিস্টনের, প্যারিসের, একিলিসের প্রেতা-

তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিল, যে অমানুষিক-কল্পনা বিট্রিস্‌কে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, যে অমানুষিক-কল্পনা নরক, স্বর্গ সমুদায় পরিভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছে, তাহা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। যে শাক্যঋষি এই বিপুল সংসারের তৃতীয়াংশ মানবের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, যে চৈতন্যদেব প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভারতকে প্রেমে পাগল করিয়া দিয়াছেন, যে শঙ্করাচার্য্য 'আমিই ঈশ্বর' বলিতে সাহসী হইয়াছেন, তাঁহারা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে অচিন্ত-নীয় চিন্তাশক্তি এই বিপুলা ধরিত্রীর আকর্ষণী শক্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছে, যে সুতীক্ষ্ম-প্রতিভা পৃথিবীর স্থিরত্ব অপ্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যে দৃষ্টি ফিসোলি পর্ব্বত-শিখর হইতে নিশাযোগে চন্দ্রমণ্ডলের দুর্নিরীক্ষ্য আভ্যন্ত-রিক প্রদেশ সমস্ত দেখিয়াছিল, তাহা এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহা-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। দুর্বিনীত-অহঙ্কার, দুর্জ্জয়-বীর্য্য, অমানুষিক-কল্পনা, দুর্নিরীক্ষ্য অগাধ-সত্ত্ব, 'উৎকট-আত্মাভিমান,' অচিন্তনীয়-চিন্তাশক্তি, অননুভব-নীয়-উদারতা, দুর্জ্জয়-প্রেম সমুদায় এই দ্বার-দেশ দিয়া এ মহাসংসারে প্রবেশ করিয়াছে।

এই গৃহে বসিয়া স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টির কৌশল নির্ম্মাণ করেন, এই গৃহে বসিয়া বিধাতা-পুরুষ মানবের ঘূর্ণায়মান সুখ-দুঃখের অদৃষ্ট-চক্র ঘুরাইয়া দেন। এই গৃহ হইতেই কেহ সুখের বোঝা ও কেহ দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া

সংসারে পদক্ষেপ করে। এই গৃহে একদিন মহাকবি বাল্মীকি ছিলেন, এই গৃহে দেবর্ষি গৌতম ছিলেন, এই গৃহে বীর দ্রোণাচার্য্য ছিলেন, এই গৃহে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন, এই গৃহে সিসিরো, ডিমস্‌থেনিস্‌; এই গৃহে সোলন, সক্রেতিস; এই গৃহে কপিল, কনাদ প্রভৃতি মহাত্মারা ছিলেন। এই গৃহে কে ছিল না? তুমিও ছিলে আমিও ছিলাম। হরিবোল্‌ হরি! যেখানে পৃথিবীর অহঙ্কার, সংসারের গৌরব, ইহলোকের দেবতারা ছিলেন, সেখানে আমিও ছিলাম। যাঁহাদিগের নিকটে আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, দুর্ব্বলের দুর্ব্বল, নীচের নীচ, তাঁহারা যেখানে ছিলেন আমিও সেখানে ছিলাম! এ অধমাধমও সেখানে ছিল! ঐ ত স্রষ্টার চাতুরী, তিনি ধনী, দরিদ্র; মহৎ, ক্ষুদ্র; পণ্ডিত, মূর্খ; সুন্দর, কুৎসিত; একস্থান হইতেই ছাড়িয়া দেন; তাঁহার দোষ কি? তিনি সকলকেই সমান করিয়া গড়িয়াছেন। কি, সমান করিয়া গড়িয়াছেন? কৈ, তিনি যখন শাক্য-সিংহের আত্মা ঈশাতে দিয়াছেন,* ঈশার আত্মা চৈতন্যদেবে দিয়াছেন, চৈতন্যদেবের আত্মা রামমোহন রায়েতে দিয়াছেন, তখন তিনি রামমোহন রায়ের আত্মা আমাতে দেন নাই কেন? আত্মা চাই না; তিনি সেই মহাত্মার পবিত্র শরীরের একটী পরমাণু আমার

* M. Barthelemy Saint Hilaro following the example of Burnouf, Lassen and Wilson, fixes the year 543 B. C. as the date of Budda's death. Max Muller, places it in 477 B. C.
—Max Muller, CHIPS FROM A GERMAN WORKSHOP.

এই মাটির দেহে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন না কেন? ঐ-ত বিধির দোষ, ঐ-ত তাঁহার কু-দৃষ্টি, ঐ-ত তাঁহার পক্ষপাতিত্ব; তিনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন না, তিনি সকলকে সমান করিয়া গড়েন না, তিনি সকলকে সুখী করিতে চান না। ভাই, তুমি বলিবে যে, আমি পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিলাম, তাই এ জন্মে এই নরক-যন্ত্রণা ভুগিতেছি; আচ্ছা তাই মানিলাম, তোমার কথাই সত্য; কিন্তু, পূর্ব্বজন্মে পাপ করিবার ইচ্ছা কে দিয়াছিল? তিনি ইচ্ছা করিলেইত আমার পাপ-মতি বিনষ্ট করিতে পারিতেন, তা' তিনি ইচ্ছা করেন নাই কেন? তিনি সর্ব্বদর্শী, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্তই দেখিতে পান, তিনি যখন আমাকে গড়িয়াছেন তখন তিনিত জানিতেন যে, আমার পাপে প্রবৃত্তি হইবে (কারণ তিনি ভবিষ্যৎ দেখিতে পান,) তবে তিনি আমার সে মতি ফিরাইলেন না কেন? তিনি যাহাতে আমাকে নিযুক্ত করেন, তাহাইত আমি করি*। পাপ পুণ্য বিচারের ক্ষমতা আমার কি? তিনি নিয়ন্তা, পাপ করিলেও তিনি করান, পুণ্য করিলেও তিনি করান, সকলই তাঁহার হাত। আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কি? আমার হৃদয়ে যে অশ্রু-প্রবাহের জোয়ার বহিতেছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছা করিলেই ত তাহা বিশুষ্ক করিতে পারেন, তা' তিনি করেন না কেন? হয়, তিনি ইচ্ছাময়

* "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন; নয়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া সকলের হিত ইচ্ছা করেন না। আর যদি তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ দুই-ই হন, তবে তিনি বড় পক্ষপাতী, তিনি কাহাকেও সুখ দেন, কাহাকেও দুঃখ দেন। ভাই, যখন দেখি, এ পরিদৃশ্যমান জগৎ-সংসারে কাহারও হৃদয়ে সুখ নাই, তখন ভাবি যে, যিনি স্রষ্টা তাঁহার হৃদয়েও বুঝি সুখ নাই; যখন দেখি যে, সকলেই দুঃখীকে ঘৃণা করে, তখন ভাবি যে যিনি স্রষ্টা তিনিও বুঝি দুঃখীকে ঘৃণা করেন; যখন দেখি যে, এ সংসারে কাহারই দয়া নাই, সহানুভূতি নাই, তখন ভাবি যে যিনি স্রষ্টা তাঁহারও বুঝি দয়া নাই, সহানুভূতি নাই; যখন দেখি যে, এ সংসারে কেহই ভালবাসার হাত এড়াইতে পারে নাই, তখন ভাবি যে যিনি স্রষ্টা তিনিও বুঝি ভালবাসার হাত এড়াইতে পারেন নাই। আর যখন দেখি, এ সংসারে একজন একজনকে না-দেখেও ভালবাসে, * তখন ভাবি যে পূর্ব্বজন্ম বুঝি আছে, জন্মান্তরীণ সঙ্গতিতেই বুঝি ইহলোকে ভালবাসার নিয়ম।

---

* আজি কয়েক দিন হইল আমার একজন পরিচিত যুবক তাঁহার জীবনের ইতিহাস বলিতে বলিতে কাঁদিয়া বলিলেন,—"ভাই, আমি যা'র জন্য কাঁদি তাহাকে কখনও এ দু'চোখে দেখি নাই, তাহার নাম শুনিয়াই যেন কেমন ভালবাসিতে লাগিলাম।" বলা বাহুল্য যে, যুবক একটী বালিকাকে ভালবাসেন, প্রায় দু'বৎসর হইল সেই বালিকাটির অন্যত্র বিবাহ হইয়াছে। নল দময়ন্তির ইতিহাসেও এই প্রকার শুনা যায়।

সুতিকা-গৃহ; এই স্থান হইতে আমরা সকলে সংসার-যাত্রার জন্য সমস্ত উপকরণ লইয়া বাহির হই। দ্রোণাচার্য্য বল, দুর্য্যোধন বল, ঈশা বল, মুশা বল সকলেই সমান ভাগে সমস্ত উপকরণ লইয়া এই গৃহ হইতে সংসার-যাত্রার জন্য পদক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা যাহা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তুমি আমিও তাহাই লইয়া বাহির হইয়াছি, এবং তুমি আমি যাহা লইয়া বাহির হইয়াছি, ইহার অপেক্ষা অধিক লইয়া কেহই বাহির হন নাই। কিন্তু, শেষে সংসারে প্রবেশ করিয়া ক্রমে আমরা আমাদিগের দ্রব্যগুলি এক এক করিয়া হারাইতে থাকি; যাহা সংসারে

আইর্ব্বিং তাঁহার "Newstead Abbey" নামক গ্রন্থে এই প্রকার একটি গল্প বলেন। ফলতঃ আপনারা বিশ্বাস করুন আর না করুন আমার ধ্রুব-বিশ্বাস যে না দেখিয়াও ভালবাসা হয়। ইংলণ্ডে একটি রমণী বাইরণকে না দেখিয়াও তাঁহার জন্য পাগলিনী হইয়াছিলেন। সেই রমণীর স্বকর-প্রণীত একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম,——

"Well thou art gone——but what wert thou to me!
 I never saw thee——never heard thy voice,
Yet my soul seemed to claim affiance with thee.
 The Roman bard has sung of fields Elysian,
Where the soul sojourns ere she visits earth;
 Sure it was there my spirit knew thee, Byron
Thine image haunteth me like a past vision;
 It hath enshrined itself in my heart's core;
'Tis my soul——it fills the whole creation."

একবার হারাই, তাহা প্রাণের বিনিময়েও আর পাই না। এই সংসারে আসিয়া কেলিগুলা তাঁহার সহৃদয়তা, নেপোলিয়ান্ তাঁহার সহানুভূতি, সিরাজ তাঁহার পর-দুঃখ-কাতরতা, জাহাঙ্গীর তাঁহার মাতৃ-ভক্তি, ক্লিওপেট্রা তাঁহার সতীত্ব, হেলেনা তাঁহার পবিত্র প্রেম হারাইয়া গিয়াছেন ; আর আমি, এ অধমাধম, কত কি হারাইয়াছি তাহা সমস্ত মনে নাই, যাহা কিছু মনে আছে তাহার তালিকা দিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়, প্রাণ উছলিয়া উঠে, চক্ষে উত্তপ্ত শোণিতের অশ্রু-বিন্দু আসিয়া উপস্থিত হয়, আর অন্তরে——অন্তরে——

এখানে পরের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ব্যথা করিতাম না, এখানে প্রণয়ের বিনিময়ে ঘৃণা পাইতাম না, এখানে প্রেমে হতাশ জানিতাম না, এখানে আশায় কখনও নিরাশ হই নাই ; এখানে যখন ছিলাম তখন ত জানিতাম না যে সরলার হাসি-মাখা-নয়নে কেবল সর্ব্বনাশ মাখা রহিয়াছে, সরলার প্রেম-মাখা-মধুর কথায় কেবল বিষ মাখা রহিয়াছে ; এখানে যখন ছিলাম তখন ত জানিতাম না যে, এক জনকে ভাল বাসিতে পারিলে সমস্ত মানব-জাতিকে ভালবাসিতে পারিব, এক জনের প্রেমে হতাশ হইলে সমস্ত মানব-জাতিকে ঘৃণা করিব। আজ্ বিংশতিবর্ষ হইতেছে এইস্থান ছাড়িয়া সংসারারণ্যে উদাসীনের মত ভ্রমণ করিতেছি, জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য আজি পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না, জীবনের গতির একটা নির্দ্দিষ্ট পথ আজি পর্য্যন্ত স্থির

করিতে পারিলাম না। কেমন করিয়াইবা স্থির করিব? দু'দণ্ড কাল মন স্থির করিয়া ভাবিতে পারি না। একেবারে যে ভাবিনা তাহা বলিতেছি না; ভাবি,—কিন্তু কি যে ছাই-ভষ্ম, মাথা-মুণ্ড ভাবি তাহা কিছু বুঝিতে পারি না। ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় পাষাণ করিয়াছি, অশ্রু-জল বর্ষণ করিতে করিতে হৃদয় কঠিন করিয়াছি, এখন হৃদয়ে আঘাত করিলে তাহার প্রতিঘাতে হাতে ব্যথা পাই *।

সূতিকা গৃহ; এখানে যে প্রদীপ জ্বলে তাহাতে আমরা আমাদিগের জীবনের কার্য্য-ক্ষেত্র একবার দেখিয়া লই। এই দীপালোকে দ্রোণাচার্য্য কুরুক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন, অর্জ্জুন দানব-পুরী দেখিয়াছিলেন, রামচন্দ্র লঙ্কাদ্বীপ দেখিয়াছিলেন, ওয়েলিংটন্ ওয়াটার্লু দেখিয়াছিলেন, ক্লাইভ্ ভারতবর্ষ দেখিয়াছিলেন, গেলিলিও চন্দ্র-মণ্ডল দেখিয়াছিলেন; আর আমি—আমি—আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা জগতে যেন আর কেহ না দেখে,—সেই দীপালোকে দেখিয়াছিলাম, যেন সংসারের সমস্ত যন্ত্রণা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল; যেন জগতের সমস্ত অশ্রুজল আমার নয়নে গিয়া মিলিল; যেন ইহ-

* "All stone I felt within."

—Dante, Hell. xxxiii. (Cary's.)

"My heart is turned to stone; I strike it, and it hurts my hand."

—Shakespere, Othello, Act iv. Sc. i.

লোকের সমস্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস আমার নিশ্বাসের সঙ্গে মিশিল।

"যাবত জীবন র'বে আর ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হ'লো ভালবাসায় কি লাঞ্ছনা।
ভালবাসা ভুলে যা'বো, মনেরে এবার বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারু ভালবাসে না।"

